বাংলা

বালভারতী

অষ্টম শ্রেণী

ভারতের সংবিধান

ভাগ 4 ক

মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ 51 ক

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে সে-

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে ;

(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে;

(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহৃত হলে সাড়া দিতে হবে ;

(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের ঊর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে;

(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে;

(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিসা, সংস্কারমূলকমনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে;

(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে ;

(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে;

(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বযসেরপ্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস-২১১৬ / (প্র.ক্র. ৪৩ / ১৬) এসডী-৪ তারিখ ২৫.০৪.২০১৬ অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ ২৯.০৪.২০২২ এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক সন ২০২২-২০২৩ এই শৈক্ষণিক বর্ষ থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

বাংলা

বালভারতী

অষ্টম শ্রেণী

আমার নাম _____ ।

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে।

B9I8N3

আপনার স্মার্টফোনে DIKSHA APP দ্বারা পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার QR Code এর মাধ্যমে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠের সম্বন্ধে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের জন্য উপযুক্ত দৃক-শ্রাব্য সাহিত্য উপলব্ধ হবে।

First Edition : 2022

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে ৪১০০৪
এই বইয়ের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের কাছে থাকবে। এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো ভাগ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উদ্ধৃতি করা যাবে না।

বাংলা ভাষা সমিতি

শ্রী মহাদেব শ্যামাপদ মল্লিক (অধ্যক্ষ)
শ্রী দিলীপ অনুকূল রায় (সদস্য)
শ্রী রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্র হালদার (সদস্য)
শ্রী শিবপদ রসিকলাল রপ্তান (সদস্য)
শ্রীমতী বাসন্তী রথীন্দ্রনাথ দাসমন্ডল (সদস্যা)
শ্রীমতী শিখারানী শ্রীনিবাস বারই (সদস্যা)
শ্রী মাখন ব্রিটিশ মাঝি (সদস্য)
শ্রী রামপদ কালীপদ সরকার (সদস্য)
শ্রী উত্তম উপেন মজুমদার (সদস্য)
ডা. অলকা পোতদার (সদস্য - সচিব)

সংয়োজক

ডা. অলকা পোতদার
বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা
পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুণে

সহায়ক সংয়োজক

সৌ. সন্ধ্যা বিনয় উপাসনী
সহায়ক বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা

বাংলা ভাষা অভ্যাস গট

শ্রী দীপক হরিদাস হালদার
শ্রী অতুল নগরবাসী বালা
শ্রী. বাবুরাম অমূল্য সেন
শ্রী. শঙ্কর অমূল্য মণ্ডল
কু তৃপ্তিলতা প্রমথেশ বিশ্বাস
শ্রী অনিল ধীরেন বারই
শ্রী তপন পঞ্চানন সরকার
শ্রী বাসুদেব ইন্দুভূষণ হালদার
শ্রী পরিমল কৃষ্ণকান্ত মণ্ডল
শ্রী স্বপন বিশ্বানাথ পাল
শ্রী অজয় কার্তিক সরকার
শ্রী সঞ্জয় দুখীরাম মণ্ডল
শ্রী শ্যামল সৌরভ বিশ্বাস
শ্রী হরেন্দ্রনাথ সুধীর সিকদার
শ্রী অরুণ দীনবন্ধু মণ্ডল
শ্রী মহীতোষ কালাচাঁদ মণ্ডল
শ্রী ভবরঞ্জন ইন্দুভূষণ হালদার
শ্রী নিথিন বিনয়ভূষণ হালদার
শ্রী অনিমেশ অরুণ বিশ্বাস
শ্রীমতী শ্রীবর্ণা সাহা
শ্রীমতী পিঙ্কী সাহা
শ্রী সুজয় জগদীশ বাছাড়

নির্মিতি :

শ্রী সচিন মেহতা
মুখ্য নির্মিতি অধিকারী
শ্রী নিতিন বাণী
সহায়ক নির্মিতি অধিকারী

প্রকাশক :
বিবেক উত্তম গোসাবী
নিয়ন্ত্রক
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী মণ্ডল, প্রভাদেবী, মুম্বাই-২৫

মুখপৃষ্ঠ : আভা ভাগবত
চিত্রাঙ্কন : শ্রী রাজেন্দ্র গিরধারী
অক্ষরাঙ্কন- সমর্থ গ্রাফিক্স্
ডিজাইনিঙ্গ : ৫২২, নারায়ণ পেঠ, পুণে ৩০.
কাগজ : ৭০ জী.এস.এম. ক্রিমবোভ
মুদ্রণাদেশ : N/PB/2022-23/1,000
মুদ্রক : M/S. BOMBAY BINDING WORKS & PRINTERS, MUMBAI

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক,ধর্মনিরপেক্ষ,গণতান্ত্রিক,সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন

ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।।

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ । সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

প্রস্তাবনা

স্নেহের শিক্ষার্থী বন্ধুগন,

ইতিপূর্বেই তোমরা সকলে প্রথম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত 'বাংলা বালভারতী' পাঠ্যপুস্তকের সাথে ভালোভাবেই পরিচিত হয়েছ। এখন ভাষাগত দক্ষতার জন্য অবশ্যই তোমরা অষ্টম শ্রেণীর 'বাংলা বালভারতী' পাঠ্যপুস্তটি পড়বার জন্য আগ্রহী ও উদ্বিগ্ন। তোমাদের এই উদ্বেগর কথা মাথায় রেখে 'মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, বালভারতী' পুণের পক্ষ থেকে প্রথমবার অনেক বৈচিত্রে সুসজ্জিত অষ্টম শ্রেনীর 'বাংলা বালভারতী' পাঠ্যপুস্তকটি তোমাদের হাতে তুলে দিতে পেরে খুবই আনন্দ অনুভব করছি। এই পাঠ্যপুস্তকে বাংলা ভাষার মাধুর্য, বাঙালি সংস্কৃতি, রিতি-নীতি ও বাংলা ভাবধারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তথাপি যেহেতু আমরা মহারাষ্ট্র রাজ্যের অধিবাসী তাই মারাঠি এবং হিন্দি ভাষার কিছু শব্দ এই পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আমরা জানি যে তোমরা কবিতা, গান, গজল পড়তে ও শুনতে ভালোবাসো। আমরা এটাও জানি যে তোমরা গল্পের জগতে ঘুরতে পছন্দ করো। এই অনুভূতিগুলি পাঠ্যপুস্তকে যত্ন সহকারে নেওয়া হয়েছে। তাই বালভারতী এই পাঠ্যপুস্তকে কবিতা, গান, নবগীত, গজল, নতুন কবিতা, বৈচিত্র্যময় গল্প, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী, সাক্ষাৎকার, ব্যঙ্গ-হাস্যরস, বক্তৃতা প্রভৃতি সাহিত্য ধারাকে সমাবিষ্ট করেছে।

এইগুলি মজাদার হওয়ার পাশাপাশি জ্ঞান অর্জন, ভাষাগত দক্ষতার বিকাস, জাতীয় চেতনা এবং চরিত্র গঠন করার সময় বয়স, অভিরুচি, মনোবৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক স্তরকে বিশেষভাবে যত্নসহকারে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

'ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল বিশ্বের প্রভাব' বোঝার মাধ্যমে নতুন শিক্ষাগত চিন্তাভাবনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে 'শ্রবণযোগ্য', 'ব্যাখ্যাযোগ্য', 'পঠনযোগ্য', 'লিখনযোগ্য', 'আমি বুঝেছি', 'কৃতিকার্য সম্পাদন করো', 'ভাষাবিন্দু' ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যসূচিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। তোমাদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার কথা মাথায় রেখে 'আত্ম-অধ্যয়ন', 'উপযোজিত লেখন', 'মৌলিক সৃজন', 'কল্পনা-পল্লবন' প্রভৃতি রচনাগুলিকে আরও ব্যাপক ও আকর্ষণীয় করা হয়েছে। এগুলি ক্রমাগত ব্যবহার এবং অনুশীলন একান্ত বাঞ্ছনীয়। মার্গদর্শকের সহায়তায় লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথকে মসৃণ এবং সহজ করে তোলে। অতত্রব অভিভাবক, শিক্ষকদের সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা অবশ্যই তোমাদের জন্য অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা পূরণ করতে সহায়ক হবে। এগুলি অবশ্যই তোমাদের বাংলা ভাষা এবং জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য 'অ্যাপ' এবং অভিজ্ঞাতার জন্য 'QR কোড' এর মাধ্যমে অতিরিক্ত অডিওভিজ্যুয়াল উপাদানগুলি উপলব্ধ করানো হবে। অধ্যয়ন অনুভবের জন্য এগুলি অবশ্যই ব্যবহৃত হবে।

আশা এবং বিশ্বাস করি যে তোমরা সকলে পাঠ্যপুস্তকের যথাযথ ব্যবহার করে, বাংলা বিষয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে, অনুরাগের সাথে এটিকে স্বাগত জানাবে।

তোমাদের জন্য রইল অনেক-অনেক শুভেচ্ছা।

(কৃষ্ণকুমার পাটীল)
সঞ্চালক
মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও
অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে ০৪

পুণে
তারিখ : ২রা এপ্রিল ২০২২
ভারতীয় সৌর : ১২ই চৈত্র ১৯৪৪

বাংলা অধ্যয়ন ফলাফল - অষ্টম শ্রেণী

অধ্যয়নের জন্য নির্দেশিত শিক্ষণ প্রক্রিয়া

সমস্ত শিক্ষার্থীগণের (বিভিন্ন দক্ষ শিক্ষার্থীগণ সহিত) ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত রূপে কাজ করার সুযোগ এবং উৎসাহ প্রদান করা যাতে তারা-

- নিজের ভাষায় কথাবার্তা এবং আলোচনা করার সুযোগ পায়।
- ভাষা প্রয়োগের সময় সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করার সুযোগ পায়।
- দলগত ভাবে কাজ করা এবং একে অপরের কাজের আলোচনা করা মন্তব্য আদান-প্রদান, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার স্বাধীনতা পায়।
- বাংলার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য ভাষাগুলির পড়ালেখার সুবিধা (ব্রেল / সাংকেতিক রূপেও) এবং তার উপরে স্বাধীনভাবে কথা বার্তা বলতে পারে।
- নিজের পরিবেশ, সময়, সমাজের সম্পর্কিত রচনা পড়া এবং তার উপর আলোচনা করার সুযোগ পায়।
- স্বীয় ভাষা গঠনের সময় লেখন সম্বন্ধীয় গতিবিধি যেমন-শাব্দিক খেলা, ব্যক্তিগত পত্র, মিত্রাক্ষর, হেঁয়ালি, স্মৃতি মন্থনের সুযোগ পায়।
- সক্রিয় এবং জাগরুক তৈরী করার বিভিন্ন রচনা, খবরের কাগজ বিভিন্ন পত্রিকা, চলচ্চিত্র এবং অডিও-ভিডিত্ত সামগ্রীগুলি দেখা, শোনা, পড়া লেখা এবং চর্চা করার সুযোগ পায়।
- কল্পনা প্রবণ এবং সৃজনশীলতা বিকশিত করার গতিবিধি অভিনয়, কবিতা, পাঠ, সৃজনাত্মক লেখন, বিভিন্ন স্থিতিতে কথোপকথন প্রভৃতির আয়োজন হওয়া এবং তার প্রস্তুতি সম্বন্ধে স্ক্রিপ্ট লেখন এবং বর্ণনা লেখনের সুযোগ পায়।
- বিদ্যালয় /বিভাগ /শ্রেণীকক্ষ পত্রিকা / দেওয়াল পত্রিকা তৈরী করার জন্য উৎসাহ পায়।

অধ্যয়ন ফলাফল

শিক্ষার্থীরা

8-2-01 বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের রচনা পড়ে এবং আলোচনা করে, পাঠ্য উপাদান এবং সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ধারণাগুলি পড়ে, আলোচনা করে, অর্থ বোঝে এবং পরিষ্কার মানক লেখা এবং কেন্দ্রীয় অনুভূতি লেখে।

8-2-02 বাংলা ভাষার বিভিন্ন ধরনের উপাদান পড়ে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমীক্ষা, মন্তব্য উপস্থাপন করে, উপলব্ধ তথ্য / বিবরণ যেমন ভাবে দেওয়া আছে তেমনভাবে ব্যবহার না করে তার সঠিক সংকলন করে সঠিকভাবে লেখে।

8-2-03 কোন নতুন ধারনা, কল্পনা, ভাবধারাকে বোঝে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং পঠিত উপাদানের প্রতি প্রতিফলন করে এবং মনোযোগ সহকারে পড়ে।

8-2-04 তার পরিবেশে উপস্থিত লোক কাহিনী এবং লোকগীতিগুলি মনোযোগ সহকারে শোনে, সেগুলি আবৃত্তি করে এবং তাদের সূক্ষ্মতা বুঝতে পেরে শুদ্ধ উচ্চারণের সহিত এবং নীরবে পাঠ করে।

8-2-05 অপরিচিত পরিস্থিতি এবং ঘটনাগুলি কল্পনা করে, দলবদ্ধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, তাদের বক্তব্য ও বক্তৃতায় বিশেষ উদ্ধৃতি, বাক্য ব্যবহার করে এবং আলোচনা-বক্তৃতায় মৌখিক / লিখিত রূপে তাদের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করে।

8-2-06 বিভিন্ন বিষয় যেমন, জাত, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, রীতিনীতি সম্পর্ক নিজের বন্ধু, শিক্ষক বা পরিবারকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে ধারাবাহিক ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে লেখন করে।

8-2-07 একটি শোনা গল্প, ধারনা, যুক্তি, ঘটনা ইত্যাদির ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলির অর্থ বোঝা, বিশেষ বিন্দুগুলি অনুমান করে খুঁজে বের করে এবং সংকলন করে।

8-2-08 পঠিত উপাদানের উপর চিন্তন করে, আরও ভালো বোঝার জন্য প্রশ্ন করে এবং একটি পরিচিত সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্ন তৈরি করে এবং একটি অনুচ্ছেদ অনুবাদ করে।

8-2-09 বিভিন্ন পঠন সামগ্রীতে ব্যবহৃত দরকারী / আলঙ্কারিক শব্দ, মহান ব্যক্তিত্বের বক্তব্য, প্রবাদ / প্রবচন সংজ্ঞা, সূত্র তৈরি করে এবং বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে, তাদের লেখাকে আরও কার্যকর করার চেষ্টা করে।

8-2-10 সহপাঠী বা শিক্ষকের সাহায্যে, রচনার সাহায্যে, অন্যান্য রেফারেন্স সাহিত্যের দ্বিভাষিক শব্দভাণ্ডার, অভিধান, গ্রাফিক্স, পিকটোগ্রাফ ইত্যাদির সাহায্যে একটি অভিধান তৈরি করে এবং প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের আলংকারিক শব্দগুলির সহজে এবং প্রভাবীভাবে পঠন করে।

8-2-11	পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং লেখা বোঝার মাধ্যমে লিখিত উপাদানের উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য দৃষ্টিকোণ মূল্যায়ণ করে কার্যকরভাবে লেখে।
8-2-12	পঠন সামগ্রীতে বর্ণিত উদ্দেশ্যের ঘটনা, মূল বিষয়, বর্ণনা এবং বাক্যগুলি যৌক্তিকভাবে এবং সুসঙ্গতভাবে আবৃত্তি করে এবং তাদের মনের মধ্যে তৈরি চিত্র এবং চিন্তা সম্পর্কে লিখিত এবং ব্রেল লিপিতে প্রকাশ করে।
8-2-13	ভাষার সূক্ষ্মতা / বিন্যাস বর্ণনা করে, সঠিক উচ্চারণ শোনে এবং আবৃত্তি করে, সঠিক বিরতি জোর, স্তর এবং একাগ্রতার সাথে আরোহী অবতারণা এবং পাঠের উপাদানে অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়কে তাদের নিজের ভাষায় প্রকাশ করে।
8-2-14	বিভিন্ন অনুষ্ঠানে / প্রসঙ্গে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি শোনার সময়, কথোপকথন, বিবৃতি, বক্তৃতার মূলবিষয়গুলি যথাযথ বিন্যাসে সেগুলি লিখে রাখে।
8-2-15	রূপরেখা এবং শব্দের উপর ভিত্তি করে আলংকারিক লেখন এবং পোস্টার বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং শৈলী ব্যবহার করে।
8-2-16	দৈনন্দিন জীবন ব্যতীত অন্য কোনো ঘটনা / পরিস্থিতিতে সৃজনশীলভাবে লেখে এবং প্রচার মাধ্যমের মাধ্যমে জাতীয় প্রসঙ্গ / ইভেন্ট সম্পর্কিত বর্ণনা শোনে এবং বর্ণনা শোনায় এবং ভাষার পার্থক্যকে সম্মান করে।

শিক্ষকদের জন্য দুটি কথা ...

সম্মানীয় শিক্ষকবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে জানাতে আনন্দবোধ করছি যে 'মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, বালভারতী' পুণের পক্ষ থেকে প্রথমবার অষ্টম শ্রেণীর বাংলা 'বালভারতী' পুস্তক আপনাদের হাতে তুলে ধরেছি।

অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া তথ্য, নির্দেশিকাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আত্মসাৎ করুন। ভাষাগত দক্ষতার বিকাশের জন্য, পাঠ্যক্রমটি, 'শ্রবণীয়, 'বক্তৃতাযোগ্য, 'পঠনযোগ্য', এবং লিখনযোগ্য - করে দেওয়া হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী কৃতি করার জন্য পাঠভিত্তিক কাজগুলি এসেছে। কবিতায় 'কল্পনা পল্লবন' এবং গদ্যে 'মৌলিক সৃষ্টি' ছাড়াও 'আত্ম অধ্যয়ন' এবং প্রযুক্তিমূলক লেখা দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের স্বত:স্ফূর্ত রচনার বিকাশের জন্য। পাঠটি পড়ার পর শিক্ষার্থী কী আত্মসাৎ করেছে তা লিখতে 'আমি বুঝতে পেরেছি' দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য।

'ভাষাবিন্দু' ব্যাকরণগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত সকল কাজের ক্রমাগত অনুশীলন প্রয়োজন। ব্যাকরণ পরম্পরাগত ভাবে শেখানোর প্রয়োজন নেই।

সরাসরি সংজ্ঞা / পরিভাষা না বলে পাঠের ধারনাগুলি কৃতি এবং উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের কাঁধের উপর। 'পরিপূরক পঠন' সামগ্রী শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং পাঠের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। তাই পূরক পাঠের পঠন অবশ্য করাতে হবে।

প্রয়োজনানুসারে অতিরিক্ত পাঠ্যক্রমিক কাজ, ভাষাগত খেলা, রেফারেন্স, প্রসঙ্গ, অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যাশিত। পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক, সামাজিক, সংবিধানিক মূল্যবোধ, জীবন কৌশল্য, কেন্দ্রীয় উপাদানগুলির বিকাশের সুযোগ প্রদান করবেন। ক্ষমতা বিধান এবং পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমস্ত ক্ষমতা / দক্ষতা, প্রসঙ্গ এবং স্বয়ং অধ্যয়ন ক্রমাগত মূল্যায়ন প্রয়োজন।

আমি নিশ্চিত যে আপনারা সবাই এই বইটিকে আনন্দের সাথে স্বাগত জানাবেন।

* সূচীপত্র *

প্রথম বিভাগ

ক্র.	পাঠের নাম	পদ্য/গদ্য	লেখক /কবির নাম	পৃষ্ঠ
১.	ইচ্ছা	পদ্য	করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	১-৪
২-অ.	ছোটলোক	গদ্য	বনফুল	৫-৬
২-ব.	এক ফোটা গল্প			৭-১০
৩.	বন্যা	গদ্য	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১১-১৮
৪.	ঝরনা	পদ্য	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১৯-২২
৫.	পাপের ফল	গদ্য	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৩-২৭
৬.	আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি	পদ্য	গোলাম মোস্তাফা	২৮-৩১
৭.	আমার কান্না	গদ্য	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২-৩৭
৮.	ভাঁড়ুদত্তের বেসাতি	পদ্য	দ্বিজমাধব	৩৮-৪২
৯.	ছাত্রসমাজের প্রতি	গদ্য	জগদীশচন্দ্র বসু	৪৩-৪৭
১০.	ছত্র-বিয়োগ	পদ্য	কলিদাস রায়	৪৮-৫২
*	বিদ্যার্থীদের প্রতি অশ্বত্থের লেখা একটি পত্র	পত্র	স্বাতী কান্হেগাওকর	৫৩-৫৪

দ্বিতীয় বিভাগ

ক্র.	পাঠের নাম	পদ্য/গদ্য	লেখক /কবির নাম	পৃষ্ঠ
১.	ক্ষমো অপরাধ	পদ্য	লালন ফকির	৫৫-৫৭
২.	রামের সুমতি	গদ্য	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫৮-৬৩
৩.	ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের ভাষণ	গদ্য	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৫-৬৯
৪.	রানার	পদ্য	সুকান্ত ভট্টাচার্য	৭০-৭৩
৫.	গিলফয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্র যাত্রা	গদ্য	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৭৪-৭৮
৬.	প্রাণের কথা	গদ্য	শ্রী প্রমথ চৌধুরী	৭৯-৮৩
৭.	জল বলে চল, মোর সাথে চল	পদ্য	অতুলপ্রসাদ সেন	৮৪-৮৭
৮.	দাশুর খ্যাপামি	গদ্য	সুকুমার রায়	৮৮-৯২
৯.	জলসত্র	গদ্য	বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৩-১০০
১০.	বরযাত্রা	পদ্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০১-১০৪

১. ইচ্ছা

- করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি পরিচিতি

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় : (জন্ম : ১৯ শে নভেম্বর ১৮৭৭; মৃত্যু: ৫ই ফেব্রুয়রি ১৯৫৫) পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা নৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চা শুরু হয় ছাত্রাবস্থা থেকে। করুণানিধান ছিলেন রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের অন্যতম। পবিত্র পরিণয় ও প্রকৃতি প্রেমের কবিতা রচনায় ইনি ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁকে স্বপ্ন-মাধুর্যের কবি এবং কবিদের কবি বলা হত।

কবিতা প্রসঙ্গ

আলোচ্য কবিতায় কবি গ্রাম বাংলার প্রকৃতি ও সেখানকার সহজ-সরল মানুষগুলির নিত্যকর্মের বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রাম্য মানুষগুলি তাদের পর্ণকুটির থেকে ধানের মাঠে আলিপথে ছুটে যায়। সেই গ্রামে বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে আকাশে শুকতারা দেখা যায়। সেখানে পাখির মিষ্টি মধুর গানে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। গ্রামের মানুষেরা খালি গায়ে নৌকায় পাল তুলে দিয়ে মাঝ গঙ্গায় মাছ ধরার জন্য জাল ফেলে। মেঘের ছায়ায় ছায়ায় চাতক পাখি ফটিক জল বলে ডেকে বেড়ায়। কবি আলোচ্য কবিতায় গ্রাম বাংলার মানুষের নিত্যকর্মগুলির সজীব চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন।

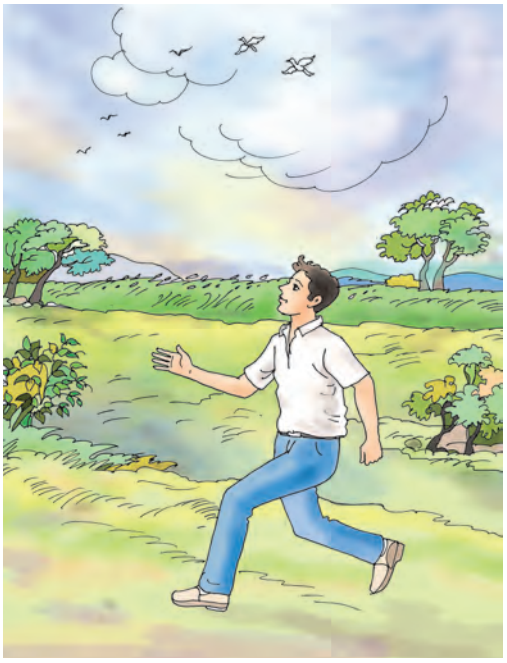

ছুট্‌ব আমি সরল প্রাণে পর্ণ-কুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায় ছুট্‌ব আলি-পথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে'
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কান জুড়াবে পাখীর গানে, সুরের মিঠে স্রোতে।
এলিয়ে' দেব নগ্ন বাহু গাঙের রাঙ্গা জলে,
ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উজান যাব ঢেউয়ের টলমলে।
তুচ্ছ ক'রে জোয়ার-ভাঁটা
এপার-ওপার সাঁতার কাটা,

নাচ্‌বে আলো জলের বুকে নীল আকাশের তলে।
বুক ফুলায়ে' হাল ধরিব পাল তুলিব নায়ে, -
মাঝ-গঙ্গায় জাল ফেলিব উদাস আদুল গায়ে;
গাঙচিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়বে ভাঙ্গা পাড়ের বাঁকে
ডাক্‌বে চাতক 'ফটিক জল' মেঘের ছায়ে ছায়ে।
শুনতে যাব ভারত-কথা, রামায়ণের গান
সীতার দুঃখে চোখের জলে গল্‌বে মনপ্রাণ।
বনবাসের করুণ কথা
শুন্‌তে বুকে বাজ্‌বে ব্যথা;
ফির্‌ব ঘরে দুঃখ-ভরে ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ।
সারাদিনের শ্রান্তিভরা শিথিল আঁখির পাতে,
স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম ভোগ করিব রাতে।
না ফুটিতেই ঊষার আঁখি
না ডাকিতেই ভোরের পাখী
ঝঙ্কারিব 'জয় জগদীশ' প্রাণের একতারাতে।

শব্দার্থ

পর্ণকুটীর = পাতার কুঁড়েঘর
আঁখি = চোখ
করুণ = দু:খ
শ্রান্তি = পরিশ্রম
আদুল = খালি
বাহু = হাত
আঁধার = অন্ধকার
ম্রিয়মাণ = মনমরা

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

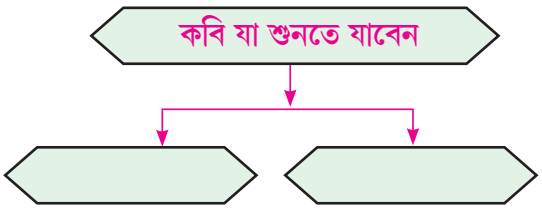

খ)

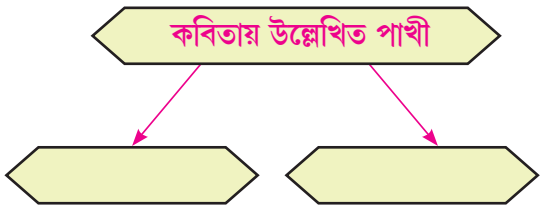

২) উচিত শব্দের জোড়া মেলাও।

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) মাঝগঙ্গায় ফেলব	অ) সীতার দু:খে
খ) আমি সরল প্রাণে ছুটব	আ) হাল
গ) বুক ফুলায়ে ধরব	ই) পর্ণকুটির থেকে
ঘ) মনপ্রাণ গলবে	ঈ) জাল
ঙ) মেঘের ছায়ায় ডাকবে	উ) চাতক পাখী

৩) রিক্ত ছকে সঠিক উত্তর লেখো।

ক) কবি ছুটবেন - _____ খ) কান জুড়াবে - _____

৪) অপূর্ণ পংক্তি পূর্ণ করো।

ক) তুচ্ছ ক'রে _____

খ) এপার-ওপার _____

গ) বনবাসের _____

ঘ) শুনতে বুকে _____

ঙ) ফির্‌ব ঘরে _____

চ) সারাদিনের _____

ছ) স্বপ্নহারা _____

৫) কবিতা থেকে শব্দার্থ খুঁজে লেখো।

ক) অবহেলা - _____ খ) অবসন্ন - _____

গ) বৈঠা - _____ ঘ) ক্ষুন্ন - _____

ঙ) খালি - _____ ঘ) চোখ - _____

৬) কবিতা থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো।

ক) ত্যাগ × _____ খ) সুখ × _____

গ) আঁধার × _____ ঘ) কাছে × _____

ঙ) গড়া × _____ চ) দিনে × _____

৭) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) কবি মাঠের হাওয়ায় কোথায় ছুটে যাবেন ?

খ) উদাস আদুল গায়ে কবি কী করবেন ?

গ) গাঙচিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে কোথায় উড়বে ?

ঘ) শুকতারাটি আঁধার ফুঁড়ে কোথায় উঠবে ?

ঙ) চাতক মেঘের ছায়ায় কী বলে ডাকবে ?

চ) আলো কোথায় নাচবে ?

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের মনকে প্রফুল্লিত করে'- এ বিষয়ে তোমার অভিমত লেখো।'

৯) **নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম - _____

খ) কবির নাম - _____

গ) তোমার পছন্দের যে কোনো দু'টি পংক্তি - _____

ঘ) পংক্তি দু'টি পছন্দ হওয়ার কারণ - _____

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা - _____

সর্বদা মনে রেখো :

'পরিবেশকে দূষণ মুক্ত রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই।'

- **ভাষাবিন্দু :**

পদ পরিবর্তন করো।

ক) সরল - _____ খ) বন - _____

গ) মাঠ - _____ ঘ) ধান - _____

ঙ) আলো - _____

- **উপযোজিত লেখন :**

'গাছ আমাদের প্রকৃত বন্ধু'- এই বিষয়ে নিবন্ধ লেখো।

২-অ. ছোটলোক

- বনফুল

লেখক পরিচিতি

বনফুল (জন্ম : ১৯ শে জুলাই ১৮৯৯; মৃত্যু : ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯) বনফুলের জন্ম বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার মতিহারী শহরে। পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ও মাতা মৃণালিনী দেবী। তাঁর পাঠ্যজীবন শুরু হয় মতিহারী স্কুলে এবং পাটনা মেডিকল কলেজ থেকে তিনি ডাক্তারী পাস করেন। সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম 'বনফুল'। তিনি পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসক হয়েও তিনি সাহিত্য সাধনায় নিরলস মগ্ন থাকতেন। তাঁর রচনা সম্ভার বিশাল। 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন, বনফুল 'হাটবাজারে' উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য পাঠে লেখক বনফুল সমাজের বাস্তবিক স্থিতি চিত্রণ করেছেন। যদি স্বনামধন্য ব্যক্তিদের আত্মসম্মান থাকে তবে অতি সাধারণ রিক্সাওয়ালাও কিন্তু কোন অংশে কম নয়। আমরা যাদের ছোটলোক বলি সে সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যে তারা বাস্তবে ছোটলোক নয়।

উন্নতমস্তক রাঘব সরকার দ্বিপ্রহরের নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া দ্রুত পদে পথ চলিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে খদ্দর মাথায় ছাতা নাই। পায়ে জুতা অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা এমন কন্টকসুঙ্কল যে, বিক্ষত পদদ্বয়কে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মর্যাদা দিলে খুব বেশি অন্যায় হয় না। উন্নতমস্তক রাঘব সরকারের কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নাই, তিনি দ্রুত পদেই চলিয়াছেন। সুনির্দিষ্ট নীতি- অনুসরণকারী, অনমনীয় - চরিত্র রাঘব সরকার চিরকালই উন্নতমস্তক। তিনি কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারত পক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না। স্বকীয় মস্তক সর্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।

ঠুনঠুন করিয়া ঘন্টা বাজাইয়া এক রিকশাওয়ালা তাঁহার পিছু লইল। রিকশা চাই বাবু- রিকশা-

রাঘব একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন। অস্থিচর্মসার লোকটা তাঁহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যাহারা নিতান্ত অমানুষ, তাহারা মানুষের কাঁধে চড়িয়া যায়- ইহাই রাঘবের ধারণা। তিনি জীবনে কখনও পালকি অথবা রিকশা চড়েন নাই, চড়া অন্যায় মনে করেন। খদ্দরী আস্তিন দিয়া কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলেন, না, চাই না।

দ্রুত পদে হাঁটিতে লাগিলেন।

ঠুনঠুন করিয়া ঘন্টা বাজাইয়া রিকশাওয়ালাটাও পিছু পিছু আসিতে লাগিল। সহসা রাঘব সরকারের মনে হইল, বেচারার ইহাই হয়তো অন্ন সংস্থানের একমাত্র উপায়। রাঘব কৃতবিদ্য ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার

মস্তিষ্কে ধনিকবাদ দরিদ্র-নারায়ণ, বলশেভিজম, ডিভিশন অব লেবার, পল্লির দুর্দশা, ফ্যাক্টরি, জমিদারি অনেক কিছুই নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল। তিনি আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। আহা, সত্যই লোকটা জীর্ণশীর্ণ অনাহার ক্লিষ্ট। হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল।

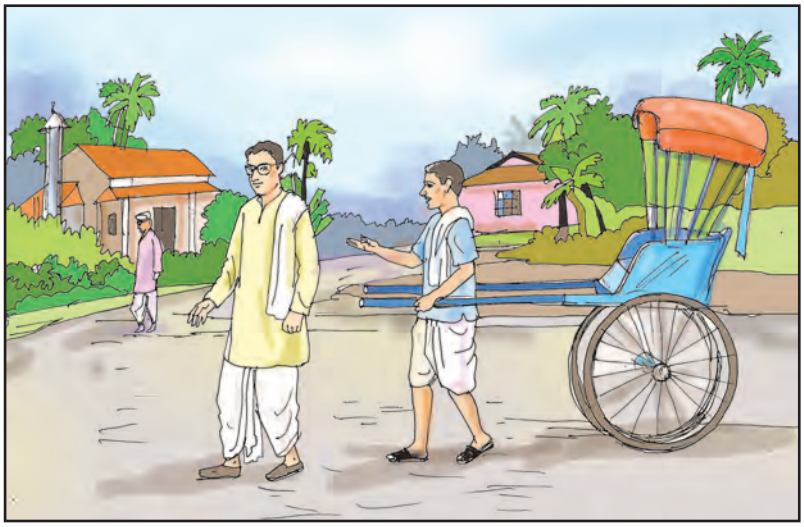

ঘন্টা বাজাইয়া রিকশাওয়ালা আবার বলিল, চলুন না বাবু, পৌঁছে দিই কোথায় যাবেন?

ওই শিবতলা পর্যন্ত যেতে ক পয়সা নিবি?

ছ পয়সা।

আচ্ছা, আয়।

রাঘব সরকার চলিতে লাগিলেন।

আসুন বাবু, চড়ুন।

তুই আয় না।

রাঘব সরকার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন।

রিক্সাওয়ালা ও পিছু-পিছু ছুটিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে কেবল নিম্নলিখিতরূপ বাক্য-বিনিময় হইতেছে।

আসুন বাবু, চড়ুন।

আয় না।

শিবতলায় পৌঁছিয়া রাঘব সরকার পকেট হইতে ছয়টি পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন, এইনে।

আপনি চড়লেন কই ?

আমি রিকশা চড়ি না।

কেন?

রিকশা চড়া পাপ।

ও। তা আগে বললেই পারতেন -

লোকটার চোখে মুখে একটা নীরব অবজ্ঞা মূর্ত হইয়া উঠিল। সে ঘাম মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিল।

পয়সাটা নিয়ে যা।

আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।

ঠুনঠুন করিয়া ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

২-ব. এক ফোটা গল্প

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য পাঠে লেখক একটা গাইয়ের প্রতি শ্যামবাবুর প্রীতি, স্নেহ, সম্মান দেখে আচম্বিত। একটা পশু কীরূপে মাতৃস্থান গ্রহণ করতে পারে তার বাস্তবিক চিত্রণ এই পাঠে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

সেদিন সকালে উঠেই এক নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। শ্যামবাবু তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করেছেন। চিঠি পেয়ে আমার মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগল। ভাবলাম, শ্যামবাবুর মায়ের অসুখ হল অথচ, আমি একটা খবর পেলাম না। আমি হলাম এদিককার একমাত্র ডাক্তার।

যাই হোক, নিমন্ত্রণ যখন করেছেন তখন যেতেই হবে। গেলাম। গিয়ে দেখি, শ্যামবাবু গলায় কাচা নিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা করছেন। তাঁর মুখে একটা গভীর শোকের ছায়া। আমাকে দেখেই বললেন- ‘‘আসুন ডাক্তারবাবু, আসতে আজ্ঞা হোক।’’

দু চার কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম - ‘‘আপনার মায়ের হয়েছিল কি?’’

শ্যামবাবু একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন- ‘‘ও, আপনি শোনেন নি বুঝি? আমার মা তো আমার ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন, তাঁকে আমার মনেও নেই। ইনি আমার আর এক মা- সত্যিকারের মা ছিলেন।’’

ভদ্রলোকের গলা কাঁপতে লাগল।

আমি বললাম - ‘‘কি রকম ? কে তিনি?’’

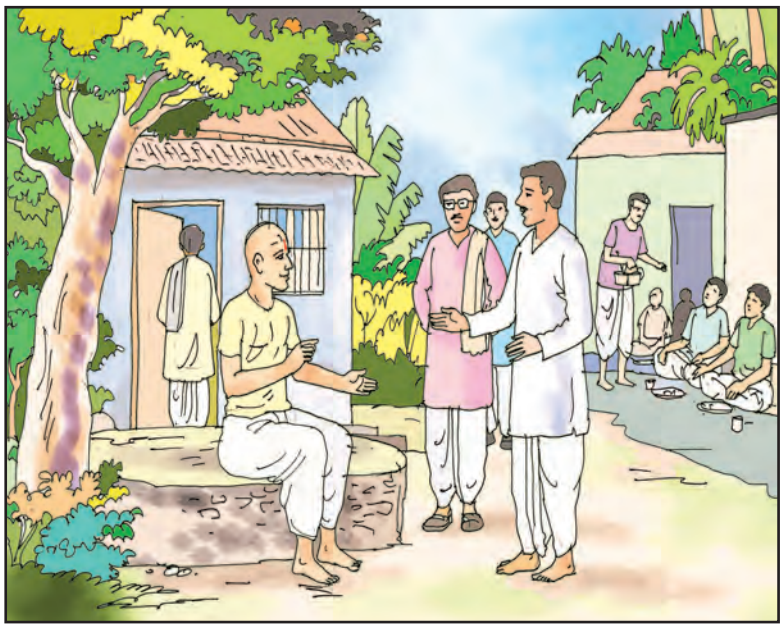

তিনি বললেন - ‘‘আমার মঙ্গলা গাই। আমার মা কবে ছেলেবেলায় মারা গেছেন মনে নেই, সেই থেকে ওই গাইটি তো দুধ খাইয়ে আমাকে এত বড় করেছে। ওরই দুধে আমার দেহ-মন পুষ্ট। আমার সেই মা আমায় এতদিন পরে ছেড়ে গেলেন ডাক্তারবাবু।’’

এই বলে তিনি হু-হু করে কেঁদে ফেললেন।

আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

শব্দার্থ

উন্নতমস্তক = মাথা উঁচু যার
অনুগ্রহ = করুণা
সবান্ধব = স্বজন
ভ্রুক্ষেপ = গ্রাহ্য করা, দৃষ্টিপাত
স্কন্ধারূঢ় = পরের উপরে নির্ভর
বিস্ময় = আশ্চর্যভাব
দ্বিপ্রহর = দুপুর
লোলুপ = অভিলাষী

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) সত্য / মিথ্যা লেখো।

ক) রাঘব সরকার দ্রুত পদে পথ চলিতেছিলেন। _____

খ) তাঁর মাথায় ছাতা ছিল। _____

গ) তিনি রিক্সাওয়ালার রিক্সায় বসলেন। _____

ঘ) শ্যামবাবুর সত্যিকারের মা ছিল না মঙ্গলা গাই। _____

২) কারণ লেখো।

ক) রাঘব সরকার রিক্সায় বসতে চান না।

খ) রিক্সাওয়ালা পয়সা না নিয়ে চলে যায়।

গ) রাঘব সরকারের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়।

ঘ) শ্যামবাবু মঙ্গলা গাইকে নিজের মা মনে করতেন।

৩) নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।

ক) দুপুর - _____ খ) গ্রাহ্য - _____

গ) জর্জরিত - _____ ঘ) অবাক - _____

ঙ) প্রত্যাশা - _____

৪) উচিত শব্দের জোড়া মেলাও।

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) উন্নত মস্তক	অ) গাই
খ) রিক্সাওয়ালা	আ) রাঘব সরকার
গ) শ্যামবাবু	ই) ভিক্ষা নেয় না
ঘ) মঙ্গলা	ঈ) মাতৃশ্রাদ্ধ

৫) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির পদ পরিবর্তন করো।**

ক) উপকার _____ খ) নীরবতা _____

গ) নিমন্ত্রিত _____ ঘ) বিস্ময় _____

৬) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) রাঘব সরকারের বস্ত্র কেমন ছিল ?

খ) রাঘব সরকার কোথায় যাচ্ছিলেন ?

গ) শিবতলা যাওয়ার জন্য কত পয়সা নির্ধারিত হয়েছিল ?

ঘ) লেখককে কে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ?

ঙ) শ্যামবাবু কাকে তার দ্বিতীয় মায়ের স্থান দিয়েছিলেন ?

৭) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) রাঘব সরকারের মনে কোন্ ভাবনার উদয় হলো ?

খ) মঙ্গলা গাই কি ভাবে লেখকের সত্যিকারের মা হয়েছিল তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

গ) 'রিক্সাওয়ালা ছোটলোক ছিলেন না' - পাঠ অনুসারে তার বিশ্লেষণ করো।

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

ক) 'আপনাকে বড় বলে বড় সে নয়।' - এই উক্তিটির সম্বন্ধে তোমার মতামত লেখো।

খ) 'অসময়ে যে উপকার করে সে শ্রেষ্ঠ বান্ধব' - এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত লেখো।

সর্বদা মনে রেখো :

''আত্মমর্যাদা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।''

- **আমি বুঝেছি :**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

- **ভাষাবিন্দু :**

তোমার জানা উদাহরণ দ্বারা নিম্ন তালিকাটি পূর্ণ করো।

অ.ক্র.	মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ	সন্ধির প্রকার
১.	দুর্দশা	দুঃ + দশা	বিসর্গ সন্ধি
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			
৭.			
৮.			
৯.			
১০.			

- **উপযোজিত লেখন :**

'প্রশ্ন নির্মিতি' -

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পড়ে এমন পাঁচটি প্রশ্ন তৈরি করো যার উত্তর এক-এক বাক্যে অনুচ্ছেদে পাওয়া যাবে।

আমি সকালে উঠেই চণ্ডিমণ্ডপে যেতাম হিরুমাষ্টারের কাছে পড়তে।

আজ ঘুম ভাঙতে দেরি হওয়ায় মনে হল কাল অনেক রাত্রে বাবা বাড়ি এসেছেন মরেলডাঙা কাছারি থেকে। আমরা সব ভাইবোন বিছানা থেকে উঠে দেখতে গেলাম বাবা আমাদের জন্য কী কী আনলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে পা দিতেই রুপোকাকা আমাদের বকে উঠল - এ্যা রাজপুত্তুর সব উঠলেন এখন! মারে গালে এক-এক চড় যে চাবালিটা এমনি যায়! বলি, করে খাবা কী ভাবে ? বামুনের ছেলে কি লাঙল চষতি যাবা ?

বাবা বাড়ি থাকতেও রুপোকাকা আমাদের চোখ রাঙাবে।

দাদা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে - রাতে ঘুম হয়নি রুপেকাকা।

- কেন রে ?

- ছারপোকার কামড়ে। বাব্বাঃ যা ছারপোকা খাটে।

৩. বন্যা

- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : (জন্ম:২৩ শে জুলাই ১৮৯৮; মৃত্যু: ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১)। লেখক পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মায়ের নাম প্রভাবতী দেবী। বাল্যকালে তিনি পিতাকে হারিয়ে মা এবং বিধবা পিসিমার আদর যত্নে লালিত-পালিত হন। ১৯১৬ সালে স্বগ্রামের যাদবলাল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাস করে তিনি কোলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে তাঁর শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে। তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা 'কল্লোল'এ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া কালিকলম, বঙ্গশ্রী, শনিবারের চিঠি, প্রবাসী প্রভৃতি লেখা তাঁর প্রকাশিত হয়। মানব চরিত্রের নানা জটিলতা ও নিগূঢ় রহস্য তাঁর উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য পাঠে গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সজীব চিত্রণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সামাজিক একতার ভীষণ প্রয়োজন তা এই পাঠে দৃষ্টিগোচর হয়। বন্যার রুদ্ররূপকে প্রতিরোধ করার জন্য সবাই সবরকম ভেদাভেদ ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রবল বেগে। মানব সমাজে যখন সবাই সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে সমাজের বিপদে আপদে ছুটে আসবে তখন যে কোন সংকটকে বিফল করা যাবে। মানবতার হবে জয়, সমাজ হবে সর্বাঙ্গসুন্দর।

বাঁধের উপর দুটি লোক দাঁড়াইয়া আছে, মাথায় ছাতা নাই, সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে। একজনের হাতে একটা লাঠির মতো একটা কিছু, অন্য জনের হাতে একটা কি- বেশ ঠাওর করা গেল না। কুয়াসার পুঞ্জের মত বৃষ্টিধারা তাহাদের স্পষ্ট পরিচিতিকে ঝাপসা করিয়া রাখিয়াছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেবু চিনিল - একজন তিনকড়ি, অন্যজন রাম ভল্লা; তিনকড়ির হাতে কোঁচ, রামের হাতে পলুই। তাহারা বাহির হইয়াছে মাছের সন্ধানে।

দেবু আসিয়া বলিল মাছ ধরতে বেরিয়েছেন ?

নদীর দিকে অখণ্ড মনোযোগের সহিত চাহিয়া তিনকড়ি দাঁড়াইয়া ছিল, দৃষ্টি না-ফিরাইয়াই সে বলিল- বেরিয়েছিলাম। নদীর কাছ বরাবর এসেই যেন কানে গেল গোঁ গোঁ শব্দ। নদী ডাকছে।

রাম বলিল - পর পর তিনটে লাঠি পুঁতে দিলাম, দুটো ডুবছে, ওই দেখেন - শেষটার গোড়াতে উঠেছে বান। গতিক ভাল নয় পণ্ডিতমশায়।

দেবু বলিল- আমিও সেই কথা ভাবছি। ডাক আমিও শুনেছি। ভাবছিলাম আমার মনের ভুল।...

- উঁহু। ভুল নয়। ঠিক শুনেছ তুমি।

- বাঁধের অবস্থা দেখেছেন ? ইঁদুরে ফোঁপরা করে দিয়েছে ?

রাম বলিল - ওতে কিছু হবে না। ভয় আপনার কুসুমপুরের মাথায় - কঙ্কনার গায়ে বাঁধ ফেটে আছে।

- ফেটে আছে ?

- একেবারে ইমাথা-ওমাথা ফাটল। সেই যে শিমুল গাছটা ছিল- বাবুরা কেটে নিয়েছে, তখুনি ফেটেছে। পাহাড়ের মতন গাছটা বাঁধের ওপরেই পড়ে ছিল তো, তার ওপর এইবারে শেকড়গুলো পচেছে। লোকে কাঠ করতে শেকড় বার করে নিয়েছে ভয় সেই জায়গায়; সেখানটা মেরামত না করলে, ও মাটি ময়ুরাক্ষী তো ভূরোর মতন চেটে মেরে দেবে।

দেবু বলিল - যাবেন তিনু কাকা ?

তিনু তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত, সে যেন এতক্ষণ বল পাইতেছিল না। লোকে তাহাকে বলে 'হোপো'। হই-হই করা নাকি তাহার অভ্যাস।

দেবু তিনকড়ি ও রাম তিনজনে ফাটল-জীর্ণ বাঁধটাকে দেখিয়া একবার পরস্পরের দিকে চাহিল। তিনজনের দৃষ্টিতেই নীরব শঙ্কিত প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তিনকড়ি বলিল- এ তো দুচারজনের কাজ নয় বাবা।

দেবু ফাটল-ভরা বাঁধটার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল। দুরন্ত প্লাবনে পঞ্চগ্রাম ভাসিয়া যাইবে। মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলটার ছবি। রাক্ষসী ময়ুরাক্ষী যুগে যুগে এমন করিয়া পঞ্চগ্রামের শস্য-সম্পদ, ঘর-দুয়ার ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু সেকালে মানুষের অবস্থা ছিল আলাদা। মানুষের দেহে ছিল অসুরের মত শক্তি। সেকালের চাষীর হাতে থাকিত সাতআট সের ওজনের কোদালি, গ্রামের মধ্যে ছিল একতা। ময়ুরাক্ষী বাঁধ ভাঙ্গিয়া সব ভাসাইয়া দিয়া যাইত, শক্তিশালী চাষীরা আবার বাঁধ বাঁধিত; জমির বালি ঠেলিয়া ফেলিত। সেকালের বলদগুলোও ছিল ওই চাষীদের মত সবল- সেই বলদে হাল জুড়িয়া আবার জমি চষিত, পর বৎসরই পাইত অফুরন্ত ফসল। আবার ঘর-দুয়ার হইত, নতুন সুন্দরতর ঘর গড়িত মানুষ। গ্রামগুলি নতুন সাজে সাজিয়া গড়িয়া উঠিত, সংসারে বৃদ্ধা অন্তর্ধানের পর নতুন গিন্নীর হাতের সাজানো সংসারের মত চেহারা হইত গ্রামের। কিন্তু এ কাল আলাদা। অনাহারে চাষীর দেহে শক্তি নাই, গরুগুলোও না খাইয়া শীর্ণ দুর্বল। এখন জমিতে বালি পড়িলে মাঠের বালি মাঠেই থাকিবে, ক্ষেত হইবে বালিয়াড়ি; ভাঙা ঘর মেরামত করিয়া কুঁড়ে হইবে, মানুষ মরিবার দিনের দিকে চাহিয়া কোনরূপে মাথা গুঁজিয়া থাকিবে, এই পর্যন্ত। এই বিপদের মুখে ডাক দিলে তবু মানুষ আসিবে, কিন্তু বিপদ ঘটিয়া গেলে- তারপর বাঁধ বাঁধিতে আর কেহ আসিবে না। মানুষের একতার বোঁটা কোথায় কে কাটিয়া দিয়াছে- আর বাঁধা যায় না। তবু এই সময় ডাক দিলে, মানুষ আসিলেও আসিতে পারে।

সে বলিল- তিনুকাকা, লোক যোগাড় করতেই হবে। আপনি দেখুড়ে আর মহাগ্রাম যান। আমি কুসুমপুর শিবকালিপুরে যাই।

তিনু বলিল- রামা, তোর নাগরা নিয়ে এসে পেট।

দেখুড়িয়ার ভল্লারা পূর্বেই আসিয়া জুটিয়াছে।

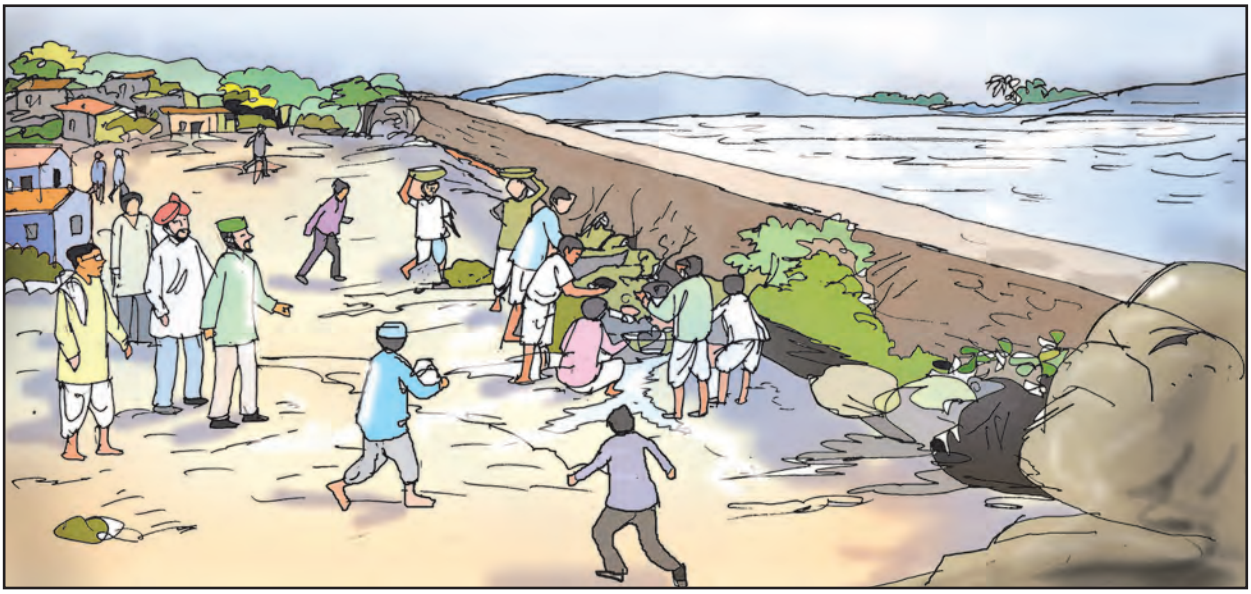

মহাগ্রামেরও জনাকয়েক আসিয়াছে। মোটমাট প্রায় পঞ্চাশ জন লোক। এদিকে বন্যায় জল ইতিমধ্যেই প্রায় হাতখানেকের উপর বাড়িয়া গিয়াছে। বাঁধের গায়ে ফাটলের নীচেই একটা গর্তের ভিতর দিয়া বন্যার জল সরীসৃপের মত মাঠের ভিতরে ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঁধের উপর পঞ্চাশ জন লোক বুক দিয়া পড়িল।

এই ধারের সুড়ঙ্গের মত গর্তের গতি অত্যন্ত কুটিল। বাঁধের ওপারে কোথায় তাহার মুখ, সেই মুখ খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে কোনমতেই বন্ধ হইবে না। পঞ্চাশ জোড়া চোখ ময়ূরাক্ষীর বন্যার জলের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল- বাঁধের গায়ে কোথায় জল ঘুরপাক খাইতেছে - ঘূর্ণীর মত।

ঘূর্ণী একটা নয় - দশটা বারোটা। অর্থাৎ গর্তের মুখ দশ-বারোটা। এ পাশেও দেখা গেল জল একটা গর্ত দিয়াই বাহির হইতেছে না- অন্তত দশ জায়গা দিয়া জল বাহির হইতেছে। বাঁধের ফাটলের মাটি গলিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া খসিয়া পড়িতেছে; ফাটলটা বাড়িতেছে; বাঁধের মাটি নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে।

তিনকড়ি বলিল- দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু হবে না।

জগন - লেগে যাও কাজে।

হরেন উত্তেজনায় আজ হিন্দী বলিতেছিল - জলদি ! জলদি ! জলদি !

দেবু নিজে গিয়া ফাটলের গায়ে দাঁড়াইয়া বলিল - ইরসাদ ভাই, গোটা কয়েক খুঁটো চাই, গাছের ডাল কেটে ফেল ! সতীশ, মাটি আন।

মাঠের সাদা জলের উপর দিয়া পাটল রঙের একটা অজগর যেন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে বিসর্পিল গতিতে ক্ষুধার্ত উদ্যত গ্রাসে।

বাঁধের গায়ে গর্তটার মুখ কাটিয়া, গাছের ডালের খুঁটা পুতিয়া, তালপাতা দিয়া তাহারই মধ্যে ঝপাঝপ্ মাটি পড়িতেছিল- ঝুড়ির পর ঝুড়ি। পঞ্চাশ জন লোকের মধ্যে জগন ও হরেন মাত্র দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু আটচল্লিশ জনের পরিশ্রমের মধ্যে এতটুকু ফাঁকি ছিল না। কতক লোক মাটি কাটিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিতেছিল- কতক লোক বহিতেছিল; দেবু, ইরসাদ, তিনকড়ি এবং আরও জনকয়েক- বন্যার ঠেলায় বাঁকিয়া - যাওয়া খুঁটাগুলিকে ঠেলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

- মাটি- মাটি - মাটি !

বন্যার বেগের মুখে তালপাতার আড়-

দেওয়া বেড়ার খুঁটাগুলিকে ঠেলিয়া ধরিয়া রাখিতে হাতের শিরা ও মাংসপেশীসমূহ কঠিন হইয়া যেন জমাট বাঁধিয়া যাইতেছে; এইবারে বোধ হয় তাহারা ফাটিয়া যাইবে। দাঁতে দাঁত চাপিয়া দেবু চিৎকার করিয়া উঠিল- মাটি, মাটি, মাটি।

রাম ভল্লার মূর্তি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে; নিশীথ অন্ধকারের মধ্যে মারাত্মক অস্ত্র-হাতে তাহার যে মূর্তি হয়- সেই মূর্তি।

সে তিনকড়িকে বলিল- একবার ধর। ... সে চট্ করিয়া পিছন ফিরিয়া মাটিতে পায়ের খুঁট দিয়া- পিঠ দিয়া বেড়াটাকে ঠেলিয়া ধরিল। তারপর বলিল- ফেল মাটি !

ইরসাদ হাঁপাইতেছিল। রমজানের মাসে সে এক মাস যাবৎ উপবাস করিয়া আসিতেছে। আজও উপবাস করিয়া আছে।

দেবু বলিল - ইরসাদ ভাই, তুমি ছেড়ে দাও। উপরে গিয়ে একটু বরং বস।

ইরসাদ হাসিল, কিন্তু বেড়া ছাড়িল না। ঝপাঝপ্ মাটি পড়িতেছে। আকাশে মেঘ একবার ঘোর করিয়া আসিতেছে, আবার সূর্য উঠিতেছে।

একবার সূর্য উঠিতেই ইরসাদ সূর্যের দিকে চাহিয়া চঞ্চল হইয়া উঠল, বলিল- একবার ধর, আমি এখুনি আসছি। নমাজের ওয়াক্ত চ'লে যাচ্ছে ভাই।

বেলা ঢলিয়া পড়িয়াছে। মানুষের আকারের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ দীর্ঘ হইয়া ছায়া পড়িয়াছে। জোহরের নমাজের সময় চলিয়া যাইতেছে। দেবু রাম ভল্লার মত পিছন ফিরিয়া পিঠ দিয়া বেড়াটায় ঠেলা দিয়া বলিল- যাও তুমি।

শ্রমিকের দল কাদা ও জলের মধ্যে প্রাণপণে দ্রুতগতিতে আসিয়া ঝুড়ির পর ঝুড়ির মাটি ফেলিতেছিল, মাটি নয় কাদা। ঝুড়ির ফাঁক দিয়া কাদা তাহাদের মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত লিপ্ত করিয়া গলিয়া পড়িতেছে। ওই কাদার মত মাটিতে বিশেষ কাজ হইতেছে না। বানের জলের তোড়ে কাদার মত মাটি মুহূর্তে গলিয়া যাইতেছে। ওদিকে ময়ূরাক্ষী ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। বান বাড়িতেছে, উতলা বাতাসে প্রবহমান বন্যার বুকে শিহরণের মত চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিতেছে।

নদীর বুকের ডাক এখন স্পষ্ট। খরস্রোতের কল্লোলধ্বনি ছাপাইয়া একটা গর্জন-ধ্বনি উঠিতেছে।

জলস্রোত যেন রোলারের মত আবর্তিত হইয়া চলিতেছে । নদীর বুক রাশি রাশি ফেনায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

ফেনার সঙ্গে আবর্জনা স্তুপ- শুধু আবর্জনাই নয় - খড়, ছোটোখাটো শুকনা ডালও ভাসিয়া উঠিয়াছে।

সহসা হরেন আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিয়া উঠিল - Doctor, Look; one চালা !

- একটা ছোট ঘরের চাল ভাসিয়া চলিয়াছে।

- There- there - ওই একটা - ওই একটা। ওই আরও একটা। By God- a big গাছের গুঁড়ি।

ঘরের চাল, কাটা গাছের গুঁড়ি, বাঁশ, খড় ভাসিয়া চলিয়াছে; নদীর উপরের দিকে গ্রাম ভাসিয়াছে।

জগন ডাক্তার আতঙ্কিত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল - গেল ! গেল !

তিনকড়ি এতক্ষণ পর্যন্ত পাথরের মানুষের মত নির্বাক হইয়া সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বেড়াটা ঠেলিয়া ধরিয়া ছিল। এবার সে দেবুর হাত ধরিয়া বলিল- পাশ দিয়ে সরে যাও। থাকবে না, ছেড়ে দাও। রামা, ছাড় ! মিছে চেষ্টা। দেবু, পাশ দিয়ে সর। নইলে জলের তোড়ে মাটির মধ্যে হয় তো

গুঁজে যাবে। গেল-গেল-গেল! গিয়াছে। দ্রুত প্রবর্ধমান বন্যার প্রচণ্ডতম চাপে বাঁধের ফাটলটা গলিয়া সশব্দে এপাশের মাঠের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। রাম পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তিনকড়ি সুকৌশলে ওই জলস্রোতের মধ্যে ডুব দিয়া সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া চলিল। দেবু জলস্রোতের মধ্যে মিশিয়া গেল।

জগন চিৎকার করিয়া উঠিল- দেবু ! দেবু!

রাম ভল্লা মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়া পড়িল জলস্রোতের মধ্যে।

ইরসাদের নমাজ সবে শেষ হইয়াছিল; সে কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল - দেবু ভাই।

মজুরদের দল হায় হায় করিয়া উঠিল। সতীশ বাউড়ী, পাতু বায়েনও জলস্রোতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দার্থ

ঝাপসা = অস্পষ্ট
আলাদা = ভিন্ন
স্তূপ = পুঞ্জ, রাশি, সমূহ
দীর্ঘ = লম্বা
জীর্ণ = ভগ্ন বা ক্ষয়প্রাপ্ত
ওয়াক্ত = সময়
ভয়ঙ্কর = ভীষণ
নীরব = নিঃশব্দ
নিশীথ = গভীর রাত
যোগাড় = সংগ্রহ
কুটিল = কপট
চঞ্চল = বিচলিত

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

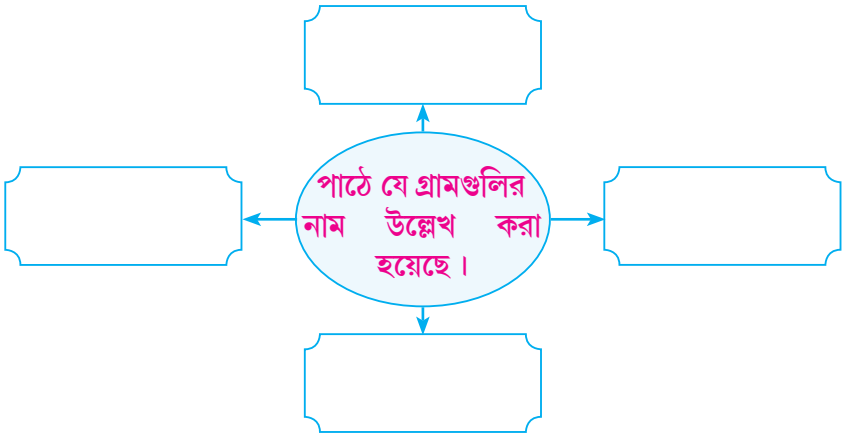

২) ছকের মধ্যে সঠিক শব্দ বসাও।

ক) হই হই করা _____ তার অভ্যাস।

খ) নদীর বুকের ডাক [ ] স্পষ্ট।

গ) মানুষের দেহে ছিল [ ] মত শক্তি।

ঘ) মজুরের দল [ ] করিয়া উঠিল।

ঙ) একেবারে [ ] কাটল।

৩) সত্য / মিথ্যা লেখো।

ক) তারা গরুর খোঁজে বেরিয়েছিল। - _____

খ) দুরন্ত প্লাবনে পঞ্চগ্রাম ভেসে যাবে। - _____

গ) নদীর বুকের ডাক এখন অস্পষ্ট। - _____

ঘ) দেবু জলস্রোতের মধ্যে মিশে গল। - _____

ঙ) জলে অল্প, সল্প ফেনা ছিল - _____

৪) কারণ লেখো।

ক) তিনকড়ির হাতে কোঁচ এবং রামের হাতে পলুই ছিল...

খ) বাঁধের উপর পঞ্চাশ জন লোক বুক দিয়া পড়িল...

গ) রাম ভল্লা জল স্রোতের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল...

ঘ) ইরসাদ হাঁপাইতেছিল...

ঙ) গর্তের মুখ দশ বারোটা...

৫) পাঠের থেকে নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ খুঁজে লেখো।

ক) বাক্যহীন - _____ খ) লিপ্ত - _____

গ) রোগা - _____ ঘ) প্রবল - _____

ঙ) চেঁচান - _____ চ) জঞ্জাল - _____

৬) **বিপরীত শব্দের জোড়া মেলাও।**

'অ' স্তম্ভ - শব্দ	'ব' স্তম্ভ - বিপরীত শব্দ
ক) দুরন্ত	অ) সুলভ
খ) নতুন	আ) বৃহৎ
গ) দুর্লভ	ই) সবল
ঘ) অস্পষ্ট	ঈ) শুকনো
ঙ) ক্ষুদ্র	উ) স্পষ্ট
চ) দুর্বল	ঊ) পুরাতন
ছ) ভেজা	এ) শান্ত

৭) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) কোন গ্রাম দুরন্ত প্লাবনে ভেসে যাবে?

খ) কোন নদীকে রাক্ষসী নদী বলা হয়েছে?

গ) কত জায়গা দিয়ে জল বের হচ্ছিল ?

ঘ) ফেনার সঙ্গে কী কী ভেসে উঠেছিল?

ঙ) মজুরদের দল কেন হায় হায় করে উঠল?

৮) **সংক্ষেপে উত্তর লেখো।**

ক) বাঁধ রক্ষাকারী সংগ্রামী মানুষদের নাম লেখো।

খ) বন্যা কবলিত মানুষের জীবন-যাত্রার বর্ণনা দাও।

গ) বন্যা প্রতিরোধে সামাজিক একতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

৯) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

'একটা সুন্দর সমাজ গড়তে সকলের মধ্যে একতা থাকা খুব প্রয়োজন।' - এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

সর্বদা মনে রেখো :

'দুঃসময়ের অন্ধকার কখনো কখনো আমাদের জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল মুহূর্তটির দ্বার খুলে দেয়।'

- **আমি বুঝেছি :**

- **ভাষাবিন্দু :**

লিঙ্গ পরিবর্তন করো।

মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন	মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন
১. পুত্র		২. কপোত	
৩. চাকর		৪. মেসো	
৫. রজক		৬. অভাগা	
৭. বাঘ		৮. সেবক	
৯. নর্তক		১০. নেতা	
১১. গুণবান		১২. নর	
১৩. সম্রাট		১৪. শিক্ষক	
১৫. শ্রীমান		১৬. যোগী	
১৭. বৃদ্ধ		১৮. শিষ্য	

- **উপযোজিত লেখন :**

নিম্নলিখিত তথ্যগুলির সাহায্যে একটি বোধাত্মক কাহিনী তৈরি করো।

১) একজন কৃষক

২) চারটি ছেলে

৩) সকলের মধ্যে কলহ

৪) কৃষক চিন্তিত

৫) সবাইকে ডাকা

৬) এক বোঝা লাঠি দেওয়া

৭) সবাইকে ভাঙতে বলা

৮) সবাই অসফল

৯) সবাইকে একটি লাঠি দেওয়া

১০) সবাই ভাঙতে পারলো

১১) উপদেশ

১২) উচিৎ শীর্ষক

৪. ঝরনা

- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (জন্ম-১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮২, মৃত্যু- ২৫ শে জুন ১৯২২) পিতা রজনীনাথ দত্ত এবং মাতা মহামায়া দেবী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কাব্য জগতে 'ছন্দের যাদুকর' নামে বিখ্যাত। সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালের মধ্যে নানা ছন্দে বিচিত্র ভাবাশ্রিত বহু কবিতা তিনি রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বেণু ও বীনা', 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র আবীর', 'তীর্থ সলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'মনিমঞ্জুষা', 'বেলা শেষের গান', 'সন্ধিক্ষণ', 'হোমশিখা', 'বিদায় আরতি', 'হসন্তিকা' প্রভৃতি।

কবিতা প্রসঙ্গ

আলোচ্য করিতায় ছন্দের যাদুকর কবি তাঁর যাদুর সাহায্যে পাহাড়িয়া ঝরনার মত চঞ্চল ছন্দে এবং শব্দের সৌন্দর্যে ঝরনার গতিরূপ সংগীতকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

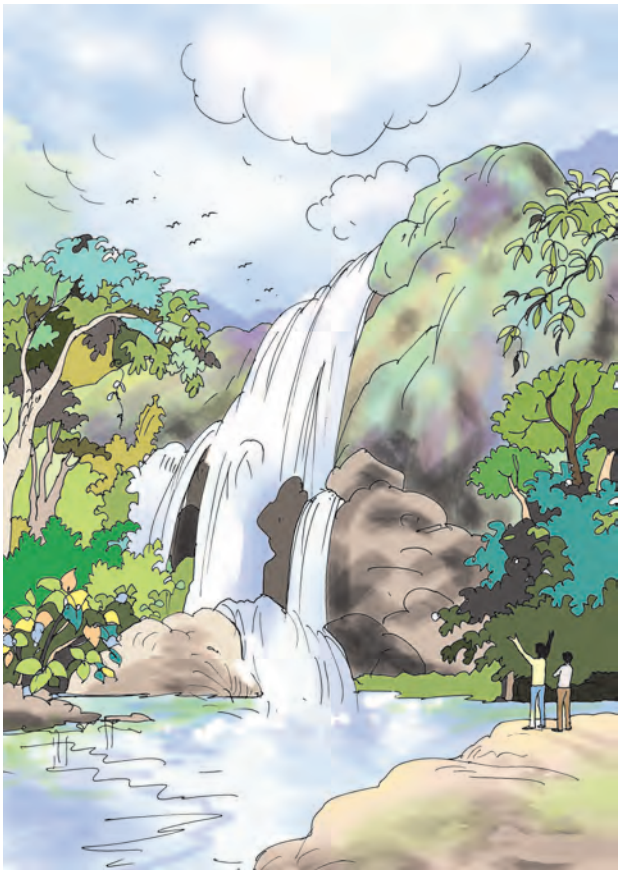

ঝর্‌না ! ঝর্‌না ! সুন্দরী ঝর্‌না !
তরলিত চন্দ্রিকা ! চন্দন-বর্ণা !
অঞ্চল-সিঞ্চিত গৈরিক বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি, যৌবন, তাপসী অপর্ণা !
ঝর্‌না !

পাষাণের স্নেহধারা ! তুষারের বিন্দু !
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু !
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুম্‌কির হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধুলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্‌না !
ঝর্‌না !

এসো তৃষ্ণার দেশে এসো কলহাস্যে
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে।
ধূসরের উষরের করো তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে করো গো শ্রীমন্ত;
ভরা ঘট এসো নিয়ে ভরসায় ভর্‌না;
ঝর্‌না !
শৈলের পৈঠায় এসো তনুগাত্রী !
পাহাড়ের বুক-চেরা এসো প্রেমদাত্রী !
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা !
ঝর্‌না !
মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারী আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা ! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে।
মোতিয়া মতির কু'ড়ি মুরছে ও-অলকে
মেখলায় মরি, মরি, রামধনু, ঝলকে।
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা !
ঝর্‌না !

শব্দার্থ

চন্দ্রিকা = চাঁদের আলো
সুধা = অমৃত
গিরি = পর্বত
তাপসী = তপস্বিনী
সিন্ধু = সমুদ্র
গৈরিক = গেরুয়া রঙের
তনুগাত্রী = ক্ষীণ দেহ
সুপর্ণা = বিনতা, গড়ুর মাতা
চঞ্চল = অস্থির / অশান্ত
শৈল = গিরি/ পর্বত
কুন্তল = চুল
কর্ণ = কান

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) শূন্য স্থানে সঠিক শব্দ লেখো।

এসো _____ দেশে এসো কলহাস্যে

গিরি-দরী বিহারিনী _____ লাস্যে।

ধূসরের উষরের করো তুমি _____,

শ্যামলিয়া ও-পরশে করো গো _____;

ভরা ঘট এসো নিয়ে _____ ভর্‌না; ঝর্‌না !

২) **কবিতার সাহায্যে সঠিক উত্তর দ্বারা ছক্ পূর্ণ করো।**

ক) ঝরনাকে কোথায় ডাকা হয়েছে?

খ) ঝরনাকে কী নিয়ে আসতে বলা হয়েছে?

গ) ঝরনার সৌন্দর্যকে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

৩) **জোড়া মেলাও।**

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) পাষানের স্নেহধারা	অ) বৃষ্টি ও-অঙ্গে
খ) ডাকে তোরে চিত-লোল	আ) চাঁদ ঘেরে রঙ্গে
গ) মেঘ হানে জুঁইফুলী	ই) তুষারের বিন্দু
ঘ) চুমা-চুমকির হারে	ঈ) উতরোল সিন্ধু

৪) **কবিতা থেকে শব্দগুলির অর্থ খুঁজে লেখো।**

ক) নদী - _____ খ) পর্বত - _____

গ) কান - _____ ঘ) চাঁদের আলো - _____

ঙ) গেরুয়া রং - _____ চ) চুল - _____

ছ) তপস্বিনী - _____ জ) অমৃত - _____

৫) **নীচে দেওয়া শব্দগুলির বিপরীত শব্দ কবিতা থেকে বেছে লেখো।**

ক) বিদেশ × _____ খ) মর্ত × _____

গ) বৃদ্ধ × _____ ঘ) কুৎসিত × _____

ঙ) খালি × _____ চ) গরীব × _____

ছ) গরল × _____ জ) কান্না × _____

৬) **কবিতা থেকে নিম্নলিখিত শব্দের অন্তমিল শব্দ খুঁজে লেখো।**

ক) বর্ণে - _____ খ) অপর্ণা - _____

গ) অঙ্গে - _____ ঘ) অন্ত - _____

৭) **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটির এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) গিরিমল্লিকা কোথায় দোলে ?

খ) ঝরনার তুলনা কার যৌবনের সঙ্গে করা হয়েছে ?

গ) কবিতায় স্বপ্নের সখী কাকে বলা হয়েছে ?

ঘ) কে স্বর্গের সুধা মর্ত্যে আনে ?

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

'নিরন্তর প্রবাহের প্রতীক ঝরনা' - এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

৯) **নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম - _____

খ) কবির নাম - _____

গ) তোমার পছন্দের দু'টি পংক্তি - _____

ঘ) পংক্তি দু'টি পছন্দ হওয়ার কারণ - _____

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা - _____

সর্বদা মনে রেখো :

'প্রকৃতিকে রাখিবে ধ্যান, তবেই হবে দেশ-মহান।'

- **ভাষাবিন্দু :**

১) **পদ পরিবর্তন করো।**

মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন	মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন
১. তরল	- _____	২. _____	- তৃষ্ণার্ত
৩._____	- মেঘলা	৪. সুন্দর	- _____

২) **নীচের শব্দ গুলির মধ্য থেকে শুদ্ধ শব্দ বেছে লেখো।**

ক) সিঞ্চিত, সিঞ্চীত - _____ খ) জুঁইফুলী, জুইফুলী - _____

গ) হরিনির, হরিণীর - _____ ঘ) অঞ্জলি, অঞ্জলী - _____

- **উপযোজিত লেখন :**

তোমার দেখা একটি জলাশয়ের বর্ণনা নিজের ভাষায় লেখো।

৫. পাপের ফল

- যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

লেখক পরিচিতি

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (জন্ম: ২২শে মার্চ ১৮৮৩; মৃত্যু: ৩১ই মে ১৯৬৪) তিনি বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার মূলচরের নিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মহেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত, মাতা মোক্ষদাসুন্দরী। শিশুভারতী নামক বিখ্যাত কোষ গ্রন্থের সম্পাদনা তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি কৈশোরক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত 'বাংলার ডাকাত' বইখানি উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর গবেষণামূলক অবদান স্মরণীয়। তিনি বিশ্বের ইতিহাস ২১ খণ্ডে রচনা করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ

কবি যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই কাহিনীটির মাধ্যমে মানব সমাজের মধ্যে বাড়তে থাকা অন্যায় অত্যাচারের এক মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেছেন। কেউ যদি অন্যায় ও পাপ কর্ম করে, তার ফল তার জীবদ্দশাতেই প্রাপ্ত হয়। কাহিনীর কালীচরণ ডাকাত এক ব্যক্তিকে মারার যে পাপ করেছিল, তার ফলে তার শরীরে এক মর্মান্তিক ব্যাধি পাপের ফলরূপে বাসা বাধে এবং শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুও ঘটে।

বর্ধমান শহরের প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত রঞ্জিৎ চৌধুরী। শহরের উপর তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ি। ওকালতিতে যেমন পসার, তেমনি দয়ালু এবং মহাপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার সুনাম ও সুযশ ছিল। তিনি প্রতিদিন যখন প্রাত:ভ্রমণে বাহির হইতেন, দেখিতেন কিছু দূরে একটা পুকুরের পাশে গাছতলায় একটা লোক শুইয়া আছে। বেশ বলিষ্ঠ শরীর, কিন্তু সারা গায়ে কুষ্ঠ ব্যাধি, হাত-পা খাসিয়া পড়িতেছে। কেহ তাহাকে দেখে না। সে কাঁদিতে থাকে, চোখ দিয়া জল পড়ে কী যেন সে বলিতে চায়। রঞ্জিৎবাবুর সঙ্গে যে ভৃত্য থাকে, সে বাবুকে বলে- ওর কাছে বেশি বসবেন না। দাঁড়াবেন না। ওর মহাব্যাধি হয়েছে - সাবধান!

রঞ্জিৎবাবু তথাপি একদিন ওই লোকটাকে একটা গোরুর গাড়িতে তুলিয়া নিয়া একজন কুষ্ঠ চিকিৎসকের কাছে গেলেন এবং কবিরাজের বাড়ির সম্মুখে একটি খড়োঘর ভাড়া করিয়া তাহাকে সেখানে রাখিয়া দিলেন। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক যত্নসহ তেল, বড়ি এবং বিবিধ ঔষধ দেওয়ার ফলে সে বেশ একটু সুস্থ হইল। দয়ালু মহাপ্রাণ রঞ্জিৎবাবু অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। কেমন করিয়া যেন তাঁহার মনে হইয়াছিল লোকটির ব্যাধির পেছনে একটা ইতিহাস আছে। তাই তিনি একদিন কৌতূহলভরে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন - তুমি কে ? তোমার এমন দশা হল কেন ? কী তোমার নাম ? বাড়ি কোথায় ?

লোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল - আমার পাপের ফল - পাপের ফল। তারপর রোগগ্রস্ত হাত

কপালে তুলিয়া বলিল - আমার নাম কালীচরণ বাগদি। বাড়ি কার্জুনা। ডাকাতি করে বেড়াতাম। একদিন কোনো শিকার মিলল না। মাঠের মাঝে একটা গাছতলায় বসে আছি। দিনদুপুরে প্রখর রৌদ্র। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। এমন সময় দেখতে পেলাম, একটি লোক হন্‌হন্‌ করে এদিক পানে ছুটে আসছে। আনন্দ হল, ভাবলাম, একটা শিকার মিলল। সে ছুটে এলে দেখলাম, লোকটা আমাদের পাশের গাঁয়ের হরিহর পুরুতের ছেলে মণি। হাতে তার একটি পুঁটলি - বেশ বড়ো।

সে আমার হাতে লাঠি ও আমাকে ওইভাবে বসে থাকতে দেখে চমকে উঠল। বলল- তুমি -তুমি কেন এখানে ?

বললাম-জানিস্‌ না বামুন, আমি এখানে কেন? তোর মাথা ভেঙে সব লুঠ করব বলে এখানে বসে আছি। দে বামুন - কী আছে - দে - দে ।

মণিঠাকুর কেঁদে ফেলে আমার পা জড়িয়ে ধরে বলল - আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে মেরো না। ভিন গাঁয়ে পূজা করে যা কিছু চাল-ডাল পেয়েছি তাই নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি মাকে দু'টি রেঁধে খাওয়াব বলে।

গর্জে উঠলাম- রেঁধে খাওয়াবি? সব মিছে কথা !

সে বলল- বিশ্বাস করো তুমি। দয়া করে আমাকে যেতে দাও।

- চালাকি ! খোল্‌, খোল্‌ - কী আছে খুলে দে।

সে তবুও বলল - আমার মা-

- চুপ রও! তোর মা? ভারি চালাকি শিখেছিস ঠাকুর।

মণিঠাকুর যত কাঁদে আমার রাগ তত বাড়ে।

সে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললে বাবা, আমার মা যে না খেয়ে মারা যাবে। এই একমুঠো চাল, ডাল আর দু'টা কাঁচকলা নিয়ে তোমার কী হবে ? দক্ষিণা পেয়েছি মাত্র দু'আনা পয়সা। আমায় ছেড়ে দাও বাবা।

এই পর্যন্ত বলিয়া কালীচরণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল- বাবু, আমার মাথায় খুন চেপেছিল। আমি বাবু...

হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল - মণিঠাকুর বলেছিল, 'আমায় ছেড়ে দাও বাবা!'... কিন্তু তাহার করুণ চিৎকার কে শুনবে? আমি এক লাঠির ঘায়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিলাম। সে মুহূর্তমধ্যে মারা গেল। রক্তে সারা গা ভেসে গেল। আমার হল উৎকট আনন্দ। নেড়েচেড়ে দেখলাম। ঠাকুরের দেহ অসাড় হয়ে গেছে। সব শেষ! সব শেষ! সব শেষ !

তারপর পাশের ছোটো পুকুরটার ভেতর

লাশটা ফেলে দিলাম। আমার মন কেমন করে উঠল। ঠাকুরের পোঁটলা খুলে দেখলাম। ঠাকুরের কথাই সত্যি। তাতে রয়েছে পো'টেকখানি চাল, কিছু ডাল আর কাঁচকলা। গামছার একদিকের কোনে বাঁধা আটটি পয়সা মাত্র।

তারপর বাবু, আমি চললাম ঠাকুরের বাড়ি। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দেখব বামুনের কথা সত্যি কিনা। এক ক্রোশ দূরে ছিল ঠাকুরের বাড়ি। পাঁচ-সাতটি তালগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটো একটা ডোবা। ডোবার পাড়ে একটি কুঁড়েঘর। ঘরের দাওয়ায় এক বুড়ি বসে আছে। চোখে সে ভালো দেখে না। আমার পায়ের শব্দ শুনে বুড়ি বললে- 'কী বাবা মণি এলে? এত দেরি কেন বাবা? আমার যে খিদেয় প্রাণ যায়। দু'টি ভাত রেঁধে দে।' কী বলব বাবু, আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হল না। ছুটে চলে এলাম।

মাঠ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম, বুড়ি বলছে, মণি, কথা বলছিস না কেন? মণি, ও মণি !

তারপর একদিন রাত্তিরে হল আমার ভীষণ জ্বর। সঙ্গে সঙ্গে এইসব ফোঁড়া। তারপর আমার গাঁয়ের লোকেরা শহরের একটা মাঠের ধারে ফেলে দিয়ে গেল আমাকে। বাবু, পাপের ফল হাতে হাতে ফলল। এ সাজা আমার পাওনা ছিল। আমি দিনরাত দেখি চোখের সামনে ফুটে উঠছে মণিঠাকুরের চেহারা আর কানে যেন শুনতে পাই তার মায়ের কথা- মণি। মণি কি এলি রে? দু'টি ভাত রেঁধে দে বাবা।

এই কাহিনি বলার কয়েকদিন পর কালী ডাকাত প্রাণ হারায়!

শব্দার্থ

প্রকাণ্ড = বৃহৎ
পসার = প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা
সুযশ = খ্যাতি, যশ
মহাব্যাধি = মহারোগ, কুষ্ঠরোগ
সুবিজ্ঞ = বিদ্বান, জ্ঞানী
পুরুত = পূজারী, ব্রাহ্মণ
পুটলি = টোপলা, ছোট বোঁচকা
উৎকট = বিকট, কঠোর
পো'টেক = (পোয়াখানি) একপোয়া
ক্রোশ = দু'মাইল / তিন কিমি।

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

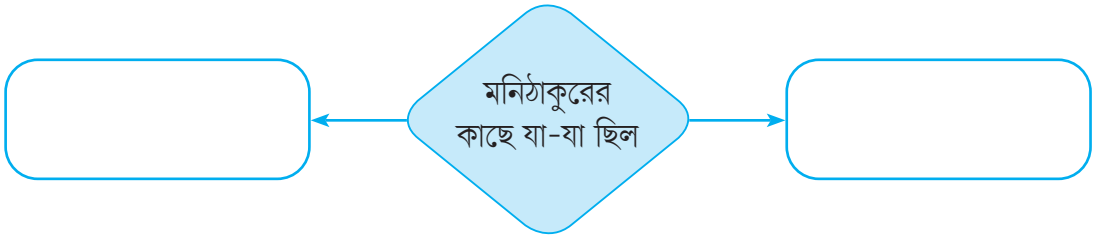

খ)

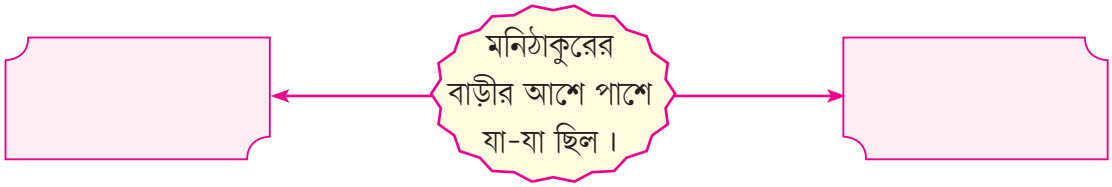

গ)

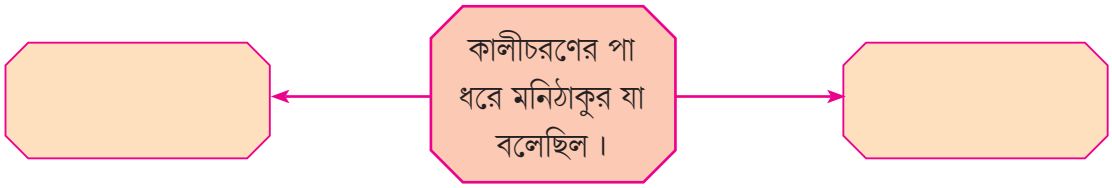

২) অপূর্ণ বাক্য পূর্ণ করো।

ক) লোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল _____।

খ) _____মাথাতুলে দাড়িয়ে আছে।

গ) মণিঠাকুর যত কাঁদে _____।

ঘ) লোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে _____।

৩) সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

ক) শহরের উপর তাহার _____ বাড়ি। (ছোট, প্রকাণ্ড, উঁচু)

খ) দক্ষিণা পেয়েছি মাত্র _____ পয়সা। (চারআনা, তিনআনা, দু'আনা)

গ) একদিন রাত্তিরে হল আমার ভীষন --------। (জ্বর, কোরনা, সর্দি)

৪) এক বাক্যে উত্তর লেখ।

ক) শ্রীযুক্ত রঞ্জিত চৌধুরী কে ছিলেন?

খ) রোগগ্রস্ত লোকটির নাম কী ছিল?

গ) কোথায় কুঁড়ে ঘর ছিল?

ঘ) কালীচরণ বাগদির কী হয়েছিল?

ঙ) মণির মা কী রেঁধে দিতে বলেছিল।

৫) দু-চার কথায় উত্তর লেখো।

ক) শ্রীযুক্ত রঞ্জিৎ চৌধুরীর সম্বন্ধে কয়েকটি বাক্য লেখো।

খ) মণিঠাকুর কালীচরণের পা জড়িয়ে ধরে কী বললো?

গ) "তার পর বাবু, আমি চললাম ঠাকুরের বাড়ি।" - কালীচরণ ঠাকুরের বাড়ি কেন গেল? সেখানে গিয়ে সে কী দেখলো?

৬) **কারণ লেখো।**

ক) সে বেশ একটু সুস্থ হল

খ) তার পর বাবু, আমি চললাম ঠাকুরের বাড়ি

৭) **পদ পরিবর্তন করো।**

মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন	মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন
১. শারীরিক		২. ভেতো	
৩. জলীয়		৪. ফলন্ত	

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

"পাপের পরিণতি কখনই সুখের হয় না -" এ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

সর্বদা মনে রেখো :

"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

- **আমি বুঝেছি :**

- **ভাষাবিন্দু :**

১) **লিঙ্গ পরিবর্তন করো।**

১. মা		২. বামুন	
৩. ছেলে		৪. বুড়ি	

২) **নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ আলাদাভাবে দেখাও।**

ক) দয়াল মহাপ্রাণ রঞ্জিতবাবু অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন।

খ) রক্তে সারা গা ভেসে গেল।

গ) ঘরের দাওয়ায় এক বুড়ি বসে আছে।

- **উপযোজিত লেখন :**

'পাপের ফল' গল্পের অনুরূপ একটি কাহিনী লেখো।

৬. আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি

- গোলাম মোস্তাফা

কবি পরিচিতি

কবি গোলাম মোস্তাফা: (জন্ম ১৮৯৭ সালে; মৃত্যু:১৩ই অক্টোবর ১৯৬৪) যশোর জেলার মনোহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রারম্ভিক শিক্ষা তাঁর গৃহেই শুরু হয়েছিল, ১৯১৮ সালে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে তিনি বি.এ.পাশ করেন। গোলাম মোস্তাফার অবদান বাংলা সাহিত্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রথম কাব্য 'রক্ত রাগ' পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানান। 'খোশরোজ', সাহারা, 'বুলবুলিস্থান', 'রূপের নেশা' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কবিতা প্রসঙ্গ

এই কবিতায় কবি কিশোরদেরকেই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ বলেছেন। তিনি বলেছেন যে যদিও আমরা দরিদ্র কিন্তু জ্ঞান, গরিমা, শক্তি ও সাহসের গুনে আমরা পুণরায় দিগ্বিজয়ী হব। শিশুদের অন্তরে তাঁদের পিতৃপুরুষদের আশা আকাক্ষা লুকিয়ে আছে অতএব এখন নতুন জগৎ নির্মাণে তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা নতুন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল-মানব-নন্দনে;
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি-পাতার বন্ধনে।

সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটব মোরাও ফুটব গো,
প্রভাত-রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটব গো।
নিত্য নবীন গৌরবে ছড়িয়ে দেব সৌরভে,
আকাশ-পানে তুলব মাথা, সকল বাঁধন টুটব গো।

সাগর-জলে পাল উড়িয়ে, কেউ বা হ'ব নিরুদ্দেশ;
কলম্বসের মতন বা কেউ পৌঁছে যাব নূতন দেশ।
জাগবে সাড়া বিশ্বময় এই বাঙালী নি:স্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা শক্তি-সাহস আজও এদের হয় নি শেষ।

কেউ বা হব সেনানায়ক, গড়ব নূতন সৈন্যদল
সত্য-ন্যায়ের অস্ত্র ধরি, নাই বা থাকুক অন্য বল।
দেশ-মাতারে পূজব গো, ব্যাথীর ব্যাথা বুঝব গো,
ধন্য হবে দেশের মাটি, ধন্য হবে অশ্রুজল!

জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখব বলে কেউ বা যাব জার্মানি
সবার আগে চলব মোরা, সহজে কি হার মানি?
শিল্পকলা শিখব কেউ, গ্রন্থমালা লিখব কেউ,
কেউ বা হব ব্যবসাজীবী, কেউ বা টাটা, কার্নানি।

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।
আকাশ আলোর আমরা পুত, নূতন বাণীর অগ্রদূত,
কতই কি যে করব মোরা নাইকো তাহার অন্ত রে!

শব্দার্থ

কুঁড়ি = অপ্রস্ফুটিত ফুল
নিখিল = বিশ্ব
প্রভাত = সকাল
নিঃস্ব = যার কিছু নেই, অতি দরিদ্র
রবি = সূর্য
অগ্রদূত = পথ প্রদর্শক
অন্ত = শেষ

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

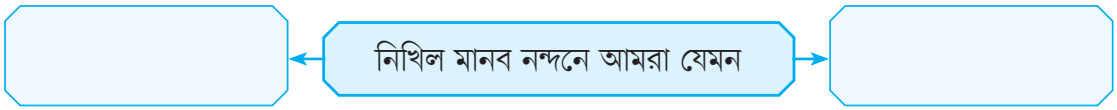

খ)

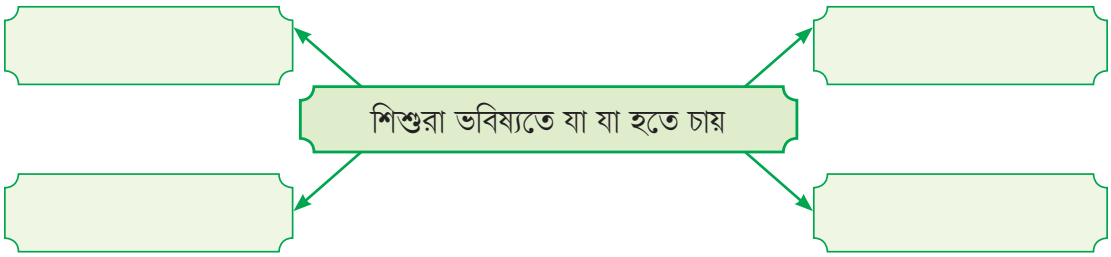

গ)

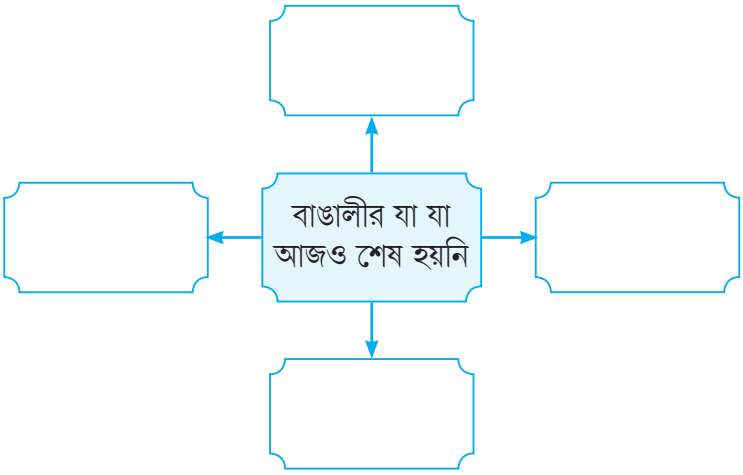

২) 'অ' স্তম্ভের সহিত 'ব' স্তম্ভের জোড়া মেলাও।

	'অ' স্তম্ভ		'ব' স্তম্ভ
ক)	অপ্রস্ফুটিত ফুল	অ)	পুত
খ)	সেনাপতি	আ)	কুঁড়ি
গ)	পুত্র	ই)	নিঃস্ব
ঘ)	দরিদ্র	ঈ)	সেনানায়ক

৩) কবিতা থেকে অন্তমিল শব্দ খুঁজে লেখো।

ক) _____ _____

খ) _____ _____

গ) | | | |

ঘ) | | | |

৪) **এক বাক্যে উত্তর লেখো ?**

ক) জীবন কীরূপে জাগে ?

খ) শিশুরা জার্মানিতে কেন যেতে চায় ?

গ) শিশুর পিতা কোথায় শুয়ে আছে ?

ঘ) শিশুরা কাকে পূজা করতে চায় ?

৫) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

''আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ'' - এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত লেখো।

- **নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম - _____

খ) কবির নাম - _____

গ) তোমার পছন্দের যে কোন দুটি পংক্তি - _____

ঘ) পংক্তি দুটি পছন্দ হওয়ার কারণ - _____

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা - _____

সর্বদা মনে রেখো :

''জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের থেকেও শ্রেষ্ঠ।''

- **ভাষাবিন্দু :**

অতি ক্ষীণ, অধিবাস, সুগঠন, প্রতিদিন উক্ত শব্দগুলি অবলোকন করলে দেখতে পাবে যে 'ক্ষীণ', 'বাস', 'গঠন' ও 'দিন' এই শব্দগুলির পূর্বে ক্রমানুসারে 'অতি', 'অধি'., 'সু' ও 'প্রতি' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে একটা নতুন শব্দ নির্মিত হয়েছে।

এইরূপ শব্দের পূর্বে যে আর একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে যদি একটা নতুন শব্দ নির্মাণ হয় তাকে উপসর্গ বলে।

- **উপযোজিত লেখন :**

'আমার জন্মভূমি'-এ বিষয়ে একটা রচনা লেখো।

৭. আমার কান্না

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৯ মে ১৯০৮; মৃত্যু: ৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৬) পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা নীরোদাসুন্দরী দেবী। বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ শক্তিধর ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প রচয়িতা। তাঁর লেখা শাণিত ছুরির মতো মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে তার সত্য রূপকে উদ্ঘাটিত করে। মানুষের উপর মানুষের শোষণের রুপ ও যন্ত্রনাকে তিনি সার্থক ভাবে পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ: 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', দিবারাত্রির কাব্য', 'জননী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'ভেজাল', আজ-কাল-পরশুর গল্প, ছোট বকুলপুরের যাত্রী ইত্যাদি।

পাঠ প্রসঙ্গ

'আমার কান্না' গল্পটি তাঁর 'ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প' গ্রন্থ-হতে এখানে সংকলিত হয়েছে। বালক বয়সে লেখক বরফের মত কঠিন ছিলেন। তিনি যখন তীব্র যন্ত্রনাতেও কাঁদতে শেখেনি, তখন স্নেহের উত্তাপে তা কিভাবে কান্নায় গলে পড়েছিল, আপন জীবনের কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনা গেঁথে লেখক তা দেখিয়েছেন। রূপের দিক হতে অনবদ্য এই ছোটগল্পটি।

বয়স তখন চার কিংবা পাঁচ চলছে। ছোট ভাইটির বয়স আড়াই কি তিন। দুমকায় থাকি। বাবা তখন সেখানে চাকরি করতেন। আমার জন্মও দুমকাতেই।

ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু অতিমাত্রায় দুরন্ত। হাঁটতে শিখেই প্রথমে মাছ-কাটা মস্ত ব'টিতে নিজের পেটটা দু'ফাঁক করি-আজও সেলায়ের চিহ্ন আছে। এমনি আরও অনেক দুরন্তপনার চিহ্নই সর্বাঙ্গে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। শোনা যায়, আমার নাকি একটা উদ্ভট স্বভাব ছিল, দারুণ ব্যাথা পেলেও কিছুতে কাঁদতাম না। সুর করে (কালোয়াতি নয়!) গান (আবোল-তাবোল) ধরতাম, ব্যাথা বাড়লে সুর চড়ত আর দু-চোখ দিয়ে জল পড়ত ধারাস্রোতে। মা-রে বাপ-রে বলে, হাউমাউ করে, শুধু চে'চিয়ে ভ্যাঁ করে প্রভৃতি যে নানা পদ্ধতি আছে সাধারণ কান্নার, তার একটাও আমি শিখিনি। এদিকে আবার যখন-তখন আপন মনে নিজের খাপছাড়া সুরে যে-কোনো কথা বা শব্দ নিয়ে গানও আমি গাইতাম- সব সময় তা বোঝা কঠিন ছিল আমি কাঁদছি, না গাইছি! একদিন দুপুরে মা ও বড়দি বারান্দায় খেতে বসে শুনছেন রান্নাঘরে আমি গান ধরেছি। খানিক পরে সুরটা কেমন-কেমন ঠেকায় আর পোড়া মাংসের গন্ধ পাওয়ায় তাঁরা উঠে এসে দেখেন উনানের সামনে বসে আমি গান করছি মুখখানা বিকৃত করে, চোখের জলে মুখ-বুক ভেসে যাচ্ছে। কী হয়েছে বুঝতে

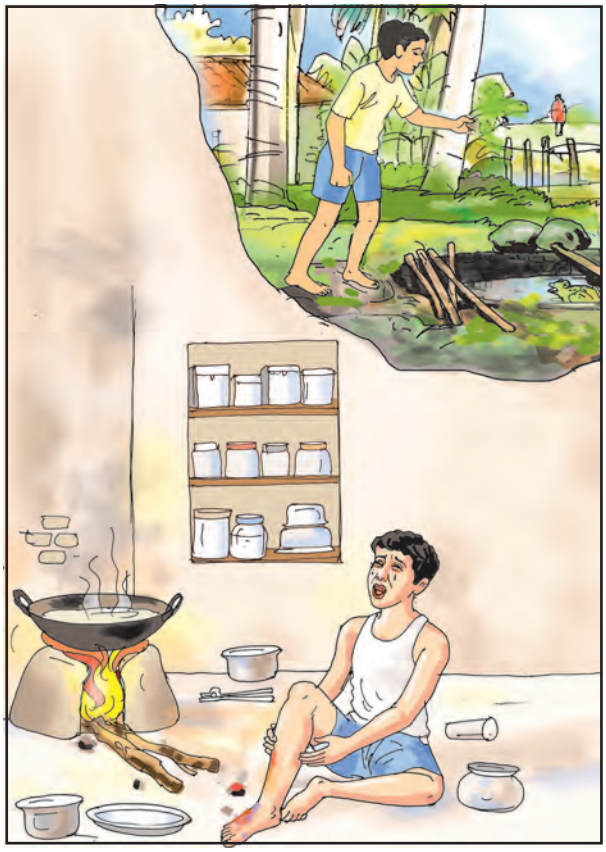

তাঁদের মিনিট খানেক সময় লেগেছিল। তারপর চোখে পড়ল, আমার বাঁ পায়ের গোড়ালির খানিক ওপরে মস্ত একখন্ড জ্বলন্ত কয়লা পুড়ছে, বেশ খানিকটা গর্ত হয়েছে। কাঠের উনান, চিমটে দিয়ে গনগনে কয়লাগুলি নিয়ে খেলতে গিয়ে এই বিপদ!

কি বোকা ছেলে তুই! ফেলে দিতে পারলি না আগুনটা ?

ডাকতে পারলি না, হাবা কোথাকার !

কাঁদতে পারলি না, গাধা ছেলে!

প্রায় এক ইঞ্চি পোড়া দাগ এখনো আছে। পরে অনেকবার ভেবেছি, সত্যি, এমন বোকা কী করে হলাম সে দিন ? বয়স বাড়লে বুঝেছি, ওরকম তীব্র যন্ত্রণা হতে থাকলে সব ছোট ছেলেই বোকা হাবা গাধা হয়ে যায়-সাময়িকভাবে।

আরেকদিন মা রসগোল্লার কড়াই নামিয়ে অন্য কাজে মন দিয়েছেন, আমি সুযোগের প্রতীক্ষা করছি। আমার ভাগ্য ভাল যে রান্নাঘরেই অন্য কাজে মা-র বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল, নয়তো রসগোল্লার কড়াই নামিয়েই কোনো কাজে মা বাইরে গেলে হয়ত সারা জীবন আমাকে হাত-পোড়া আর মুখ-পোড়া হয়ে থাকতে হত। সুযোগ যখন পেলাম, কড়াই-এর রসটা তখন আর ফোস্কা পড়বার অবস্থায় নেই তবে মজা টের পাইয়ে দেবার মত গরম আছে। খাবলা দিয়ে কতকগুলি রসগোল্লা তুলেই মুখে পুরে দিয়ে সেটা টের পেলাম।

সেই মুহূর্তে মা আর মেজদা ঘরে ঢুকলেন। মা উঠলেন চেঁচিয়ে, মেজদা তিন লাফে এগিয়ে এসে কড়ায়ে আঙুল ডুবিয়ে দেখে নিলেন রসটা গরম কত।

তারপর বললেন, ঠিক সাজা হয়েছে রাক্ষসের ! আর খাবি ?

যন্ত্রণায় কান্না আসছিল। আমার কচি চামড়া মেজদা বোধহয় সেটা হিসাব করেননি যে তাঁর গরম-বোধের চেয়ে আমার গরম-বোধ কত বেশি, তাহলে হয়ত মায়া হত। হঠাৎ ওঁরা এসে হাজির না হলে মুখের রসগোল্লা ফেলে আমি নিশ্চয় একটু কাঁদতাম। কিন্তু আর তো রসগোল্লা ফেলাও যায় না, কাঁদাও যায় না। এতক্ষণে দিদিরাও এসে পড়েছে মেজদার কথা শুনে ওদের মুখে কৌতুকের হাসি। চিবিয়ে চিবিয়ে রসগোল্লা গিলে ফেললাম।

আর খাবি ?

সকলের মুখে ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে নিলাম। কড়াই থেকে আরো কয়েকটা-আগের বারের চেয়ে সংখ্যায় কম-মুখে পুরলাম। হাত মুখ আগেই জ্বলছিল, এবার যেন পুড়ে গেল। কাঁদলাম না, রসগোল্লাও চিবোতে লাগলাম কিন্তু দমটা আটকে রইল আর চোখে জল এসে গেল। মা এতক্ষণ কেমন এক দ্বিধাগ্রস্থ ভাব নিয়ে আমায় দেখছিলেন, এবার এসে আমায় কোলে তুলে

নিলেন। মেজদাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তুই কি রে সন্তোষ !

মেজদাই আমার হাতে আর মুখে গাওয়া ঘি মাখিয়ে দিয়েছিলেন। বলে-ছিলেন, এটা কোন্ দেশী ছেলে? আমি ভাবলাম, বেশি গরম লাগলে কাঁদবে; কাঁদছে না দেখে -

বাড়ির পেছনে বেশ বড় একটা বাগান ছিল, কপি, বেগুন আর নানারকম তরকারিও হত বাগানে। জল দেবার জন্য বড় একটা কাঁচা কুয়ো ছিল বাগানে। পরিধি খুব বড় কিন্তু বেশী গভীর নয়। কুয়োর মুখটা তো বাঁধান ছিলই না, বাঁশ বা কাঠের কোনো বেড়া পর্যন্ত ছিল না মুখের চারপাশে। বর্ষাকালে বেশী বৃষ্টি হলে লাল ঘোলাটে জলে কুয়ো ভরে উপছে উঠত। শীতকালে সামান্য তলানি যেটুকু জল থাকত একবার বাগানে দিতেই তা ফুরিয়ে যেত।

এই কুয়োটির একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল আমার কাছে। কুয়োর মধ্যে বড়-বড় ব্যাঙ বাস করত অনেকগুলি। দুপুরবেলা সকলে বিশ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় চুপি চুপি কোনদিন একা, কোনদিন ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কুয়োর ধারে গিয়ে উঁচু হয়ে ঝুঁকে ব্যাঙ দেখতাম, ঢিল ছুঁড়ে চেষ্টা করতাম ব্যাঙ শিকারের। বাগান তখন একান্ত নির্জন থাকত। ধারে-কাছেও কেউ আসত না।

শরৎকালে কুয়োটার জল তখন মাঝামাঝি নেমেছে। ভাইকে সঙ্গে করে একদিন ব্যাঙ দেখতে গিয়েছি। ভাইটি আমার বেশি ঝুঁকতে গিয়ে ঝুপ করে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। আমি বাড়ির দিকে ছুটলাম। ঘরের মধ্যে মেঝেতে পাটি বিছিয়ে মা আর দিদিরা কথা বলছেন পাড়ার এক বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে, পাশের ঘরে শুয়ে আছেন বড় জামাইবাবু আর মেজদাদা। দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালাম। কেমন একটা ভয় হল মনে। সবাই যদি ভাবে আমি ঠেলা দিয়ে ফেলে দিয়েছি ভাইকে কুয়োর মধ্যে, মেজদা যদি শাসন করেন! বাড়ির মধ্যে একমাত্র মেজদাকেই ভয় করতাম। তাঁর শাসন ছিল বড় কড়া। এমন কি, আমাদের বেশী শাসন করার জন্য বাবা পর্যন্ত তাঁকে মাঝে মাঝে শাসন করে দিতেন।

ভয় হল, কিন্তু ওদিকে ভাইটা কুয়োয় পড়ে গেছে। তাই মা-র কাছে গিয়ে চুপি-চুপি কানে-কানে বললাম, মা, লালু কুয়োয় পড়ে গেছে। মা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, কুয়োয় পড়ে গেছে। কোন্ কুয়ো?

বাগানে।

মা চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকতে ডাকতে ছুটলেন। তাঁর পিছনে ছুটলেন বড়দি। অন্য সবাই ছুটল কয়েক হাত পিছনে।

লালুর জামাটা তখনো ভাসছিল, ভিজে জামায় বাতাস আটকে না রাখলে ততক্ষণে সে তলিয়ে যেত। মা দেখেই কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। দিদিও দ্বিধামাত্র না করে মা-কে অনুসরণ করল।

তারপর দড়ি বালতি এল, বাঁশ এল, মই এল। লালু উঠল, দিদি উঠল, মা উঠলেন। আধ ঘন্টার মধ্যেই লালু আবার খেলে বেড়াতে লাগল।

মাঝে মাঝে কঠোর সমালোচনা আর কড়া ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকানো ছাড়া আমার দিকে এতক্ষণ কেউ বিশেষ মনোযোগ দেয়নি, এবার মেজদা গম্ভীর মুখে এসে আমার কান ধরে বললেন, চল তোকে চুবিয়ে আনি কুয়ো থেকে। দড়ি বেঁধে তোকে দু-ঘন্টা কুয়োর মধ্যে ফেলে রাখলে-

জামাইবাবু কাছেই ছিলেন, বললেন, আরে, আরে! কী করছ! মেজদাকে ঠেলে সরিয়ে আমাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, ওকে কোথায় মাথায় তুলে আদর করবে, তার বদলে শাস্তি দিচ্ছ?

সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

জামাইবাবু আবার বললেন, ওর জন্যেই তো লালু আজ বাঁচল ! এইটুকু ছেলে, ওর তো ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার কথা! চুপ করেও থাকতে পারত। ও যে সঙ্গে সঙ্গে এসে খবর দিয়েছে এজন্য ওকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। আমি ওকে আজ রসগোল্লা খাওয়াব যত খেতে পারে।

আবহাওয়া বদলে গেল।

চাকরকে জামাইবাবু সঙ্গে সঙ্গে রসগোল্লা আনতে পাঠিয়ে দিলেন। চাকর ফিরলে বড় এক জামবাটি ভরা রসগোল্লা আমার সামনে রাখা হল। চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সস্নেহ দৃষ্টিতে সকলে আমার দিকে চেয়ে রইল।

মেজদা কোমল সুরে বললেন, খা মানিক, খা। নয় একদিন একটু অসুখ হবে তাতে কী! বিকেলে তোকে সাইকেলে চাপিয়ে বেড়িয়ে আনব।

চারিদিকে তাকিয়ে আমি -

আমি হু হু করে কেঁদে ফেললাম।

শব্দার্থ

ভর্ৎসনা = তিরস্কার
সর্বাঙ্গ = সর্ব অঙ্গ, সারা দেহ
আর্তনাদ = কাতর চিৎকার
দুরন্ত = ভীষন, অশান্ত, দামাল
চিরস্থায়ী = অক্ষয়, অবিনশ্বর
বিকৃত = অস্বাভাবিক
পদ্ধতি = কলা কৌশল
খাপছাড়া = বেমানান
পরিধি = ঘেরা, বেড়

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

মা রান্নাঘরে না থাকলে লেখকের সারা জীবন যেমন ভাবে থাকতে হতো।

খ)

বাড়ির পেছনে বাগানে যা যা হতো।

২) প্রবাহতালিকা পূর্ণ করো।

শৈশবে লেখকের জীবনে যে ঘটনা ঘটছিল তা হলো -

৩) সত্য অথবা মিথ্যা লেখো।

ক) লেখক ছেলেবেলায় অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। - _____

খ) লেখক চিবিয়ে রসগোল্লা গিলে ফেলেছিলেন। - _____

গ) জল দেওয়ার জন্য বাগানে বড় একটা নলকূপ ছিল। - _____

ঘ) মেজদাই লেখকের হাতে আর মুখে গাওয়া ঘি মাখিয়ে দিয়েছিলেন। - _____

৪) কারণ লেখো।

ক) লালু কুয়োয় পড়ে গিয়েও ডুবে যায় নি ।

খ) লেখককে সারা জীবন হাত আর মুখ - পোড়া হয়ে থাকতে হতো।

গ) লেখককে রাক্ষুসে ছেলে বলা হয়েছে।

৫) পাঠ থেকে বেছে নিয়ে নিম্নলিখিত শব্দের বিপরীত অর্থ লেখো।

ক) হাসা × _____ খ) সহজ × _____

গ) বড় × _____ ঘ) ঠাণ্ডা × _____

ঙ) বেশী × _____

৬) নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।

ক) উৎকৃষ্ট - _____ খ) পরিহাস - _____

গ) জনহীন - _____ ঘ) ব্যাকুল - _____

৭) পদ পরিবর্তন করো।

মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন	মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন
১. দুরন্ত		২. পুরস্কার	
৩. বিকৃত		৪. সময়	
৫. নিশ্চয়তা			

৮) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) লেখক বাড়ীর লোকজনদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন ?

খ) কাঁচা কুয়াটা কোথায় ছিল ?

গ) কুয়োর মধ্যে কী বাস করতো ?

ঘ) শৈশবে লেখকের স্বভাব কেমন ছিল ?

ঙ) মেজদা লেখককে কীসে চাপিয়ে বেড়িয়ে আনবেন বলেছিলেন ?

৯) সংক্ষেপে উত্তর দাও ।

ক) 'আমার নাকি একটা উদ্ভট স্বভাব ছিল । - উদ্ভট স্বভাবটি কেমন ছিল ?

খ) লেখকের মনের ভয়ের কারণ কী ছিলো ?

গ) 'নানা পদ্ধতি আছে সাধারণ কান্নার - সাধারণ কান্নার নানা পদ্ধতি কী কী ?

১০) ব্যক্তিগত প্রশ্ন :

''আদরেও শিশুরা কান্না করে'' - এ বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করো ।

সর্বদা মনে রেখো :

''আমরা জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না বলে আমাদের শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না ।''
''অনুভব জীবনের সবথেকে বড় পাঠশালা ।''

- **ভাষাবিন্দু :**

১) **বাগ্‌ধারা :** এক বা একাধিক শব্দ যখন বিশিষ্ট একটি অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বাগধারা বলা হয় ।

যেমন -

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
১. অগ্নি পরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা ।	২. অকাল কুষ্মাণ্ড	অপদার্থ
৩. অন্ধের যষ্টি	একমাত্র অবলম্বন	৪. আকাশ কুসুম	অলিক কল্পনা

২) **বাগধারার সাহায্যে : বাক্য রচনা করো ।**

উদাহরণ :

ক) অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী - অল্পবিদ্যার গর্ব

বাক্য : অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী বলেই ফটিক মিয়া শিল্পী, সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক কারো সমালোচনাই বাদ দেয় না ।

- যে কোনো ৫ টি বাগধারার অর্থ সহিত বাক্য রচনা করো ।

- **উপযোজিত লেখন :**

একটা পড়িত কুয়ার আত্মকথা ১০ থেকে ১২ পংক্তিতে লেখো ।

৮. ভাঁড়ুদত্তের বেসাতি

- দ্বিজমাধব

কবি পরিচিতি

দ্বিজমাধবের কাল ও জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে অনেক সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। কবির গ্রন্থারম্ভে আত্মকথা বর্ণনা (পরাশর পুত্রজাত মাধব যে নাম) অনুসারে পিতার নাম পরাশর। তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম সার্থক কবি। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর 'সারদামঙ্গল' বা 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' বইখানি রচনা করেন। তিনি মাধবাচার্য নামেও খ্যাত। একজন প্রথম শ্রেণীর কবি তিনি। চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

কবিতা প্রসঙ্গ

'ভাড়ুদত্তের বেসাতি' কাব্যাংশটি তাঁর 'মঙ্গল-চণ্ডীর গীত' গ্রন্থ 'ভাঁড়ুদত্ত' শীর্ষক ষষ্ঠ পালা হতে সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। কালকেতু বন কেটে গুজরাট নগরী স্থাপন করল। সেখানে নানা জাতি ও বৃত্তির বহু লোক এসে বসতি স্থাপন করে। তাদের মধ্যে শঠ, প্রবঞ্চক, কুচক্রী ভাঁড়ুদত্তও একজন। তাঁর দৌরাত্ম্যে প্রজার শান্তি এবং রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। উদ্ধৃত অংশে তাঁর শঠতা ও অত্যাচারের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের বাংলার সমাজের একটি ছবিও আমরা পাই।

ভাঙা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বান্ধিয়া।
ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া।
কড়ি বুড়ি নাই ভাঁড়ু বাক্যমাত্র সার।
ত্বরায় পাইল গিয়া নগর বাজার।
ধনা নামে চালুয়া পসার দিয়া আছে।
ধীরে ধীরে ভাঁড়ুদত্ত গেল তার কাছে।।
ভাঁড়ুদত্তে বোলে ধনা চাউল দেয় মোরে।
তঙ্কা ভাঙাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে।।
ধনাঞি বোলে ভাঁড়ুদত্ত চাউল নাই এথা।
বারে বারে খাও চাউল কহি মিথ্যা কথা।
তঙ্কা ভাঙাইয়া আগে মজুতে আন কড়ি।
রুজু দিয়া পাঠাইমু চাউল পাইবা বাড়ি।।
ভাঁড়ুদত্তে বোলে ধনা কহিয়ে তোমারে।
ধনের গর্বে এত কথা কহসি আমারে।।

ঘরের ভিতরে ধন আছে গোফা গোফা।

গিন্নীর মাথে চুল নাহি বাঁদির মাথে খোঁপা।।

ভাল মোর অধিকার আছয়ে নগরে।

কালুকা পাইমু তোরে হস্তের উপরে।।

ভাঁড়ুর বচনে ধনা কাঁপে থর থর।

আস্তে ব্যেস্তে উঠিয়া চাপিয়া ধরে কর।।

পরিহাস কৈলাম ভাই করি দরাদরি।

চাউল নিয়া খাও তুহ্মি কড়ি দিয় বাড়ি।।

এথেক শুনিয়া ভাঁড়ু বসিল চাপিয়া।

সের অষ্ট দশ চাউল লইল মাপিয়া।।

চাউল লইয়া হইল তবে ভাঁড়ুর গমন।

আনাজের পসারে গিয়া দিল দরশন।।

সাত পাঁচ বুলি তারে বোলে ভাই ভাই।

শাক, বাইগন, মুলা লইল তার ঠাঞি।।

আনাজ লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন।

লোনের পসারে গিয়া দিল দরশন।।

লবণ লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন।

তৈলের পসারে গিয়া দিল দরশন।।

কি তৈল কি তৈল বলি হাত জাবড়ায়।

আপনার গোপে দিল ছাবালের মাথায়।।

ভাঁড়ুদত্তে বোলে তেলী তৈল দেয় মোরে।

তঙ্কা ভাঙাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে।।

ক্রোধ নাহি কর ভাঁড়ু মোর দিকে চাহ।

এক পোয়া তৈল দেমু বাকিতে লইয়া যাহ।।

মাছোনি বসিছে মৎস্যের পসার লৈয়া কোলে।

পসার হোন্তে মৎস্য ভাঁড়ু বাছি বাছি তোলে।।

মৎস্য ধরি ডোমনীয়ে করে টানাটানি।

কড়ি না দিয়া মৈছ্য লৈয়া যাও কেনি।।

ভাঁড়ুদত্ত বোলে ডোমনী বলিরে তোমারে।
এথ কাল মৎস্য বেচ কর দেয় কারে।।
ডোমনীয়ে বোলে ভাঁড়ু, – তুই তার কে।
করের লাগি ধরিবেক জোয়াতি হয় যে।।
এই মুখে তুহ্মি আমার মৈছ্য খাইবা।
আমার সঙ্গে অখনে বীরের স্থানে যাইবা।।
গালাগালি করিল বহুল হুড়াহুড়ি।
কচ্ছ হোতে ভাঁড়ুদত্তের পড়ে ভাঙা কড়ি।।
ভাঙা কড়ি পড়ে ভাঁড়ু বহু লজ্জা পায়ে।
মৎস্য এড়িয়া ভাঁড়ু উঠিয়া পলায়ে।।

শব্দার্থ

ভাঙা কড়ি = অচল পয়সা
পরিহাস = ঠাট্টা
দরশন = দেখা পাওয়া
কচ্ছ = কাছা
ত্বরায় = শীঘ্র
চাপিয়া = চেপেধরা
ঠাঞি = নিকট হতে
এড়িয়া = ত্যাগ করে, বর্জন, অমান্য
হস্তের = হাতের
গমন = চলে যাওয়া
ক্রোধ = রাগ
বহুল = খুবই।

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

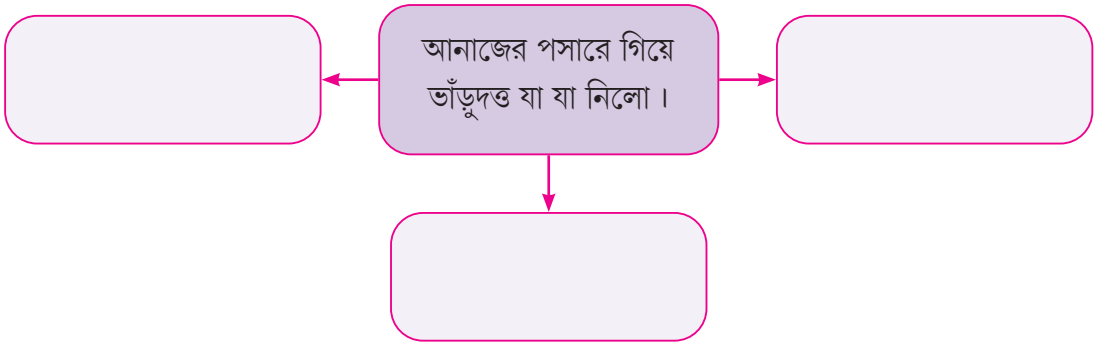

২) প্রবাহতালিকা পূর্ণ করো।

ভাঁড়ুদত্ত বাজারে গিয়ে যে-যে দোকানে গিয়েছিল।

↓

↓

↓

↓

৩) অপূর্ণ পংক্তি পূর্ণ করো।

ক) ধনা নামে চালুয়া পসার দিয়া আছে _____ ।

খ) ঘরের ভিতরে ধন আছে গোফা গোফা _____ ।

গ) লবণ লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন _____ ।

ঘ) মাছোনি বসিছে মৎস্যের পসার লৈয়া কোলে _____।।

৪) 'অ' স্তম্ভের সহিত 'ব' স্তম্ভের জোড়া মেলাও।

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) ধনা	অ) ডোমনী
খ) তৈল	আ) ভাঙা কড়ি
গ) মাছোনি	ই) গোফে
ঘ) কচ্ছ	ঈ) চালুয়া

৫) কবিতা থেকে শব্দার্থ খুঁজে লেখো।

ক) টাকা - _____ খ) অহংকার - _____

গ) হাত - _____ ঘ) নিকটে - _____

ঙ) কথা - _____ চ) মাছ - _____

৬) কবিতা থেকে অন্তমিল শব্দ খুঁজে লেখো।

ক) [ ] [ ]

খ)

গ)

ঘ)

৭) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) 'ভাঙা কড়ি' বলতে কী বোঝান হয়েছে?

খ) 'ছয় বুড়ি' মানে কী?

গ) চালুয়া শব্দের আধুনিক বাংলা অর্থ কী?

ঘ) ভাঁড়ুদত্ত ধনার পসার হতে কী নিয়েছিল?

ঙ) লবনের পসার হতে ভাঁড়ুদত্তের কোথায় গমন হল?

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

'যেমন কর্ম তেমন ফল' - উক্তিটির সম্বন্ধে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

- **নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম - _____

খ) কবির নাম - _____

গ) তোমার পছন্দের যে কোনো দু'টি পংক্তি - _____

ঘ) পংক্তি দু'টি পছন্দ হওয়ার কারণ - _____

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা - _____

সর্বদা মনে রেখো :

"ঠগকে বিশ্বাস করতে নেই।"

- **ভাষাবিন্দু :**

নীচের পদগুলিকে আধুনিক বাংলায় পরিবর্তন করো।

ছাত্তয়াল, যাইমু, ধনাঞি, কহিয়ে, কহসি, আছয়ে, কালুকা, পাইমু, কৈলাম, তঙ্কা, কচ্ছ, হোন্তে

যেমন-ছাওয়াল-ছেলে।

- **উপযোজিত লেখন :**

তোমার দেখা যে কোনো একটি সুন্দর বাজারের বর্ণনা জানিয়ে তোমার বন্ধু/বান্ধবীর নিকট একটি পত্র লেখো।

৯. ছাত্রসমাজের প্রতি

- জগদীশচন্দ্র বসু

লেখক পরিচিতি

জগদীশচন্দ্র বসু : (জন্ম: ৩০শে নভেম্বর ১৮৫৮, মৃত্যু:২৩শে নভেম্বর ১৯৩৭)। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু এবং মায়ের নাম বামাসুন্দরী দেবী। তৎকালীন ভারতবর্ষে ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সম্মানের চোখে দেখা হতো কিন্তু ভগবানচন্দ্র তার ছেলেকে একজন প্রকৃত দেশপ্রমিক তৈরি করার উদ্দেশ্যে গ্রামের একটি বাংলা মাধ্যমের স্কুলে ভর্তি করেন। গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে জগদীশচন্দ্র কোলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তারপর কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে তিনি'ন্যাচারাল সাইন্সে' ডিগ্রি লাভ করেন। বিভিন্ন কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। তিনি গবেষণা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে প্রাণীদের মতো উদ্ভিদের দেহেও প্রাণ আছে।

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য পাঠটিতে মহান বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করার জন্য ছাত্রদের বিশেষ অবদানের কথা বলেছেন। আদর্শ নাগরিক হওয়ার জন্য তিনি ছাত্রদের আহ্বান করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ গুনের বর্ণনা লেখক এখানে করেছেন। তিনি- ছাত্রদের, 'ভারতের মহিমা বৃদ্ধি করার জন্য সমস্ত প্রকারের দুর্বলতা ত্যাগ করতে বলেছেন কারণ শিক্ষাপ্রচার, জ্ঞানপ্রচার, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি দুর্বল মানুষের দ্বারা হয় না। এই সবের জন্য বিক্রমশীল পুরুষের প্রয়োজন, তাঁদের পূর্ণ শক্তির আঘাতে সব বাধাবিঘ্ন দূর হয়ে যায়। তিনি ছাত্রদের বলেছেন যে শক্তি দ্বারা, বল দ্বারা, জীবন দ্বারা, শান্তি আহরণ এবং রক্ষা করতে হবে। ছাত্রদের বলিষ্ঠ এবং শক্তিশালী হতে হবে এবং তাদের শক্তি যেন দেশের সেবায় এবং দুর্বলের সেবায় নিয়োজিত হয়।

পত্র

স্নেহের ছাত্রসমাজের সভ্যগণ,

তোমাদের সাদর সম্ভাষণে আমি আপনাকে অনুগৃহীত মনে করিতেছি। তোমরা আমাকে একান্ত বিজ্ঞ এবং প্রবীণ মনে করিতেছ। বাস্তব পক্ষে যদিও জরা আমার বাহিরের অবয়ব কে আক্রমণ করিয়াছে কিন্তু তাহার প্রভাব অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমি এখনও তোমাদের মতো ছাত্র ও শিক্ষার্থী। এখনও স্কুলে যাইবার পুরাতন গলিতে পৌঁছিলে স্মৃতিদ্বারা অভিভূত হই। আমার শৈশবের শিক্ষক দর্শনে এখনও হৃদয় চিরন্তন ভক্তি প্রবাহে উচ্ছসিত হয়।...

আমি আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতার কাজ করিয়াছি। ইহার মধ্যে ন্যূনকল্পে দশ হাজার ছাত্রের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। তাহাদের চরিত্রে কি কি গুণ তাহা জানি আর কি কি দুর্বলতা তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। প্রধানত তাহাদের স্বভাব অতি কোমল, সাধারণত তাহারা নম্র প্রকৃতির, অতি সহজেই তাহাদের হৃদয় অধিকার করা যায়; এক কথায় তাহারা বড়ো ভালো মানুষ, একবার পথ দেখাইয়া দিলে অনেকেই সেই পথ অনুসরণ করিতে পারে।

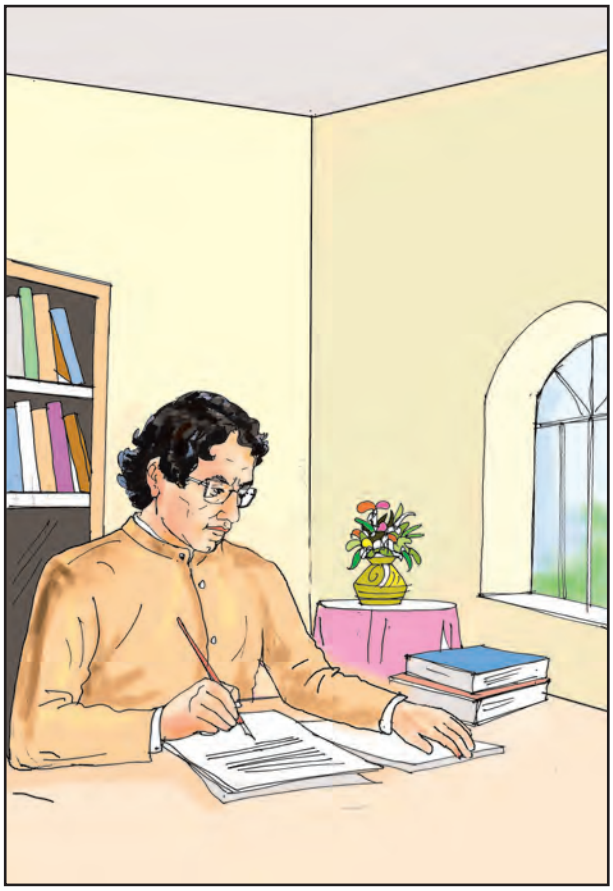

উদাহরণস্বরূপ জলপ্লাবন, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি দুর্ঘটনার সময় ছাত্রদের মধ্যে অদ্ভুত কার্যপরায়নতা দেখা গিয়াছে। এতগুলি ছেলে কি সুন্দর রূপে নিজেকে organise করিয়াছে। বেশি কথা না বলিয়া অতি সংযত ভাবে কি সুন্দররূপে লোক সেবা করিয়াছে। এরূপ শুশ্রূষা করিবার ক্ষমতা, এরূপ ধৈর্য, এরূপ কষ্ট সহিষ্ণুতা, এরূপ অসন্তুষ্টির অভাব সচরাচর দেখা যায় না। আমি যে সব গুণ বর্ণনা করিলাম তাহা পুরুষের প্রায় দেখা যায় না, সচরাচর নারী জাতিই এসব মহৎ গুণের অধিকারিণী।

ইহার বিপরীত কেন্দ্রে কোন কোন পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার।...

আমি এইরূপ প্রকৃতির একজনকে জানিতাম, তিনি চিরস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজের নির্মম বিধানে তাঁহার ক্রোধ সর্বদা উদ্দীপ্ত থাকিত। আশ্চর্য এই যে ক্রোধ ও মমতা অনেক সময় একাধারেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের ন্যায় কোমল হৃদয় আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়? অসীম শক্তিবলে তিনি একাই সমাজের কঠিন শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাছাড়া আরও শত শত কার্য আছে, সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে, জ্ঞান প্রচার, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি, দেশ বিদেশে ভারতের মহিমা বৃদ্ধি করা। দুর্বল ভালোমানুষের দ্বারা এসব হইবে না, এই সবের জন্য বিক্রমশীল পুরুষের আবশ্যক, তাহাদের পূর্ণ শক্তির আঘাতে সব বাধাবিঘ্ন শূন্যে মিশিয়া যাইবে।

আর যে শান্তির ক্রোড়ে আমরা এতদিন নিশ্চেষ্ট ও সুপ্তভাবে জীবন যাপন করিয়াছি, জগৎ হইতে সেই শান্তি অপসৃত হইতেছে। শান্তি কোনো জাতির চিরসম্পত্তি নহে; বল দ্বারা, শক্তি দ্বারা জীবন দ্বারা শান্তি আহরণ করিতে এবং রক্ষা করিতে হয়। বলযুক্ত হও, শক্তিমান হও, এবং তোমাদের শক্তি দেশের সেবায় এবং দুর্বলের সেবায় নিয়োজিত হউক।

- জগদীশচন্দ্র বসু।

শব্দার্থ

জরা = রোগ-ব্যাধি
আহরণ = সংগ্রহ
সমর্থ = সক্ষম, যোগ্য
কোমল = নরম
নির্মম = কঠোর
অবয়ব = অঙ্গ
শুশ্রূষা = সেবা যত্ন
অপসরণ = পলায়ন

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

যে সব কার্য দুর্বল ভালো মানুষের দ্বারা হবে না।

খ)

মায়েরা যে সব গুনের অধিকারিণী

২) প্রবাহতালিকা পূর্ণ করো।

লেখকের শিক্ষক জীবনের প্রবাহ তালিকা তৈরি করো।

৩) সত্য / মিথ্যা লেখো।

ক) লেখক পঞ্চাশ বছর যাবৎ শিক্ষকতার কাজ করিয়াছেন। - _____

খ) সমাজের নির্মম বিধানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ক্রোধ সর্বদা উদ্দীপ্ত থাকিত। - _____

গ) শান্তি কোনো জাতির চির সম্পত্তি নয়। - _____

৪) **কারণ লেখো।**

ক) লেখক ছাত্রদের চরিত্রের গুন এবং দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন...

খ) জগৎ হইতে শান্তি অপসৃত হচ্ছে...

৫) **নিম্নলিখিত শব্দের বিপরীত শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।**

ক) দোষ × _____ খ) কঠোর × _____

গ) অসমর্থ × _____ ঘ) অবনতি × _____

ঙ) সহজ × _____ চ) সবল × _____

৬) **নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।**

ক) রাগ - _____ খ) অশেষ - _____

গ) গৌরব - _____ ঘ) বিচিত্র - _____

ঙ) সংগ্রহ - _____ চ) বিনয়ী - _____

৭) **পদ পরিবর্তন করো।**

ক) দয়া - _____ খ) জাতি - _____

গ) ধৈর্য - _____ ঘ) হৃদয় - _____

ঙ) সংগ্রহ - _____ চ) সম্পদ - _____

ছ) লোপ - _____ জ) যুদ্ধ - _____

ঝ) অপসারণ - _____ ঞ) প্রবল - _____

ট) চরিত্র - _____ ঠ) বিঘ্ন - _____

৮) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) ছাত্রদের কার্যপরায়ণতা কোথায় দেখা গেছে?

খ) কার ক্রোধ ও মমতা একাধারে দেখতে পাওয়া যায়?

গ) শান্তি কীভাবে আহরণ করতে হয়?

ঘ) কাদের শক্তির আঘাতে বাধাবিঘ্ন শূন্যে মিশে যাবে?

৯) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) লেখক তার শিক্ষকতা জীবনের যে অনুভব বর্ণনা করেছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

খ) লেখক, ছাত্রদের সেবাকার্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা বর্ণনা করো।

গ) বিক্রমশীল পুরুষের দ্বারা কোন্ কোন্ কাজ সাধিত হবে তা লেখো।

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

'সব শিক্ষা বই থেকে পাওয়া যায় না; কিছু শিক্ষা জীবন থেকে অর্জন করে নিতে হয়।'- এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

সর্বদা মনে রেখো :

''সকলকে সম্মান করতে হয়। বাবা-মা শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অচেনা মানুষদেরও।''

- **আমি বুঝেছি :**

_____

_____

_____

_____

- **ভাষাবিন্দু :**

বাগধারা :

বাগধারা কাকে বলে ?

বাগধারা মানে হল 'কথার ধারা। পৃথিবীর সব ভাষাতেই এমন কতগুলো শব্দ আছে সেগুলো শুধু ব্যাকরণগত বা আভিধানিক অর্থ মাত্র প্রকাশ করেনা। এগুলোর অন্তর্নিহিত ভাব বা অর্থই প্রধান। এ সব শব্দ সমষ্টিকেই বাগধারা বলা হয়ে থাকে।

১. নিম্নলিখিত বাগধারাগুলির অর্থের সাথে জোড়া মেলাও এবং বাক্যে ব্যবহার করো।

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) অকূল পাথার	১) অসাধারণ কর্মকুশল
খ) অরণ্যে রোদন	২) প্রহার করা
গ) আঁতে ঘা	৩) ভীষণ বিপদ
ঘ) উত্তম-মধ্যম	৪) নিস্ফল আবেদন
ঙ) একাই একশ	৫) মনে কষ্ট

- **উপযোজিত লেখন :**

'ছাত্রজীবনের কর্তব্য' - বিষয়ে একটি নিবন্ধ নিজের ভাষায় লেখো।

১০. ছত্র-বিয়োগ

- কলিদাস রায়

কবি পরিচিতি

কলিদাস রায় : (জন্ম : ২২শে জুন ১৮৮৯; মৃত্যু : ২৫শে অক্টোবর ১৯৭৫) তিনি ছিলেন রবীন্দ্রানুসারী কবি, প্রাবন্ধিক ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা রবীন্দ্র ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে তিনি কাব্য চর্চা শুরু করেন। এর পরে কবিতা, ছোটগল্প, রম্য সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করেন তিনি ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সহশিক্ষক, শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক হিসাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কার্যরত ছিলেন। গ্রাম বাংলার রূপকলা অঙ্কনের প্রতি আগ্রহ, বৈষ্ণবপ্রানতা ও সামান্য তত্ত্বপ্রিয়তা ছিল তাঁর কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য তিনি আনন্দ পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ কুন্দ, কিশলয়, পর্ণপুট, ক্ষুদকুড়া প্রভুটি।

কবিতা প্রসঙ্গ

ছত্র-বিয়োগ কবিতাটি কলিদাস রায়ের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত একটি কবিতা। কবি এই কবিতার মাধ্যমে বিয়োগের ব্যাথাকে অতি হাস্য ও মর্মান্তিক ভাবে নিরুপন করেছেন। তিনি তাঁর হারানো ছাতাটিকে প্রাণের সাথী বলেছেন। প্রায় সারাক্ষণ তিনি ছাতাটি সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, সুখে দু:খে প্রতিটি ক্ষণে কাছে রাখতেন। আজ সেই ছাতাটি নেই তার শোকে কবি ব্যাকুল হয়ে তাঁর মনের কথাগুলি এই কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

বর্ষাসাথী আমার ছাতি আজকে তুমি নাই,
যাচ্ছে ফাটি বুকের ছাতি তোমার শোকে ভাই।
মাথার পরে বাদল ঝরে তার বেশি মোর চোখেই পড়ে
অশ্রুধারা তোমার তরে কোথায় তোমায় পাই?

চারটি টাকায় কিনেছিলাম তিনটি বছর আগে,
সঙ্গে ছিল বাঁকড়ো, বরমপুর, হাজারিবাগে।
নতুন ছিলে যখন তুমি বুলিয়েছিলাম গালে চুমি
আজো মধুর গন্ধ পরশ স্মৃতির পুটে জাগে।

থাকতে তুমি আমার কাঁধে, রইতে কাছে কাছে,
আজো জামার দাগটি বাঁটের মলিন হয়ে আছে।

তোমায় জীবনসঙ্গী ভেবে নিতাম সাথে বগল দেবে।
বসলে রেখে দিতাম কোলে হারাও ভেবে পাছে।

রৌদ্র পুড়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঁচিয়ে দিলে মাথা,
ওরে আমার দিলদরদী পথের সাথী ছাতা।
সেদিন যখন গ্রহের ফেরে পাগ্‌লা কুকুর আসলো তেড়ে,
তুমিই তখন মধ্যে পড়ে হ'লে আমার ত্রাতা।

এড়িয়ে যেতাম আড়াল দিয়ে যতেক তাগিদদারে,
ব্যাঙের ছাতা মাসিকগুলোর ডাকাত এডিটারে।
নেইকো তেমন আঙুলে বল, কাজেই লেমনেডের বোতল
তোমার ডগায় খুলে আমি খেইছি পথের ধারে।

খোকার ছিলে ঘোড়া, খোকা ছুটত তোমায় চড়ে।
খেলাপাতি পাতত খুকী তোমারে ঘর ক'রে।
লুকিয়ে নভেল টেবিল-তলে যে সব ছাত্র কৌতুহলে
পড়ত, তুমি ছত্র তাদের পড়তে পিঠে জোরে।

হয়ত নতুন লোকের কাছে সুখেই আছ নিজে,
হায় রে আমি পথে পথে মরছি ভিজে ভিজে।
মরছি হেঁচে মরছি কেসে জানছ না তো, মলিন বেশে
শালিক সমান কাঁপছে হেথায় তোমার মালিকটি যে।

হয়ত নেহাত দায়েই পড়ে গিয়েছে কেউ নিয়ে,
বেরোয় নাক ধরা পড়ার ভয়ে মাথায় দিয়ে।
হয়ত মাকড়শাদের জালে বন্দী হয়ে ঝুলছ চালে,
আরশোলারা ডিম পেড়েছে তোমার মাঝে গিয়ে।

নতুন মালিক হয়ত দালাল, নয়ত ভবঘুরে।
নয় উমেদার, সারাটি দিন মরছ ভিজে, পুড়ে।
কেমন আছ নতুন হাতে। সইবে ত ভাই তোমার ধাতে?
তোমার শোকে প্রাণের সাথী, পরান আমার ঝুরে।

শব্দার্থ

বাদল = বর্ষা
দিলদরদী = সহানুভূতিশীল
এডিটার = সম্পাদক
ছত্র = ছাতা
উমেদার = প্রত্যাশাকারী
পরশ = ছোঁয়া
ত্রাতা = রক্ষাকর্তা
নভেল = উপন্যাস
নেহাত = নিতান্ত
ধাত = মেজাজ, প্রকৃতি
ডগা = অগ্রভাগ
তাগিদদার = পাওনাদার
কৌতূহল = আগ্রহ
দায় = বিপদ

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

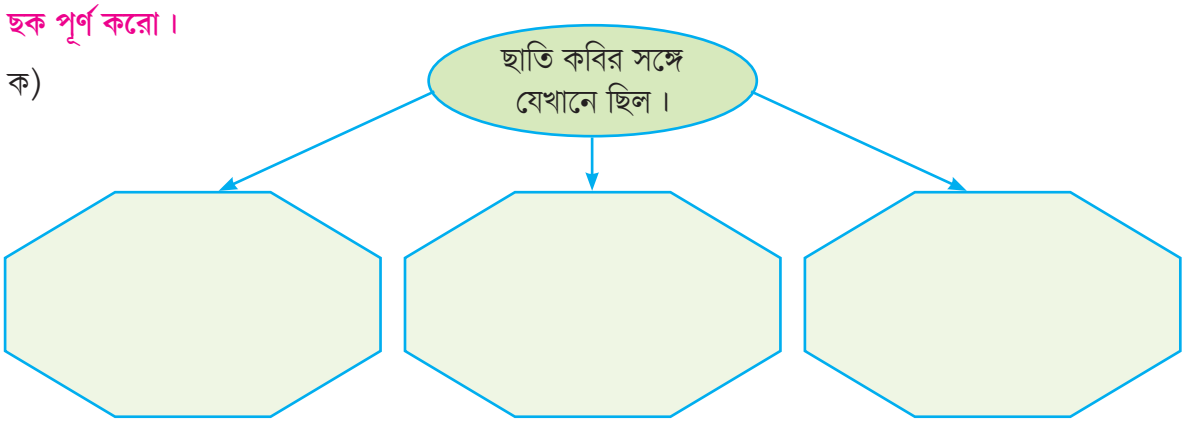

২) রিক্ত ছকে সঠিক শব্দ লেখো।

ক) যাচ্ছে ফাটি বুকের ছাতি তোমার _____ ভাই।

খ) আজো মধুর গন্ধ পরশ _____ পুটে জাগে।

গ) তুমিই তখন মধ্যে পড়ে হ'লে আমার _____ ।

ঘ) _____ ধরা পড়ার ভয়ে মাথায় দিয়ে।

৩) অপূর্ণ পংক্তি পূর্ণ করো।

ক) থাকতে তুমি _____ ,

_____ মলিন হয়ে আছে।

খ) _____ তাগিদদারে

ব্যাঙের _____ ।

৪) জোড়া মেলাও।

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) মাথার পরে	১) আঙুলে বল
খ) নেইকো তেমন	২) দিলদরদী
গ) পাতত খুকী	৩) বাদল ঝরে
ঘ) ওরে আমার	৪) খেলাপাতি

৫) কবিতা থেকে শব্দার্থ খুঁজে লেখো।

ক) সহচর - _____ খ) ঘ্রান - _____

গ) পাশ কাটিয়ে - _____ ঘ) ঘটক - _____

ঙ) শক্তি - _____ চ) উঠে - _____

৬) কবিতা থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো।

ক) পরে × _____ খ) নিতাম × _____

গ) শুকনো × _____ ঘ) মুক্ত × _____

চ) ছাড়া × _____ ছ) ভৃত্য × _____

৭) কবিতা থেকে অন্তমিল শব্দ খুঁজে লেখো।

ক) [ ] [ ]

খ) [ ] [ ]

গ) [ ] [ ]

ঘ) [ ] [ ]

৮) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) ছাতাটার দাম কত টাকা ছিল?

খ) জ্যৈষ্ঠ মাসে ছাতা কী করত?

গ) কবির সঙ্গে ছাতা কোথায় ছিল?

ঘ) সেদিন গ্রহের ফেরে কী হয়েছিল?

ঙ) কবি লেমনেডের বোতল কীভাবে খুলতেন?

৯) **এক দুই বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) ছত্র বিয়োগ কবিতায় আমার ছাতি এবং বুকের ছাতি এই দুই ছাতির মধ্যে পার্থক্য লেখো।

খ) নতুন মালিক হয়তো দালাল নয়তো ভবঘুরে নয়তো উমেদার বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

গ) 'এড়িয়ে যেতাম আড়াল দিয়ে যতেক তাগিদদারে- 'এই উক্তির মধ্যে ছাতার ভূমিকার কথা লেখো।'

১০) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

"আমাদের কোনো প্রিয় বস্তু হারানোর পর আমাদের দুঃখ হয়।"- এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

- **নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম - _____

খ) কবির নাম - _____

গ) তোমার পছন্দের যে কোনো দুটি পংক্তি - _____

ঘ) পংক্তি দুটি পছন্দ হওয়ার কারণ - _____

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা - _____

সর্বদা মনে রেখো :

"জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল অভিজ্ঞতা অর্জন।"

- **ভাষাবিন্দু :**

নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিশেষণের প্রকার অনুযায়ী তালিকার মধ্যে লেখো।

ভালো, সুন্দর, তরল, বেঁটে, ধনী, পাঁচটি কলম, প্রচুর, অল্প, অনেকটা, একমুঠো, বেশ, কয়েকটা প্রসন্ন, সুখী, শান্ত, লুপ্ত, সোজা

গুনবাচক	অবস্থাবাচক	সংখ্যা বাচক	পরিমান বাচক

- **উপযোজিত লেখন :**

'একটি ছাতার আত্মকথা' - এ বিষয়ে একটা রচনা লেখো।

বিদ্যার্থীদের প্রতি অশ্বত্থের লেখা একটি পত্র

- স্বাতী কান্হেগাওকর

লেখক পরিচিতি

স্বাতী কান্হেগাওকর : ১৩ ই জানুয়ারী ১৯৭০ সালে শেয়াড়া, তালুকা- কড়মুনুড়ী, জেলা- হিঙ্গোলী তে জন্ম গ্রহন করেন। পিতার নাম প্রভাকর রাও ও মাতা সুলোচনা। ইনি মারাঠী ও হিন্দি সাহিত্যে এম.এ. এবং এম. এড. ডিগ্রি প্রাপ্ত করেন। বিভিন্ন রচনা লিখে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন ও বিভিন্ন পূরস্কারে বিভূষিত হয়েছেন।

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য পত্র সাহিত্যের মধ্যেমে অশ্বত্থগাছের তথা আমাদের পরিবেশে গাছ কিভাবে মানুষের সাথী হয় তা বিদ্যার্থীদের কাছে তুলে ধরেছেন। বৃক্ষ আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে । নিত্য প্রয়োজনীয় কার্যে বৃক্ষ একান্তই অপরিহার্য। সেজন্য বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

মূল পাঠ :

আমার প্রিয় বিদ্যার্থী বন্ধু-বান্ধবী গণ, তোমরা কেমন আছো? ভালো তো! অনেকদিন থেকে তোমাদের সঙ্গে আমর কথপোকথনের ইচ্ছা হচ্ছে। তোমাদের আর কি, তোমরা তোমাদের পড়ায় ব্যস্ত। কোরনার সময়ে ''বিদ্যালয় বন্ধ কিন্তু শিক্ষা শুরু'' তোমাদের আনন্দ ই আনন্দ। বিদ্যালয় এখন তোমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে, আরও কত কি তোমাদের হাতে এসেছে এবং তোমরা আমাদের সম্পর্ককে ভুলে গেছো। পত্রের মাধ্যমে মনের অনুভূতি প্রকাশ করার আনন্দ আজ তোমরা জানোনা। আজকের দিনে তোমরা কেবল মোবাইলের মাধ্যমে দু একটি শব্দ দিয়ে একটি বার্তা (message) পাঠাও। কিন্তু তাতে কোন আনন্দ নেই। তাই আমার মন প্রসারিত করার জন্য আমার প্রিয় বিদ্যার্থী তোমাদের জন্য আমি কাগজ কলম হাতে তুলে নিয়েছি। আমি কে - এই প্রশ্ন তোমাদের মনে আসবে, কারণ তোমরা আমায় চেন না, আমি কিন্তু তোমাদের চিনি। তোমাদের সাথে পরিচয় করার জন্য আমি এই পত্র লেখার চেষ্টা করছি।

''আমি অশ্বত্থ'' বন্ধুগন আজও মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা যখন আমার সাথে সাথে বট কদম, আম, পাশাপাশি আত্মীয়ের মত দাঁড়িয়ে থাকতাম। তোমাদের বিদ্যালয় আমাদেরই ছায়ার নিচে বসত। আমাদের ছায়ায় তোমরা পড়াশুনা, খেলাধুলা করতে। আমরা তোমাদের বিশুদ্ধ হাওয়া দেওয়ার জন্য খেলাধূলা ও ছোটাছুটি করার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়তে না। কিন্তু আজ আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। আধুনিকতার নামে উন্নয়নে মগ্ন হয়ে বন উজাড় করে ফেলছে। 'সিমেন্টের জঙ্গল মানে বিকাস' - এই সমীকরণে আজ যন্ত্রযুগকে স্বীকার করে জঙ্গল, পশু, পাখি প্রভৃতীর অস্তিত্বকে ধবংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। বাঁচো এবং বাঁচতে দাও'' - এই আমাদের সংস্কৃতি, কিন্তু মানুষ বিকৃত অহংকারী হয়ে ''মারো এবং মরতে দাও'' এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছে। বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে কোরনার অতিমারীর

আক্রমনে মানুষের জীবন আজ বিপন্ন, কৃত্রিম অক্সিজেনের প্রয়োজন হচ্ছে। অক্সিজেনের অভাবে কত মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এটা খুবই দুঃখ জনক। কোরনা আসার আগে থেকেই ঋতু বদলের জন্য কোথাও অতিবৃষ্টি আবার কোথাও খরার প্রকোপ, পানীয় জলের জন্য দিন-রাত্রি ঘুরে বেড়ানো মানুষের জীবন যাত্রাকে ব্যহত করছে। ওজোন স্তর হ্রাস হওয়ার ফলে পৃথিবীর তাপ মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পরিবেশের ক্ষতির আশঙ্কা চিন্তাজনক হয়ে পড়ছে এ সবকিছুই কেবল তোমরা জঙ্গল ধবংস করছো তার কারণে। আমাদের বটদাদা অনেক প্রাচীন এবং পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় তাঁর অবদান অনেক বেশী। সেজন্য সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করে। বট, অশ্বত্থ, কদম, শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃহদাকায় বৃক্ষ ফল, ফুল, ঔষধ প্রভৃতি আমাদের দেবার জন্য প্রাচীন কাল থেকে পূজনীয়। মানুষের কল্যাণ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

আজ বিজ্ঞানের খুব অগ্রগতি হয়েছে, বিজ্ঞান এত উন্নত হয়েছে যে প্রতিটি অসুখ নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে। রোগকে কিভাবে জড় থেকে নির্মুলন করা যায় তা দেখা উচিত। ছাত্র বন্ধুরা সত্যি বলতে কি আমাদের পূর্বপুরুষরা দেখিয়েছে যে আর্য়ুবেদ কতটা সমৃদ্ধ। এখন এটা দেখো যে আমাদের বটদাদা আছে বলে মানুষের কত অসুখ ভালো করে দেয়। তাই বটকে 'অক্ষয় বট' বলা হয়। এই বৃক্ষ শাখা- প্রশাখা বিস্তার করে বিষাক্ত বায়ু শুদ্ধ করে। স্ত্রী জাতীর পক্ষে বটের প্রত্যেক অংশই উপকারী। বটের পাতা বাত, কফ, পিত্ত, পেট পরিস্কার প্রভৃতি প্রায় ৫০ রোগের আরোগ্য প্রদানের ক্ষমতা রাখে।

এক মহাকায় বটদাদা গ্রীষ্মকালে প্রায় দু'টন জলীয় বাষ্প বাতাসে ছাড়ে যা মেঘ তৈরী হতে সাহায্য করে। এমন কি বর্ষাকালে মেঘকে ধরে রেখে বৃষ্টিপাত ঘটাতেও সাহায্য করে।

বাচ্ছারা তোমরা ভাবছ আমি খুব কথা বলি, কিন্তু কি করব! আমরা যা চাই তা হল প্রকৃতির ধবংস যাতে কোন ভাবেই মানুষ নিজের হাতে না নেয়। এখনও সময় পেরিয়ে যায় নি। মানুষ যদি এখনও সুস্থ হয়ে নিজের স্বার্থকে দুরে সরিয়ে রাখে তবেই মানব জাতি বাঁচবে। এতদিন পরে তোমাদের কাছে পত্রের মাধ্যমে নিজের মনের কথা খুলে বলতে পেরে আজ আমি মুক্ত । আমার দুঃখ, মানে পরিবেশের দুঃখ তোমাদের সামনে কিছুটা তুলে ধরতে পেরেছি। তোমরা এই বিশ্বের নিয়তি, এই বসুন্ধরা তোমাদের মা। এই মাকে রক্ষা করা তাকে সর্বদা সুজলা সুফলা রাখা তোমাদের কর্তব্য।

প্রিয় শিক্ষার্থীগণ তোমরা অনেক বড় হও, জ্ঞানী হও, দীর্ঘজীবী হও। স্বার্থপরতার জন্য পরিবেশ নষ্ট কোরোনা, এটাই তোমাদের কাছে আমর একান্ত অনুরোধ এস আমরা সংকল্প করি।

''রক্ষা করব পরিবেশের
তবেই সার্থক হবে
আমাদের জীবন ধারনের।''

তোমাদের বিস্মরনীয়
'অশ্বত্থদাদা'

১. ক্ষমো অপরাধ

- লালন ফকির

কবি পরিচিতি

লালন ফকির : (জন্ম: ১৭ই অক্টোবর ১৭৭৪, মৃত্যু: ১৭ই অক্টোবর ১৮৯০ (আনুমানিক)) একটি মত অনুসারে, কবি নদিয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার চাপড়া ইউনিয়নের ভাড়ারা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাধব কর এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। অন্য মতে তাঁকে মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসেবে দেখানো হয়েছে। লালন ফকির ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে একজন আধ্যাত্মিক বাউল সাধক মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক এবং দার্শনিক। তিনি অসংখ্য গানের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন। এই সাধকের জন্মবৃত্তান্ত অনেকটাই রহস্যে ঢাকা। দেউড়িয়ার আখড়াতেই ১১৬ বছর বয়সে লালন ফকির দেহত্যাগ করেন।

কবিতা প্রসঙ্গ

কবি লালন তাঁর এই গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের নিকট সমস্ত মানবের প্রতিনিধি রূপে প্রার্থনা করেছেন। মানব যদি তার সাধন ভজন ছেড়ে কুপথে চলে যায়, ঈশ্বর যেন তাকে সুপথে নিয়ে আসেন। ঈশ্বর বিনা মানবের উদ্ধার সম্ভব নয়। তিনি মানবের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমার প্রচার করেছেন।

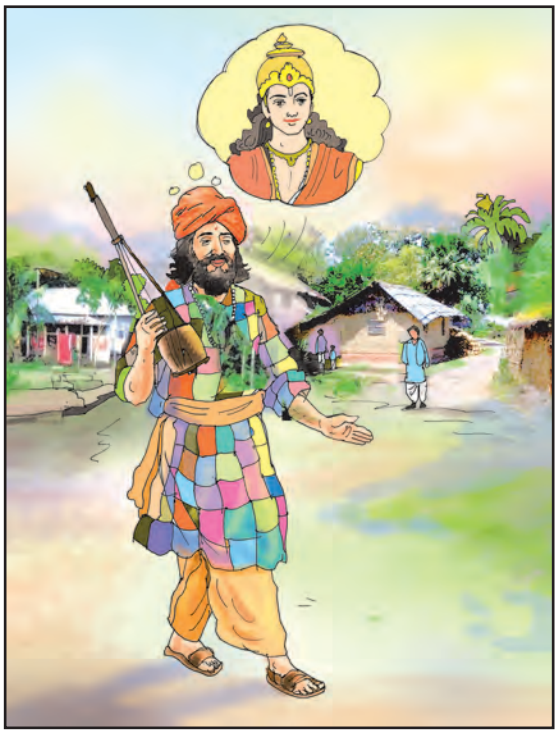

ক্ষমো অপরাধ ওহে দীননাথ
কেশে ধরে আমায় লাগাও কিনারে।
তুমি হেলায় যা পার তাই করতে পার
তোমা বিনে পাপীর তারণ কে করে।
শুনতে পাই পরম পিতা গো তুমি
অতি অবোধ বালক আমি।
যদি ভজন ভুলে কুপথে ভ্রমি
দেওনা কেনে সুপথ স্মরণ করে।
অথৈ তরঙ্গে আঁতকে মরি
কোথায় হে অপারের কাণ্ডারী ?
অধীন লালন বলে তরাও হে তরী
নামের মহিমা জানাও ভব সংসারে।

শব্দার্থ

দীননাথ = দীনবন্ধু দরিদ্রের আশ্রয় বা সহায়
তারণ = ত্রাণকারী, উদ্ধারকর্তা
মহিমা = মহত্ত্ব, গৌরব, মাহাত্ম্য
কাণ্ডারী = কর্ণধার, যে নৌকাদির হাল ধরে গতি নিয়ন্ত্রণ করে।
তরণী = নৌকা
ভ্রমি = ভ্রমণ করি

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

কবি ঈশ্বরকে যে যে নামে ডেকেছেন।

২) শূণ্য স্থান পূরণ করো।

ক) ক্ষমো অপরাধ ওহে _____।

খ) তুমি _____ যা পার তাই করতে পার।

গ) অতি অবোধ _____ আমি।

ঘ) কোথায় হে _____ কাণ্ডারী ।

ঙ) _____ মহিমা জানাও ভব সংসারে।

৩) কবিতা থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো।

ক) নিরপরাধ × _____ খ) বাঁচি × _____

গ) পুণ্য × _____ ঘ) বিস্মরণ × _____

ঙ) কুপথে × _____ চ) সুবোধ × _____

৪) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) অপরাধ কে ক্ষমা করবে ?

খ) কবি ভজন ভুলে কোথায় ভ্রমণ করছে ?

গ) কাকে তরী তরাতে বলছে ?

ঘ) নামের মহিমা কোথায় জানাবে ?

ঙ) কোথায় আঁতকে মরার কথা বলা হয়েছে ?

৫) ব্যক্তিগত প্রশ্ন :

"আমাদের কখনই কুপথে চলা উচিৎ নয়"- এ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

- **নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম - _____

খ) কবির নাম - _____

গ) কবিতাটি থেকে তোমার পছন্দের যে কোন দুটি পংক্তি - _____

ঘ) পংক্তি দু'টি পছন্দ হওয়ার কারণ - _____

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা - _____

সর্বদা মনে রেখো :

"ভবে মানুষ, গুরু নিষ্ঠা যার সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার।"

- **ভাষাবিন্দু :**

ক) কবিতাটি থেকে যে কোন চারটি বিশেষ্য পদ লেখো।

খ) অশুদ্ধ শব্দ শুদ্ধ করে লেখো।

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
১) দিননাথ		২) তারণ	
৩) শুপথ		৪) ললন	

- **উপযোজিত লেখন :**

পত্রলেখন -

বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস নেই, এজন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট ছাত্রাবাস তৈরী করার জন্য একটি আবেদন পত্র লেখো।

২. রামের সুমতি

- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : (জন্ম: ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬; মৃত্যু: ১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৮) লেখক হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। বাবার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম ভূবনমোহিনী দেবী। তিনি একজন লেখক, উপন্যাসকার, ছোটগল্প রচনাকার। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল রামের সুমতি, শ্রীকান্ত, পল্লীসমাজ, দেবদাস, বড়দিদি, প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুরস্কার হল 'জগত্তারিণী পদক'। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক।

পাঠ প্রসঙ্গ

লেখক এই গল্পটির মধ্যে রামলাল নামক এক কিশোরের চরিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মাতৃহারা এই কিশোর শিশুকাল হতেই বৌদিকে মায়ের আসনে বসিয়েছে। তাই তার যত দাপট আবদার সেখানে। সেই বৌদি অসুস্থ হলে ডাক্তারকে ডাকতে যাওয়ায় তার না আসা এটা কিশোর দুরন্ত রামলাল কিছুতেই সহ্য করতে পারল না। লেখক এখানে রামলালের দৃঢ় চরিত্রের রূপটি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রামলালের বয়স কম ছিল। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে কখন কোন দিক দিয়া কিভাবে দেখা দিবে সে কথা কাহারও অনুমান করিবার যো ছিল না। তাহার বৈমাত্র বড় ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত প্রকৃতির লোক বলা চলে না। কিন্তু সে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড করিত না। গ্রামের জমিদারী কাছারীতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমিজমার তদারকি করিত। তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। পুকুর, বাগান, ধান জমি, দু-দশ বাগদী প্রজা এবং কিছু নগদ টাকাও ছিল। শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন- সে আজ তের বছর আগের কথা- সে বছরে রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বছরের শিশু রাম এবং এই সমস্ত সংসারটা তাঁহার তের বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।

এ বৎসর চারিদিকে অত্যন্ত জ্বর হইতেছিল। নারায়ণীও জ্বরে পড়িলেন। তিন চারিটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র খানিকটা পাশকরা ডাক্তার নীলমণি সরকারের এক টাকা ভিজিট দুই টাকায় চড়িয়া গেল এবং তাহার কুইনাইনের পুরিয়া, এ্যারারুট ময়দা সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল। সাতদিন কাটিয়া গেল। নারায়ণীর জ্বর ছাড়ে না। শ্যামলাল চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

বাড়ীর দাসী নৃত্যকালী ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ তাঁকে ভিন গাঁয়ে যেতে হবে - সেখানে চার টাকা ভিজিট- আসতে পারবেন না।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমিও না

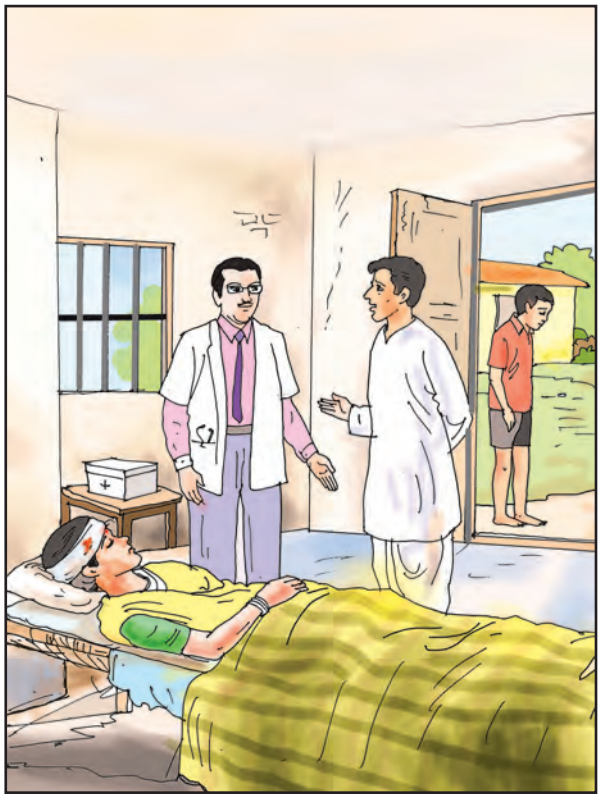

হয় চার টাকাই দেব, টাকা আগে না প্রাণ আগে ? যা তুই চামারটাকে ডেকে আনগে।

নারায়ণী ঘরের ভিতর হইতে সে কথা শুনিতে পাইয়া ক্ষীণ স্বরে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো কেন তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ? ডাক্তার না হয় কালই আসবে, একদিনে আর কি ক্ষতি হবে?

রামলাল উঠানের একধারে পেয়ারা তলায় বসিয়া পাখির খাঁচা তৈরী করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া বলিল, তুমি থাক নিত্য, আমি যাচ্ছি।

দেবরটির সাড়া পাইয়া উদ্বেগে নারায়ণী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ওগো, রামকে মানা কর, ও রাম মাথা খাস আমার যাস নে- লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ছি দাদা ঝগড়া করতে নেই।

রাম কর্ণপাত করিল না- বাহির হইয়া গেল। পাঁচ বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র তখনও কাঠিগুলো ধরিয়া বসিয়াছিল, কহিল খাঁচা বুনবে না কাকা?

বুনব অখন, বলিয়া রাম চলিয়া গেল।

নারায়ণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, কেন তুমি ওকে যেতে দিলে? দেখ কি কাণ্ড বা করে আসে? শ্যামলাল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, রাগিয়া বলিলেন, আমি কি করব? তোমার মানা শুনলে না, আমার মানা শুনবে?

হাত ধরলে না কেন? ও হতভাগার জন্যে যদি আমার একদণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে? নেত্যলক্ষ্মী মা আমার দাঁড়িয়ে থাকিস নে- ভোলাকে পাঠিয়ে দে গে- বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনুক - সে হয়ত এখনও গরু নিয়ে মাঠে যায়নি।

নৃত্যকালী ভোলার সন্ধানে গেল। রাম নীলমণি ডাক্তারের বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ডাক্তার তখন ডিসপেনসারিতে, অর্থাৎ একটা ভাঙ্গা আলমারীর সামনে একটা ভাঙ্গা টেবিলে বসিয়া নিক্তি হাতে ওষুধ ওজন করিতেছিলেন। চারি পাঁচ জন রোগী হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছিলা। ডাক্তার আড়চোখে চাহিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

রাম মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদির জ্বর সারে না কেন?

ডাক্তার নিক্তিতে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, আমি কি করিব - ওষুধ দিচ্ছি!

ছাই দিচ্ছ ! পচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভাল হয়? কথা শুনিয়া নীলমণি ওজন নিক্তি সব ভুলিয়া চোখ রাঙা করিয়া বাকশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এতবড় শক্ত কথা মুখে আনিবার স্পর্ধা যে সংসারে কোন মানুষের থাকিতে পারে, তিনি তাহা জানিতেন না।

ক্ষণেক পরে গর্জিয়া উঠিলেন, পচা ময়দার গুঁড়ো তবে নিতে আসিস কেন রে? তোর দাদা পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায় কেন রে?

রাম বলিল, এদিকে ডাক্তার নেই, তাই ডাকতে পাঠায় থাকলে পাঠাত না। লোকগুলি স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, তাহাদিগের পানে চাহিয়া দেখিয়া সে পুনর্বার বলিল, তুমি ইতর, বামুনের মান মর্যাদা- জান না, তাই বলে ফেললে পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায়। দাদা কারো পায়ে ধরে না। আসবার সময় বৌদিদি মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেছে নইলে দাঁতগুলো তোমার সদ্যই ভেঙে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোন ভাল ওষুধ নিয়ে এখনি এস। দেরি করো না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সামনে কলমের আমবাগান করেছ, বেশি বড় হয়নি তো- ও কুড়ুলের এক এক ঘায়েই কাত হবে। ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাকবে না। কাল এসে শিশি বোতলগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে যাবো। বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার নিক্তি ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বৃদ্ধ তখন সাহস করিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, আর বিলম্ব করে না। ভাল ওষুধ লুকানো টুকানো যা আছে, তা নিয়ে যাও। ও রাম ঠাকুর যা বলে গেছে তা ফলাবে তবে ছাড়বে।

ডাক্তার নিক্তি রাখিয়া বলিলেন, আমি থানার দারোগার কাছে যাবো। তোমরা সব সাক্ষী।

যে বৃদ্ধ পরামর্শ দিতেছিল, সে বলিল, সাক্ষী। সাক্ষী কে দেবে বাবু। আমার তো কুইনাইন খেয়ে কান ভোঁ ভোঁ করতেছে- রাম ঠাকুর কি যে বলে গেল তা শুনতেও পেলুম না। আর দারোগা করবে কি বাবু? ও দেবতাটি দেখতে ছোট কিন্তু ওনার ছোকরার দলটি ছোট নয়। ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারলে থানার লোক দেখতে আসবে না, দারোগাবাবু এক আঁটি খড় দিয়ে উপকার করবে না। ও সব আমরা পারব না - ওনাকে সবাই ডরায়। তার চেয়ে যা বলে গেছে তাই করগে। একবার হাতটা দেখ দেখি আপনি - আজ দুখানা রুটি খাব না কি?

ডাক্তার অন্তরে পুড়িতেছিল। বুড়ার হাত দেখিবার প্রস্তাবে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন- সাক্ষী দিবি নে তো তবে দূর হ এখান থেকে। আমি কারুর হাত দেখতে পারবো না- মরে গেলেও কাউকে ওষুধ দেব না- দেখি, তোদের কি গতি হয়?

বৃদ্ধ লাঠিটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িল- দোষ কারো নয় ডাক্তারবাবু, উনি বড় শয়তান। ঠাকুরকে খবরটা একবার দিয়েও যেতে হবে, না হলে হয়ত বা মনে করবে থানায় যাবার মতলব আমরা দিয়েছি। বিঘেটাক বেগুনচারা লাগিয়েছি- বেশ ডাগরও হয়ে উঠেছে- হয়ত আজ রাত্তিরেই সমস্ত উপড়ে রেখে যাবে। ছোঁড়াগুলো তো রাত্রে ঘুমায় না । বাবু থানায় না হয় আর একদিন যেয়ো আজ এক শিশি ওষুধ দিয়ে ওনাকে ঠাণ্ডা করে এসো।

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, আর যাহারা ছিল, তাহারাও সরিয়া পড়িতে লাগিল। নীলমনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মানবজীবনের শেষ অভিজ্ঞতা - সংসারের সর্বোত্তম জ্ঞানের বাক্যটি আবৃত্তি করিয়া উঠিয়া বাড়ির ভিতরে গেলেন, দুনিয়ায় কারও ভালো করতে নেই।

নারায়ণী বাহিরের দিকে জানলায় চোখ রাখিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, রাম বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, গোবিন্দ খাঁচা ধরবি আয়।

নারায়ণী ডাকিলেন, ও রাম, এদিকে আয়। রাম কঞ্চির মধ্যে সাবধানে কাঠি পরাইতে পরাইতে বলিল, এখন না, কাজ কচ্চি।

নারায়ণী ধমক দিয়া বলিলেন, আয় বলচি শিগগির।

রাম কাঠিগুলো নামাইয়া রাখিয়া বৌদির ঘরে গিয়া তক্তাপোশের একধারে পায়ের কাছে বসিল।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তারের সাথে তোর দেখা হল?

হ্যাঁ!

কি বললি তাঁকে?

আসতে বললুম।

নারায়ণী বিশ্বাস করিলেন না, শুধু আসতে বললি- আর কিছু বলিস নি?

রাম চুপ করিয়া রহিল।

নারায়ণী বলিলেন, বল না কি বলেছিস তাঁকে?

বলব না।

নৃত্যকালী ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল ডাক্তারবাবু আসছেন। নারায়ণী মোটা চাদরটা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রাম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। অনতিকাল পরেই ডাক্তার লইয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার কর্তব্যসম্পন্ন করিয়া পরিশেষে নারায়ণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৌমা, জ্বর সারা না সারা কি ডাক্তারের হাত, তোমার দেওয়রটি তো আমাকে দুটি দিনের সময় দিয়েছে, এর মধ্যে সারে ভালো, না সারে ত আমার ঘরে দোরে আগুন ধরিয়ে দেবে।

নারায়ণী লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, ওর এইরকমই কথা, আপনি ভয় করবেন না।

ডাক্তার বলিলেন, লোকে বলে ওর একটি দল আছে, তাদের যে কথা, সেই কাজ। তাতেই বড় শঙ্কা হয় মা। আমরা ওষুধ দিতে পারি প্রাণ দিতে পারি নে।

নারায়ণী একটু চুপ করিয়া বলিলেন, ও ছোঁড়া একদিন জেলে যাবে তা জানি, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়, তাই ভাবি।

আজ নীলমনি শোবার ঘরের সিন্দুক খুলিয়া আসল কুইনাইন এবং টাটকা ওষুধ আনিয়াছিলেন, তাহারই ব্যবস্থা রাখিয়া ফিরিবার সময় শ্যামলাল চার টাকা ভিজিট দিতে গেলে তিনি জিভ কাটিয়া বলিলেন, সর্বনাশ। আমার ভিজিট তো এক টাকা। তার বেশি আমি কোনমতেই নিতে পারবো না- ও অভ্যাস আমার নেই। শ্যামবাবু, টাকা দু'দিনের, কিন্তু ধর্মটা যে চিরদিনের।

দুদিন পূর্বেই এখানেই এক টাকার অধিক আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, আজ সে কথাও তিনি বিস্মৃত হইলেন, কিন্তু শ্যামলাল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। যাহা হউক নারায়ণী আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। এবং সংসার আবার পূর্বের মতই চলিতে লাগিল।

শব্দার্থ

সুমতি = শুভবুদ্ধি
গুরুদণ্ড = কড়া শাস্তি, কঠিনশাস্তি
করাঘাত = হাত দিয়া আঘাত
কুইনাইন = একপ্রকার ঔষধ
বৈমাত্রেয় = সৎমায়ের গর্ভজাত
স্বচ্ছল = অবস্থাপন্ন
স্পর্ধা = দুঃসাহস
লঘু = ছোট
ভিজিট্ = দর্শনী
সাক্ষী = প্রমাণ

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

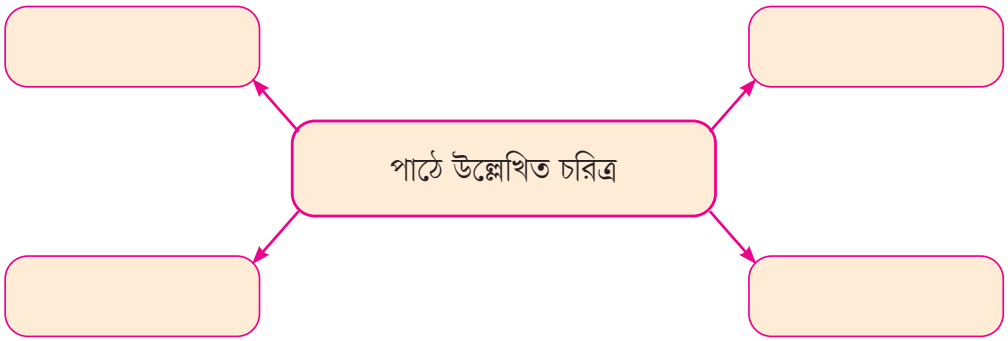

খ)

২) সত্য / মিথ্যা লেখো।

ক) রামলালের বয়স অনেক বেশি ছিল। - _____

খ) রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়েছিল। - _____

গ) নারায়ণী জ্বরে পড়েছিল। - _____

ঘ) শ্যামলাল ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিল। - _____

ঙ) বাড়ীর দাসীর নাম ছিল গীতা - _____

৩) কারণ লেখো।

ক) রাম ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিল।

খ) নারায়ণী লজ্জায় সরে গিয়ে বললেন ওর এইরকমই কথা।

গ) শ্যামলালের বাড়ী ডাক্তারবাবু এসেছিলেন।

ঘ) ভাক্তারের ভিজিট বেড়ে দুঁটাকা হয়েছিল ?

৪) পাঠ থেকে বিপরীত শব্দগুলি বেছে নিয়ে লেখো।

ক) অনভ্যাস × _____ খ) অনুপস্থিত × _____

গ) অসম্মান × _____ ঘ) গড়া × _____

ঙ) গুরু × _____ চ) অসুন্দর × _____

৫) শব্দার্থ লিখে বাক্যে ব্যবহার করো।

ক) শঙ্কা - _____

খ) সম্পন্ন - _____

গ) স্পর্ধা - _____

ঘ) বিস্মৃত - _____

ঙ) বৃদ্ধ - _____

৮) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) রামলালকে কে ভয় পেত ?

খ) নারায়ণীর কী হয়েছিল ?

গ) রাম কী তৈরি করছিল ?

ঘ) রাম কী কাজ করছিল ?

ঙ) রামের কাজে কে সাহায্য করছিল ?

৭) সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক) রাম ডাক্তারকে কীভাবে ডেকে আনল ?

খ) বৃদ্ধ লোকটা ডাক্তারবাবুকে কী পরামর্শ দিয়েছিল ?

গ) শ্যামলাল ডাক্তারবাবুকে চার টাকা ভিজিট দিতে গেলে ভাক্তারবাবু যা উত্তর দিয়েছিল তা লেখো।

৮) ব্যক্তিগত প্রশ্ন :

'মাতা-পিতা, গুরুজন, পরিচিত ও অপরিচিত সকলেই সম্মানীয়' - এই মন্তব্য সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

সর্বদা মনে রেখো :

''ভদ্রতা, নম্রতা ও শালীনতা মানব জীবনের মহৎ গুণ।''

- **আমি বুঝেছি :**

_____

_____

- **উপযোজিত লেখন :**

'অনুশাসন এবং ছাত্রজীবন' - এই বিষয়ে একটি নিবন্ধ লেখো।

৩. ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের ভাষণ

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : (জন্ম ২৬শে জুন ১৮৩৮; মৃত্যু: ৮ই এপ্রিল ১৮৯৪) পশ্চিম বঙ্গের নৈহাটীর কাঁঠাল পাড়া গ্রামে। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা দুর্গাসুন্দরী দেবী । বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে তাঁর অসীম অবদানের জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি হল – লোকরহস্য, বিজ্ঞান রহস্য, কমলাকান্ত, সাম্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত প্রভৃতি।

পাঠ প্রসঙ্গ

ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের ভাষণ প্রবন্ধটি তাঁর লোকরহস্য গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ থেকে সংকলন করা হয়েছে। মুদ্রা বা অর্থই যে আমাদের সমাজের পরিচালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর প্রতাপে যে আমাদের সমাজের বিষাক্ত, মানবিক মূল্যবোধ বিধ্বস্ত, মানুষের চরিত্র ব্যাঘ্রাপেক্ষা স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ও হিংস্র হয়ে পড়েছে ব্যঙ্গের চাবুকে লেখক তা উদ্ঘাটিত করেছেন এই গল্পে।

বৃহল্লাঙ্গুল (কহিলেন) - ‘‘মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতাবিশেষ। যদি আপনাদিগের কৌতূহল থাকে, তবে আমি সবিশেষ সেই মহাদেবীর গুণকীর্তন করি। মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইঁহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইঁহার প্রতিমা নির্মিত হয়। লৌহ, টিন এবং কাষ্ঠ ইঁহার মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম প্রভৃতিতে ইঁহার সিংহাসন রচিত হয়। মনুষ্যগণ রাত্রিদিন ইঁহার ধ্যান করে, এবং কিসে ইঁহার দর্শনপ্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাড়িতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই বাড়িতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে - এমনই ভক্তি, কিছুতেই সেই বাড়ি ছাড়ে না - মারিলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনুষ্যেরা সর্বদাই তাঁহার নিকট যুক্ত করে স্তবস্তুতি করিতে থাকে। যদি মুদ্রাদেবীর অধিকারী একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করে, তাহা হইলে তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন।

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রীই নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্মই নাই যে, এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে, ইঁহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ প্রতিপন্ন হইতে পারে; যাহার ঘরে ইনি নাই তাহার গুণ কি? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্যসমাজে মুদ্রামহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই

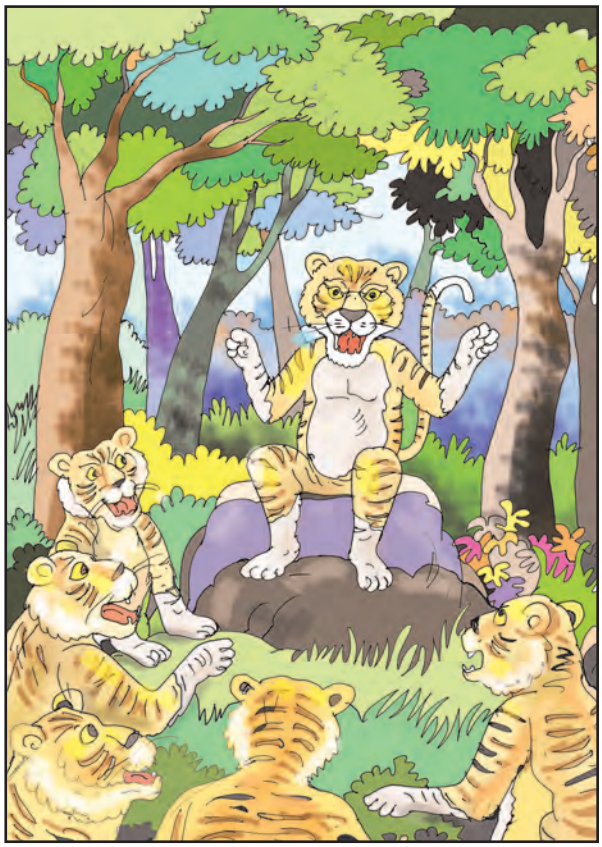

ধার্মিক বলে- মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান্ হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও মনুষ্যশাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়। আমরা যদি ''বড় বাঘ'' বলি, তবে অমিতোদর, মহাদংষ্ট্রাপ্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্র-গণকে বুঝাইবে। কিন্তু মনুষ্যালয়ে ''বড় মানুষ'' বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না- আট হাত না দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাহাকেই ''বড় মানুষ'' বলে। যাহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে ''ছোট লোক'' বলে।

মুদ্রাদেবীর এইরূপ নানাবিধ গুনগান শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, মনুষ্যালয় হইতে ইঁহাকে আনিয়া ব্যাঘ্রালয়ে স্থাপন করিব। কিন্তু পশ্চাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম। শুনিলাম যে, মুদ্রাই মনুষ্যজাতির যত অনিষ্টের মূল। ব্যাঘ্রাদি প্রধান পশুরা কখনও স্বজাতির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মুদ্রাপূজাই ইহার কারণ। মুদ্রার লোভে, সকল মনুষ্যেই পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টায় রত। প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, মনুষ্যেরা সহস্রে সহস্রে প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরকে হনন করে। মুদ্রাই তাহার কারণ। মুদ্রাদেবীর উত্তেজনায় সর্বদাই মনুষ্যেরা পরস্পরে হত, আহত, পীড়িত, অবরুদ্ধ, অপমানিত, তিরস্কৃত করে। মনুষ্যলোকে বোধহয়, এমত অনিষ্টই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহপ্রেরিত নহে। ইহা আমি জানিতে পারিয়া, মুদ্রাদেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া তাঁহার পূজার অভিলাষ ত্যাগ করিলাম। কিন্তু মনুষ্যেরা ইহা বুঝে না। অতএব তাহারা অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।... অদ্য এইখানে সমাধা করিলাম। ভবিষ্যতে যদি অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব।''

এইরূপে বক্তৃতা সমাধা করিয়া পণ্ডিতপ্রবর ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল, বিপুললাঙ্গুল চট্‌চটারবমধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন দীর্ঘনখ নামে এক সুশিক্ষিত যুবা ব্যাঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া, হাউমাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন।

দীর্ঘনখ মহাশয় গর্জনান্তে বলিলেন, ''হে ভদ্র ব্যাঘ্রগণ। আমি অদ্য বক্তার সদ্বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করি। কিন্তু ইহা বলাও কর্তব্য যে, বক্তৃতাটি নিতান্ত মন্দ; মিথ্যাকথাপরিপূর্ণ, এবং বক্তা অতি গণ্ডমূর্খ।''

অমিতোদর! - ''আপনি শান্ত হউন। সভ্যজাতীয়েরা অতি স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন।''

দীর্ঘনখ।- ''যে আজ্ঞা! বক্তা অতি সত্যবাদী, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে

অধিকাংশ কথা অপ্রকৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়। তিনি অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু আমরা যাহা পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তবে বক্তৃতার সকল কথায় সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি না। যথা, মুদ্রাকে বক্তা মনুষ্যপূজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা দেবতা নহে। মুদ্রা একপ্রকার বিষচক্র। মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিষপ্রিয় : এই জন্য সচরাচর মুদ্রা সংগ্রহজন্য যত্নবান। মনুষ্যগণকে মুদ্রাভক্ত জানিয়া আমি পুর্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, ''না জানি, মুদ্রা কেমনই উপাদেয় সামগ্রী; আমাকে একদিন খাইয়া দেখিতে হইবে।'' একদা বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটি মনুষ্যকে হত করিয়া ভোজন করিবার সময়ে, তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটা মুদ্রা পাইলাম। পাইবামাত্র উদরসাৎ করিলাম। পরদিবস উদরের পীড়া উপস্থিত হইল। সুতরাং মুদ্রা যে একপ্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কি?''

শব্দার্থ

বৃহল্লাঙ্গুল = বৃহৎ লেজ বিশিষ্ট
মহাদংষ্ট্রা = বড়ো দাঁত বিশিষ্ট
স্বর্ণ = সোনা
উপবিষ্ট = যে বসে আছে এমন
গাত্রোত্থান = উঠে দাঁড়ানো
প্রচ্ছন্ন ভাবে = গোপনে
অমিতোদর = বড়ো পেট যার
স্তবস্তুতি = মহিমা কীর্ত্তন
অনিষ্ট = ক্ষতি
বিদ্বান = পণ্ডিত, সুশিক্ষিত
গণ্ডমূর্খ = নির্বোধ ব্যক্তি
উদরসাৎ = ভক্ষণ
মুদ্রা = টাকা পয়সা
অভিলাষ = ইচ্ছা
কাষ্ঠ = কাঠ
উপাদেয় = সুস্বাদু
সদ্বক্তৃতা = বাকপটুতা

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

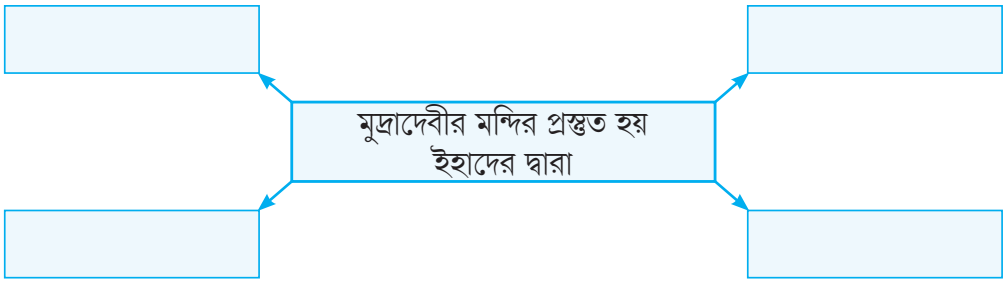

খ)

২) সত্য / মিথ্যা লেখো।

ক) মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতা বিশেষ। - _____

খ) মুদ্রা দেবতা জাগ্রত নয়। - _____

গ) মনুষ্য সমাজে মুদ্রা মহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্মিক বলে। - _____

ঘ) সভ্য জাতীরা অতি স্পষ্ট করিয়া গালি দেয়। - _____

ঙ) মনুষ্যরা অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। - _____

৩) জোড়া মেলাও।

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) এই দেবীর পুরোহিত	১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ) ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের ভাষণ	২) গণ্ডমূর্খ
গ) দেবতাও বড়	৩) মনুষ্য মধ্যে প্রধান
ঘ) বক্তা অতি	৪) স্থাপন করিব
ঙ) ব্যাঘ্রালয়ে	৫) জাগ্রত

৪) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত শব্দ পাঠ থেকে বেছে নিয়ে লেখো।

ক) ধর্ম × _____ খ) নির্দোষ × _____

গ) অকৃতজ্ঞ × _____ ঘ) অভদ্র × _____

ঙ) মূর্খ × _____

৫) নিম্নলিখিত শব্দগুলির শব্দার্থ পাঠ থেকে বেছে নিয়ে লেখো।

ক) টাকা পয়সা - _____ খ) উঠে দাঁড়ানো - _____

গ) ইচ্ছা - _____ ঘ) ভক্ষণ - _____

৬) পদ পরিবর্তন করো।

মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন	মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন
ক) পীড়া		খ) বিষ	
গ) পূজ্য		ঘ) স্বর্ণ	
ঙ) বাস্তবিক		চ) মানুষ	

৭) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) ছোটলোক বলতে মানুষ কী মনে করে ?

খ) কাকে মূর্খ বলে মনে করা হয় ?

গ) মুদ্রাহীনতাকে কি বলে ?

ঘ) মানুষ পরস্পরে হানাহানি করে কেন ?

ঙ) মনুষ্যপূজিত দেবতা কী ?

৮) **কারণ লেখো।**

ক) মুদ্রা দেবতা বড় জাগ্রত।

খ) মনুষ্যেরা সর্বদা আত্মজাতির হিংসা করে।

গ) মনুষ্যেরা মুদ্রা সংগ্রহের জন্য যত্নবান।

ঘ) মনুষ্য সমাজে পাঁচ হাত লম্বা ব্যক্তিকেও ছোটলোক বলা হয়।

৯) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) সাকারার প্রতিমার মন্দির ও সিংহাসন কিভাবে নির্মিত হয় ?

খ) মনুষ্য বড় মানুষ বলতে কাকে বোঝে ?

গ) 'মুদ্রা একপ্রকার বিষ' - তা কিভাবে উপলব্ধি করতে পারল সবিস্তারে লেখো।

১০) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

'সাম্যতার ভিত্তিতে সমাজ নির্মাণ হওয়া উচিৎ' - এই বিষয়ে তোমার অভিমত লেখো।

সর্বদা মনে রেখো :

''টাকা মাটি, মাটি টাকা।''

- **আমি বুঝেছি :**

- **ভাষাবিন্দু :**

ক) **লিঙ্গ পরিবর্তন করো।**

মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন	মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন
১. দেবী		২. মহাশয়	
৩. বাঘ		৪. শিক্ষক	

খ) **সন্ধি বিচ্ছেদ করো।**

মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ	মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ
১. তন্মধ্যে		২. গর্জনান্তে	
৩. বিদ্বান		৪. গাত্রোত্থান	
৫. শাস্ত্রানুসারে		৬. সদ্বক্তৃতা	

গ) **বাক্য সংকোচন করো।**

১. অনুতে (পশ্চাতে) জন্মেছে যে - _____

২. অহংকার নেই যার - _____

৩. যা বলার যোগ্য নয় - _____

৪. অতি দীর্ঘ নয় যা - _____

৫. যে নারীর উপমা নেই - _____

ঘ) **বাগধারার সাহায্যে বাক্য রচনা করো।**

১. মগের মুলুক - _____

২. চোখ টেপা - _____

৩. অকাল কুষ্মান্ড - _____

৪. অর্ধচন্দ্রদান - _____

৫. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট - _____

- **উপযোজিত লেখন :**

চিড়িয়াখানা ভ্রমণে গিয়েছিলে তার একটি মনোরঞ্জনাত্মক বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধু / বান্ধবীকে পত্র লেখো।

৪. রানার

- সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য : (জন্ম ১৫ই আগস্ট ১৯২৬; মৃত্যু: ১৩ই মে ১৯৪৭) তাঁর পিতার নাম নিবারনচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মা ছিলেন সুনীতি দেবী।

সুকান্তের বাল্যবন্ধু ছিলেন অরুণাচল বসু। কবির সমগ্রতে লেখা সুকান্তের চিঠিগুলির বেশিরভাগই অরুণাচল বসুকে লেখা। কবির জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছিল কলকাতার বেলেঘাটার ৩৪ হরমোহন ঘোষের বাড়িতে। ১৯৪১ সালে কবি কলকাতা রেডিওর গল্পদাদুর আসরে যোগদান করেন। আট-নয় বছর বয়স থেকেই কবি লিখতে শুরু করেন। স্কুলের হাতে লেখা পত্রিকা 'সঞ্চয়ে' একটি ছোট্ট হাসির গল্প লিখে আত্মপ্রকাশ করেন। কবির রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছাড়পত্র, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া, অভিযান, ঘুম নেই, হরতাল, ইত্যাদি।

কবিতা প্রসঙ্গ

আলোচ্য কবিতায় কবি একজন দরিদ্র ডাকহরকরার বাস্তবিক জীবন চিত্রণ করেছেন। রাতের অন্ধকারে দস্যু, বন্য প্রাণী ইত্যাদির ভয়েও সে কিছুমাত্র ভীত না হয়ে ছুটে চলেছে তার গন্তব্য স্থানের দিকে। কবিতায় কবি সমাজকে এই প্রশ্ন করেছেন যে এই রানারের মতো শ্রমজীবীরা কোনদিন কি তাদের উচিৎ মূল্য পাবে?

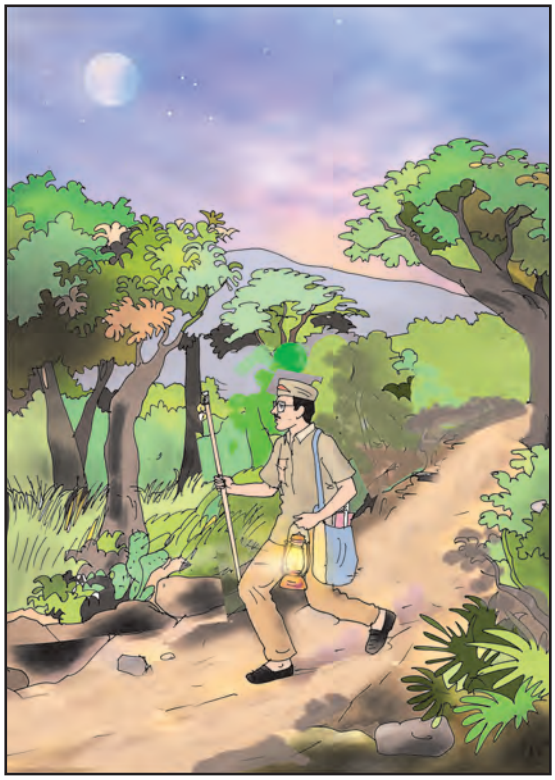

রানার ছুটেছে, তাই ঝুমঝুম্ ঘন্টা বাজছে রাতে,
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে।
রানার চলেছে, রানার !
রাত্রির পথে পথে চলে - কোনো নিষেধ জানে না মানার,
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার-
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।

রানার ! রানার !
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে -
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে;
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয়-হয়;

আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ - বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ।
অবাক রাতের তারারা আকাশে মিট্‌মিট্‌ করে চায় ;
কেমন করে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায়।
কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে -
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে;
হাতে লন্ঠন করে ঠন্‌ঠন্‌ জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ, রানার, এখনো রাতের কালো।

রানার ! রানার !
এ বোঝা টানার
দিন কবে শেষ হবে ?
রাত শেষ হয়ে, সূর্য উঠবে কবে ?
ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া।
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।

রানার ! রানার ! কী হবে এ বোঝা বয়ে,
কী হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ?
রানার ! রানার ! ভোর তো হয়েছে- আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল ?
রানার ! গ্রামের রানার !
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ ভীরুতা পিছনে ফেলে-
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখনি, নেই দেরি নেই আর,
ছুটে চলো ছুটে চলো আরো বেগে, দুর্দম হে রানার !!

শব্দার্থ

দিগন্ত = দিকের সীমা
কাঁধ = স্কন্ধ
মিটমিট = মৃদু আলো
মাভৈঃ = ভয় করো না
ক্লান্তি = অবসাদ
শপথ = প্রতিজ্ঞা

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

রানার যা-যা নিয়ে চলেছে

২) প্রবাহতালিকা পূর্ণ করো ।

রানার ছুটেছে

৩) রিক্ত স্থানে সঠিক শব্দ লেখো।

ক) রানার চলেছে _____ বোঝা হাতে ।

খ) বোঝাই _____ রানার চলেছে চিঠি আর _____ ।

গ) রাত শেষ হয়ে _____ উঠবে কবে ?

৪) কবিতা থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো।

ক) দিন × _____ খ) বড়ো × _____

গ) আগে × _____ ঘ) বাহিরে × _____

৫) কবিতা থেকে অন্তমিল শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।

ক)

খ)

৬) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) রানার কীসের ভয় পায়?

খ) আকাশে মিটমিট করে কী চায় ?

গ) কবিতায় কাকে না ছোঁয়ার কথা বলা হয়েছে?

৭) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) 'রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে'- পংক্তিটির ভাবার্থ লেখো।

খ) রানারের চলার পথের বর্ণনা করো।

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন ঃ**

'শ্রমজীবি মানুষই সমাজের উন্নতির ভিত্তি' - এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

- **নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম - _____

খ) কবির নাম - _____

গ) তোমার পছন্দের যে কোনো দু'টি পংক্তি - _____

ঘ) পংক্তি দু'টি পছন্দ হওয়ার কারণ - _____

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা - _____

সর্বদা মনে রেখো :

"যে সহে সে রহে।"

- **ভাষাবিন্দু :**

ক) অশুদ্ধ শব্দ, শুদ্ধ করে লেখো।

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
১) নিশেধ		২) কাধে	
৩) হরিন		৪) ছোয়া	

- **উপযোজিত লেখন :**

রানার সমন্ধে ১০ টি লাইন লেখো।

৫. গিলফয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্র যাত্রা

- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

লেখক পরিচিতি

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (জন্ম : ১২ই মে ১৮৬৩ মৃত্যু: ২০ শে ডিসেম্বর ১৯৯৫) বর্তমান বাংলাদেশের মসুয়া, কিশোরগঞ্জে। তাঁর পিতার নাম কালিনাথ রায় ও মাতার নাম হরিকিশোরী । লেখকের নাম বাংলা সাহিত্য জগতে অত্যন্ত জনপ্রিয় । একুশ বছর বয়সে বি.এ.পাস করে ছবি আঁকা শিখতে আরম্ভ করেন । সেই সময়কার সখা, সাথী, মুকুল ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'বালক' নামে মাসিক পত্রিকাগুলিতে তার লেখা প্রকাশ হতে শুরু করে । তার প্রথম বই ''ছেলেদের রামায়ণ'' প্রকাশিত হয় ।

পাঠ প্রসঙ্গ

লেখক এই পাঠে গিল্‌ফয় সাহেবের সমুদ্র যাত্রার কথা বর্ণনা করেছেন । সমুদ্র যাত্রার পথে কত কষ্ট করতে হয়েছে, কি খেয়েছেন এবং নৌকা সমুদ্রের ভিতর কীভাবে চলে তা তুলে ধরেছেন ।

তোমরা 'ইউনাইটেড স্টেটস' কোথায় জানো ? পৃথিবীর মানচিত্রের বাঁ ধারের গোলাকারটির নাম নূতন মহাদ্বীপ । নূতন মহাদ্বীপের বড় দেশটা আমেরিকা । আমেরিকার মাঝখানটা খুব সরু, দেখিতে দুইটি দেশের মতো দেখায় । এই দুইটির উপরেরটির নাম উত্তর আমেরিকা আর নীচেরটির নাম দক্ষিণ আমেরিকা । উত্তর আমেরিকার যত দেশ, ইউনাইটেড স্টেটস তার মধ্যে সকলের বড় !

ইউনাইটেড স্টেটসে গিল্‌ফয় সাহেবের বাড়ি । গিল্‌ফয় সাহেব বড় মজার লোক । বয়স তেত্রিশ বৎসর হইবে। সাহেব এই বয়সটা প্রায় জাহাজে থাকিয়াই কাটাইয়াছেন । জাহাজে চড়িয়া কত দেশে গিয়াছেন, কত তামাশা দেখিয়াছেন, কিন্তু একা ছোট নৌকায় প্রশান্ত মহাসাগর পার হন নাই, এই দুঃখে সাহেবের আর মন ঠাণ্ডা হয় না । ছুতোরকে বলিলেন, ''আমাকে একখানা নৌকা গড়িয়া দাও ।'' ছুতোর তাহাই করিল । নৌকা দীর্ঘে বারো হাত, চওড়ায় চার হাত, আর উঁচুতে দুই হাত হইল । পঞ্চান্ন মন জিনিস ধরে । নাম রাখিলেন, 'প্যাসিফিক' । সাহেব বলিলেন, ''জলবিহার করিয়া অস্ট্রেলিয়া যাইব'' অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা হইতে প্রায় ৬০০০ মাইল দূরে ।

পাঁচ মাসের আন্দাজ খাদ্য-সামগ্রী নৌকায় উঠানো হইল । ১৮৮২ সালের ১৯এ আগস্ট গিল্‌ফয় সাহেব যাত্রা করিলেন । প্রথম সপ্তাহ বেশ সুখে সুখে গেলেন- তবে নৌকা বড় নিচু বলিয়া জল ছিটিয়া খাবার জিনিসগুলি ভিজাইয়া দিতে লাগিল - এই একটু অসুবিধা । এর পর প্রায় একমাস পর্যন্ত কোনও দিন বাতাস পান কোনও দিন বা বাতাস থাকেই না, আর দলে দলে মাছ এবং সামুদ্রিক কচ্ছপ আসিয়া নৌকা ঘিরিয়া তামাশা দেখে । বাতাস নাই, পথ এগোয় না, খাবার জিনিসও বেশি নাই, সাহেব দেখিলেন অত বেশি

খাইলে চলিবে না। এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে এই সময়ে সাহেবের ক্ষুধা হ্রাস হইয়া উঠিল। বেশি খাইতে পারেন না- সুবিধার বিষয়ই হইল। ভোর হইবার পূর্বে তিন-চার ঘন্টা নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস ছিল, কিন্তু নৌকার নীচে কীসে ঠক ঠক করিয়া তাহার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। সাহেব দেখিলেন হাঙরের তাড়ায় ছোট ছোট মাছ আসিয়া নৌকায় ঠেকে-তাহাতেই এই শব্দ হয়। তিনি হাঙর তাড়াইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তোমরা অনেকে বোটের মাঝিদের হাতে এক রকমের লগি দেখিয়াছ, তাহার মাথায় লোহার একটা বঁড়শির মতো লাগানো থাকে। সাহেবের এর একটা ছিল। তিনি তাহার অগ্রভাগটা সোজা করিয়া লইলেন। এই অস্ত্র হাতে করিয়া তিনি হাল ধরিতে বসিতেন আর হাঙর কাছে আসিলেই সুট করিয়া ঘা মারিতেন। হাঙরগুলি ভয় পাইল, তিনি যতক্ষণ বাহিরে বসিয়া থাকিতেন ততক্ষণ আর কাছে আসিতে সাহস পাইত না। ঘুমাইবার সময় একটা পিরান তাঁহার বসিবার জায়গায় লটকাইয়া রাখিতেন, তাহাতে হাঙরগুলি মনে করিত মানুষটাই বুঝি বসিয়া রহিয়াছে; সুতরাং ঠকঠকি থামিল।

১০ই নভেম্বর একখানা জাহাজ দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার কাছে গিয়া কিছু খাবার চাহিয়া লইলেন। তারপর কয়েক দিন এত বাতাস পাইয়াছিলেন যে, একদিন প্রায় ১০৬ মাইল গিয়াছিলেন। ১৮ই ডিসেম্বর, ঝড়-তুফানের দিন, একটা বড় ঢেউ আসিয়া তাঁহার নৌকাখানি উল্টাইয়া ফেলিল। সাহেব সাঁতরিয়া নৌকার পাশ দিয়া গেলেন এবং নোঙরের দড়ি ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে এক ঘন্টায় নৌকাটিকে সোজা করিলেন। জল সেঁচিতে গিয়া তিনি কিছু বেশি হুড়াহুড়ি করিতে লাগিলেন- নৌকাখানি আবার উল্টিয়া গেল। দ্বিতীয় বার নৌকা সোজা করিতে তত কষ্ট বোধ হইল না; এবার খুব সাবধান হইয়া জল সেঁচিলেন। এই গোলমালে সাহেবের ঘড়ি এবং কম্পাস হারাইয়া গেল। কিছুকাল পরে একটা কিরিচ মাছ আসিয়া নৌকার গায় ছিদ্র করিয়া দিয়া গেল। সাহেব তখন টের পাইলেন না। কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন নৌকায় জল উঠিয়া জিনিসপত্র ভাসিতেছে, তখন চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি ছিদ্র বন্ধ করিলেন।

নুতন বৎসর আসিল। ৭ই জানুয়ারি একটি পাখি উড়িয়া নৌকায় আসিল, সাহেব তাহা ধরিয়া খাইলেন। ১১ই জানুয়ারি আর একটি পাখি ধরিলেন। কখনও কখনও দুই একটি 'উড়ুক্কু' মাছ নৌকায় আসিয়া পড়িত তাহাও বিনা আপত্তিতে ভক্ষণ করিতেন। ১৬ তারিখ তাঁহার হালটি ভাঙিয়া গেল, তিনি আর- একটি করিয়া লইলেন। ইহার পর আর একদিন একটি পাখি ধরিয়াছিলেন। কিন্তু ২১ হইতে ক্ষুধায় তাঁহাকে রোগা করিতে লাগিল।

নৌকার গায়ে যে সমস্ত শামুক ছিল তাহার বড়গুলি চুষিয়া খাইলেন। আর একদিন গুলি করিয়া একটি পাখি মারিয়াছিলেন, কিন্তু জল হইতে উঠাইতে পারিলেন না। ৩০এ একটি পাখি ধরিয়া দেশলাই-এর আগুনে পোড়াইয়া খাইলেন। তার পর এত দূর্বল হইয়া পড়িলেন যে, নৌকা কোন্ দিকে যাইতেছে তাহার প্রতি মনোযোগ রহিল না। একদিন হেঁট মস্তকে বসিয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ মাথা তুলিয়া দেখিলেন - একটা জাহাজ। তিনি আনন্দে জাহাজের দিকে যাইতে লাগিলেন, জাহাজের লোকেরাও দেখিতে পাইয়া জাহাজ ফিরাইল। জাহাজে উঠিয়াই কিছু খাবার চাহিলেন। খাবার শীঘ্রই আনা হইল, খাইয়া ঠাণ্ডা হইলে পর সমস্ত লোক তাঁহার ইতিহাস শুনিতে আসিল। তিনি নোটবহিতে সব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই বহি হইতে ইংরেজি পত্রিকায় এই গল্পটি ছাপা হইয়াছে।

শব্দার্থ

তামাশা = পরিহাস, উপহাস
বিলক্ষণ = সমধিক, অসাধারণ, অসামান্য
লগি = নৌকা ঠেলে চালাবার দণ্ড বিশেষ
দীর্ঘ = লম্বা
নিদ্রা = ঘুম
ব্যাঘাত = বাধা
হ্রাস = ঘাটতি
ভক্ষণ = খাওয়া

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

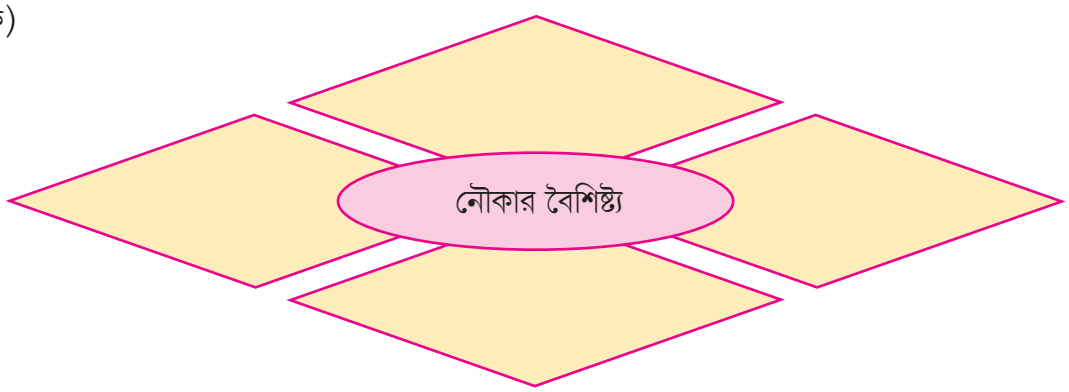

খ)

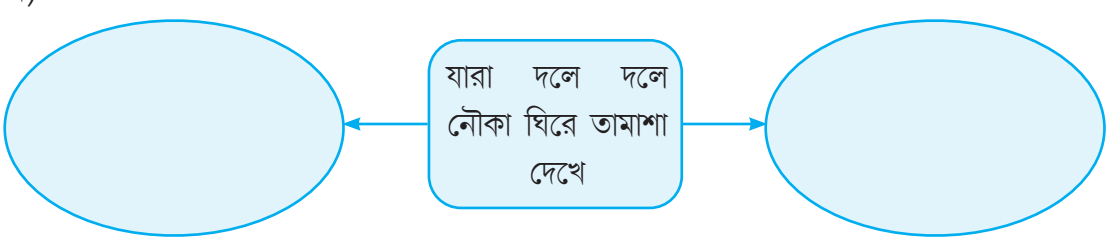

২) প্রবাহতালিকা পূর্ণ করো ।

গিল্‌ফয় সাহেবের যাত্রা

↓

↓

↓

↓

৩) কারণ লেখো ।

ক) গিল্‌ফয় সাহেব নূতন একটা নৌকা গড়তে বললেন ।

খ) সাহেবের ক্ষুধা হ্রাস হয়ে উঠল ।

গ) খাদ্য-সামগ্রী নৌকায় উঠানো হলো ।

ঘ) ঘুমাইবার সময় গিল্‌ফয় সাহেব একটা পিরান তাঁর বসার জায়গায় ঝুলিয়ে রাখতেন ।

৪) বিপরীত শব্দগুলি পাঠ থেকে বেছে নিয়ে লেখো ।

ক) বিদেশ × _____ খ) গরম × _____

গ) নিরুপায় × _____ ঘ) সবল × _____

৫) শব্দার্থগুলি পাঠ থেকে বেছে নিয়ে লেখো ।

ক) অনুমান - _____ খ) ঘুম - _____

গ) সরল - _____ ঘ) ঝিনুক - _____

৬) পদ পরিবর্তন করো ।

মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন	মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন
ক) ঘর	_____	খ) কাঠ	_____
গ) জল	_____	ঘ) মেছো	_____

৭) এক বাক্যে উত্তর লেখো ।

ক) গিল্‌ফয় সাহেব জলবিহার করে কোথায় যাবেন ?

খ) সাহেব কবে সমুদ্র যাত্রা আরম্ভ করলেন ?

গ) নৌকার নীচে কীসে ঠক ঠক করছিল ?

ঘ) নৌকাখানি উল্টে গেল কেন ?

ঙ) সাহেব গুলি করে কী মেরেছিলেন ?

চ) ইংরেজী পত্রিকায় কী ছাপা হয়েছিল ?

৮) সংক্ষেপে উত্তর দাও ।

ক) ইউনাইটেড স্টেটসের অবস্থান বর্ণনা করো ।

খ) গিল্‌ফয় সাহেবের সমুদ্র যাত্রা সংক্ষেপে লেখো ।

৯) ব্যক্তিগত প্রশ্ন ঃ

'বিপদে সাহস হারাতে নেই' - এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো ।

সর্বদা মনে রেখো :

জীবনের নীতি কথা ঃ

১. প্রার্থনা করার আগে - বিশ্বাস করো ।

২. কথা বলার আগে - শোনো

৩. খরচ করার আগে - উপার্জন করো ।

- **আমি বুঝেছি :**

- **ভাষাবিন্দু :**

ক) **সন্ধি বিচ্ছেদ করো ।**

মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ	মূলশব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ
১. দুর্বল		২. পর্যন্ত	
৩. মহাসাগর		৪. বিলক্ষণ	

- **উপযোজিত লেখন :**

'মানুষের চন্দ্রলোক বিজয়' - এ বিষয়ে একটি নিবন্ধ লেখো ।

৬. প্রাণের কথা

- শ্রী প্রমথ চৌধুরী

লেখক পরিচিতি

শ্রী প্রমথ চৌধুরী (জন্ম: ৭ই আগস্ট ১৮৬৮; মৃত্যু: ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) তাঁর পিতার নাম দুর্গাদাস চৌধুরী ও মাতার নাম মগ্নময়ী দেবী। বাংলা ভাষার অন্যতম সাহিত্যিক যিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সক্রিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন একধারে প্রাবন্ধিক, কবি ও ছোটগল্পকার। বীরবল ছদ্মনামও তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের পাবনা জেলার অন্তর্গত চাটমোহর উপজেলার হরিপুর গ্রামে। তিনি বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক হিসাবে প্রসিদ্ধ। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম বিদ্রুপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন। ছোটগল্প ও সনেট রচনাতে তার বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি সবুজ পত্র এবং বিশ্ব ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য পাঠে লেখক উদ্ভিদ ও পশুর গুণ ও লক্ষণের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ধর্ম হচ্ছে স্থিতি, পশুর ধর্ম হচ্ছে গতি আর মানুষের ধর্ম হচ্ছে মতি। তিনি তার প্রাণের কথার মাধ্যমে এও বলেছেন যে মানুষের স্থিতিগতি তার স্বেচ্ছাধীন। উদ্ভিদের জীবন আরামের। আর পশুর শরীরের আরাম না থাকলেও মনের আরাম আছে। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ এই সনাতন সত্যটি সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। আমাদের মনের অর্থাৎ বুদ্ধি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনেই আমরা মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করি।

উদ্ভিদ ও পশুর সঙ্গে কোন্ কোন্ গুণে ও লক্ষণে আমরা সমধর্মী, সে জ্ঞানের সাহায্যে আমরা মানব জীবনের মূল্য নির্ধারণ করতে পারি নে, কোন কোন ধর্মে আমরাও দুই শ্রেণীর প্রাণী হতে ভিন্ন, সেই বিশেষ জ্ঞানই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান সহায়; এবং এ জ্ঞানলাভ করবার জন্য আমাদের কোনোরূপ অনুমান-প্রমাণের দরকার নেই, প্রত্যক্ষই যথেষ্ট।

আমরা চোখ মেললেই দেখতে পাই যে, উদ্ভিদ মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে আছে, তার চলৎশক্তি নেই। এককথায় উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ধর্ম হচ্ছে স্থিতি। তারপর দেখতে পাই, পশুরা সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, অর্থাৎ তাদের প্রত্যক্ষ ধর্ম হচ্ছে গতি।

তারপর আসে মানুষ। যেহেতু আমরা পশু, সে কারণে আমাদের গতি তো আছেই, তার উপর আমাদের ভিতর মন নামক একটি পদার্থ আছে, যা পশুর নেই। এক কথায় আমাদের প্রত্যক্ষ বিশেষ ধর্ম হচ্ছে মতি।

এ প্রভেদটার অন্তরে রয়েছে প্রাণের মুক্তির ধারাবাহিক ইতিহাস। উদ্ভিদের জীবন সবচাইতে

গণ্ডিবদ্ধ, অর্থাৎ উদ্ভিদ হচ্ছে বদ্ধ জীব। পশু মাটির বন্ধন থেকে মুক্ত, কিন্তু নৈসর্গিক প্রভাবের বন্ধনে আবদ্ধ, অর্থাৎ পশু বন্ধনমুক্ত জীব। আমরা দেহ ও মনে না-মাটির না-স্বভাবের বন্ধনে আবদ্ধ, অতএব এ পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র মুক্ত জীব।

সুতরাং মনুষ্যত্ব রক্ষা করবার অর্থ হচ্ছে আমাদের দেহ ও মনের এই মুক্তভাব রক্ষা। আমাদের সকল চিন্তা সকল সাধনার ঐ একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে জীবন যত মুক্ত, সে জীবন তত মূল্যবান। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, মানুষের পক্ষে প্রাণীজগতে পশ্চাদপদ হওয়া সহজ।

উদ্ভিদ নিশ্চল, অতএব তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত অধীন। প্রকৃতি যদি তাকে জল না যোগায় তো সে ঠায় দাঁড়িয়ে নির্জলা একাদশী করে শুকিয়ে মরতে বাধ্য। এই তার অসুবিধা। অপরপক্ষে তার সুবিধা এই যে, তাকে আহার সংগ্রহ করবার জন্য কোনোরূপ পরিশ্রম করতে হয় না, সে আলো, বাতাস, মাটি, জল থেকে নিজের আহার অক্লেশে প্রস্তুত করে নিতে পারে। পশুর গতি আছে, অতএব সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পূর্ণ অধীন নয়, সে এক দেশ ছেড়ে আর এক দেশে চলে যেতে পারে। এইটুকু তার সুবিধা। কিন্তু তার অসুবিধা এই যে, সে নিজ গুণে জড় জগৎ থেকে নিজের খাবার তৈরি করে নিতে পারে না, তাকে তৈরি-খাবার অতিকষ্টে সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করতে হয়। পোষমানা জানোয়ারের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, সে উদ্ভিদেরই শামিল; কেননা সে শিকড়বদ্ধ না হোক, শিকলবদ্ধ।

মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন হতে বাধ্য নয়, সে স্থান-ত্যাগ করতেও পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বদল করেও নিতে পারে। একলের ভাষায় যাকে 'বেষ্টনী' বলে মানুষের পক্ষে তা গণ্ডি নয়, মানুষের স্থিতিগতি তার স্বেচ্ছাধীন। এই তার

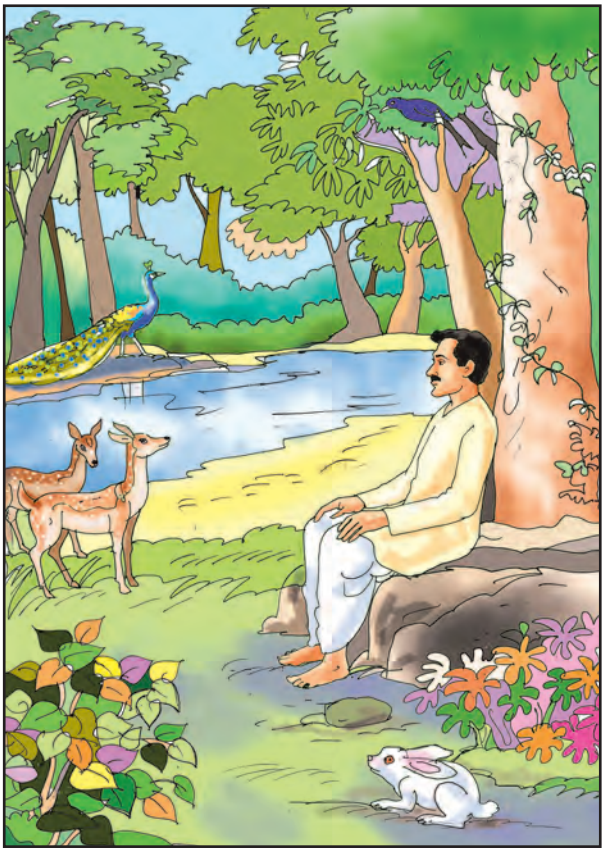

সুবিধা। তার অসুবিধা এই যে, তাকে জীবনধারণ করবার জন্য শরীর ও মন দুই-ই খাটাতে হয়। পশুকেও শরীর খাটাতে হয়, মন খাটাতে হয় না; উদ্ভিদকে শরীর মন দুয়ের কোনোটিই খাটাতে হয় না। অর্থাৎ উদ্ভিদের জীবন সব চাইতে আরামের। পশুর শরীরের আরাম না থাক, মনের আরাম আছে। মানুষের শরীর-মন দুয়ের কোনোটিরই আরাম নেই। আমরা যদি মনের আরামের জন্য লালায়িত হই তাহলে আমরা পশুকে আদর্শ করে তুলব; আর যদি দেহমন দুয়ের আরামের জন্য লালায়িত হই তাহলে আমরা উদ্ভিদকে আদর্শ করে তুলব; এবং সেই আদর্শ অনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে চেষ্টা করব। এ চেষ্টার ফলে আমরা শুধু মনুষ্যত্ব হারিয়ে বসবো। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ এই সনাতন সত্যটি সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য, নচেৎ মানবজীবন রক্ষা করা অসম্ভব। আর একটি কথা, মানুষের পক্ষে জীবন রক্ষা করার অর্থ জীবনের উন্নতি করা। মানুষের ভিতরে-বাইরে

যে গতি শক্তি আছে তা মানুষের মতির দ্বারা নিয়মিত ও চালিত। এই মতিগতির শুভ পরিণয়ের ফলে যা জন্মলাভ করে তারই নাম উন্নতি। আমাদের মনের অর্থাৎ বুদ্ধি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনেই আমরা মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করি। জীবনকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করে তোলা ছাড়া আয়ু বৃদ্ধির অপর কোন অর্থ নেই।

শব্দার্থ

উদ্ভিদ = যারা ভূমি ভেদ করে উপরের দিকে ওঠে
প্রভেদ = বিভিন্নতা
বিচরণ = ভ্রমণ
বদ্ধ = আবদ্ধ, আটকে থাকা
মুক্ত = খালাস
দেহ = শরীর
পশ্চাদ = পিছনে
শামিল = অন্তর্ভূক্ত
লালায়িত = লালসাযুক্ত
নচেৎ = নতুবা
পরিণয় = বিবাহ

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

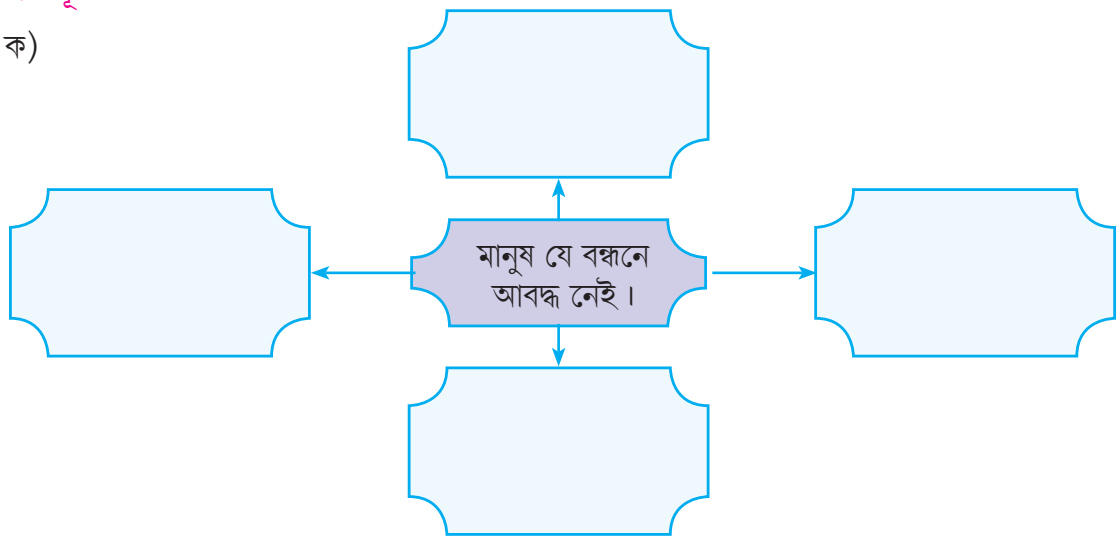

খ)

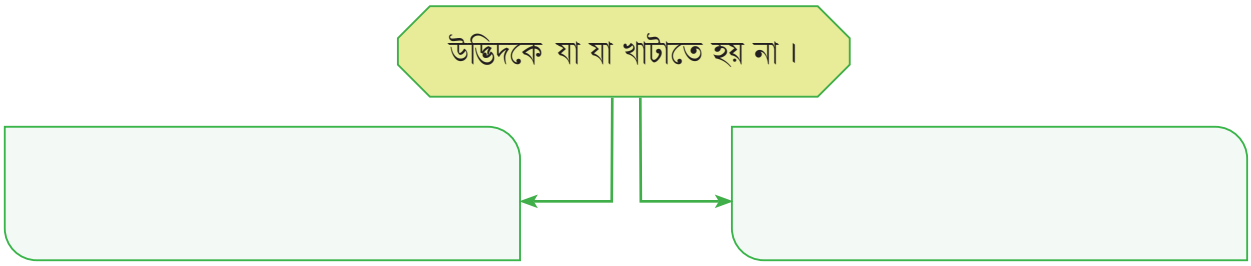

২) প্রবাহতালিকা পূর্ণ করো ।

পাঠে ক্রমান্বয়ে ধর্মের কথা

↓

↓

↓

৩) সত্য / মিথ্যা লেখো ।

ক) উদ্ভিদের চলৎ শক্তি আছে । - _____

খ) পশু নৈসর্গিক প্রভাবের বন্ধনে আবদ্ধ । - _____

গ) মানুষ একমাত্র মুক্ত জীব । - _____

ঘ) মানুষের স্থিতি গতি তার স্বেচ্ছাধীন । - _____

৪) কারণ লেখো ।

ক) উদ্ভিদের জীবন সবচাইতে আরামের । খ) মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন হতে বাধ্য নয় ।

গ) উদ্ভিদের জীবন গণ্ডিবদ্ধ ।

৫) জোড়া মেলাও।

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) গণ্ডিবদ্ধ জীব	১) পশু
খ) মাটির বন্ধন থেকে মুক্ত	২) বেষ্টনী
গ) একালের ভাষা	৩) মানুষ
ঘ) শরীর ও মন	৪) উদ্ভিদ

৬) পাঠ থেকে খুঁজে বিপরীত শব্দ লেখো ।

ক) প্রত্যক্ষ × _____ খ) স্থিতি × _____

গ) বদ্ধ × _____ ঘ) নিশ্চল × _____

ঙ) নিয়মিত × _____ চ) অক্লেশ × _____

৭) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) মানুষের ভিতর একটি কী পদার্থ আছে?

খ) আমরা চোখ মেললেই কী দেখতে পাই ?

গ) মনুষ্যত্ব রক্ষা করার অর্থ কী ?

ঘ) শিকল বদ্ধ কারা?

ঙ) আয়ু বৃদ্ধির অর্থ কী?

৮) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) জীবন যাত্রায় মানুষের চেয়ে উদ্ভিদের সুবিধা ও অসুবিধা কোথায়?

খ) মানব জীবনে আরামের জন্য লালায়িত হওয়া উচিৎ নয় কেন?

গ) মানুষের আয়ু বৃদ্ধির সার্থকতা কোথায়?

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

'প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে বনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে'- এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

সর্বদা মনে রেখো :

'অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস পায়।'

'সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হল মানুষ।'

- **ভাষাবিন্দু :**

ক) **নিম্নলিখিত সমার্থক শব্দগুলি অধ্যয়ন করো।**

শব্দ	সমার্থক শব্দ	শব্দ	সমার্থক শব্দ
১. অতিথি	- অভ্যাগত	২. নদী	- তটিনী
৩. আকাশ	- গগন	৪. পাখি	- খেচর
৫. উনুন	- আখা, চুলো	৬. পাহাড়	- গিরি
৭. গাছ	- বৃক্ষ	৮. বায়ু	- অনিল
৯. ঘোড়া	- অশ্ব	১০. বানর	- শাখামৃগ
১১. জল	- সলিল	১২. সমুদ্র	- জলধি

- **উপযোজিত লেখন :**

'সামাজিক বনায়ন' - এই বিষয়ে একটি নিবন্ধ লেখো।

৭. জল বলে চল, মোর সাথে চল

- অতুলপ্রসাদ সেন

কবি পরিচিতি

অতুলপ্রসাদ সেন : (জন্ম ২০শে অক্টোম্বর ১৮৭১; মৃত্যু ১৬শে আগস্ট ১৯৩৪) তাঁর পিতার নাম রামপ্রসাদ সেন এবং মাতা হেমন্তশশী দেবী। অতুল প্রসাদ সেন ছিলেন ব্রিটিশ ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত একজন বিশিষ্ট বাঙালী গীতিকার, সুরকার, গায়ক ও সঙ্গীতবিদ। তাঁর রচিত গানগুলির মূল উপজীব্য বিষয় ছিল দেশপ্রেম ও দেশভক্তি।

কবিতা প্রসঙ্গ

এই কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে সার্থক গজল রচনা। অতুল প্রসাদই বাংলায় প্রথম গজল রচনা করেন। জল হল আমাদের জীবন সাথী, গতির প্রতিক। কবি বলেছেন চোখের জল কোনদিন বিফলে যায় না। মানব জীবনে সুখ ও দুঃখে অশ্রু ঝরে। দুঃখের সাগরের মধ্য থেকে গভীর সমুদ্রের অতলে লুকিয়ে থাকা রত্ন ভাণ্ডারের মতো সুখের দিনগুলি লুকিয়ে থাকে। কঠোর পরিশ্রম করলে, তবেই জীবনের সুখ রূপী রত্নের খোঁজ পাওয়া যায়।

জল বলে চল, মোর সাথে চল
তোর আঁখিজল, হবে না বিফল, কখনো হবে না বিফল।
চেয়ে দেখ মোর নীল জলে শত চাঁদ করে টল মল।
জল বলে চল, মোর সাথে চল।
বধুরে আন ত্বরা করি, বধূরে আন ত্বরা করি,
কূলে এসে মধু হেসে ভরবে গাগরী,
ভরবে প্রেমের হৃদ কলসি, করবে ছল ছল।
জল বলে চল, মোর সাথে চল।
মোরা বাহিরে চঞ্চল, মোরা অন্তরে অতল,
সে অতলে সদা জ্বলে রতন উজল।
এই বুকে, ফোটে সুখে, হাসিমুখে শতদল,
নহে তীরে, এই নীরে গভীরে শীতল।
জল বলে চল, মোর সাথে চল।

শব্দার্থ

বিফল = ব্যর্থ
চঞ্চল = অস্থির
ত্বরা = তাড়াতাড়ি
শীতল = ঠাণ্ডা
হৃদ = হৃদয়
শতদল = পদ্মফুল
গভীর = প্রগাঢ়
টলমল = উচ্ছলিত
মোর = আমার
গাগরী = কলসী

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) প্রবাহতালিকা পূর্ণ করো ।

নহে তীরে
↓
↓

২) সত্য / মিথ্যা লেখো।

ক) আঁখিজল বিফল যাবেনা। - _____

খ) রেগে গিয়ে গাগরী ভরবে। - _____

গ) মোরা বাহিরে শান্ত - _____

ঘ) হাসি মুখে শতদল। - _____

ঙ) সদা জ্বলে রতন উজল। - _____

৩) কবিতার পংক্তি পূর্ণ করো।

ক) তোর আঁখিজল, হবে _____।

খ) চেয়ে দেখ_____।

গ) মোরা বাহিরে _____।

ঘ) এই বুকে ফোটে _____।

৪) জোড়া মেলাও।

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) জল বলে	অ) মোর সাথে চল
খ) মধু হেসে ভরবে	আ) হৃদ কলসী
গ) ভরবে প্রেমের	ই) গাগরী
ঘ) সদা জ্বলে	ঈ) হাসিমুখে শতদল
ঙ) ফোটে সুখে	উ) রতন উজল

৫) বিপরীত শব্দগুলি কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।

ক) সফল × _____ খ) অগভীর × _____

গ) দেরী × _____ ঘ) দুঃখ × _____

৬) শব্দার্থগুলি কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।

ক) ব্যর্থ - _____ খ) পদ্মফুল - _____

গ) আমরা - _____ ঘ) কলসী - _____

ঙ) জল - _____ চ) ঠাণ্ডা - _____

৭) পদ পরিবর্তন করো।

মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন	মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন
ক) জল	- _____	খ) চঞ্চল	- _____
গ) নীল	- _____	ঘ) অন্তর	- _____
ঙ) গভীর	- _____		

৮) এক বাক্যে উত্তর দাও।

ক) চাঁদ কী করে?

খ) কূলে এসে বধূ কিভাবে গাগরী ভরবে?

গ) আমরা বাইরে কেমন থাকি ?

ঘ) হাসি মুখে শতদল কোথায় ফোটাবে?

ঙ) জল কি বলে?

৯) ব্যক্তিগত প্রশ্ন :

'জলের সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন'-এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

- নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।

ক) কবিতার নাম - _____

খ) কবির নাম - _____

গ) তোমার পছন্দের যে কোনো দু'টি পংক্তি - _____

ঘ) পংক্তি দুটি পছন্দ হওয়ার কারণ - _____

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা - _____

সর্বদা মনে রেখো :
"জল ধরো জল ভরো।"

- **ভাষাবিন্দু :**

১) বাক্যের প্রকার লেখো।

ক) চালডাল সব পেলি কোথায় ? - _____

খ) বিকালের সূর্যাস্ত কি মধুর দৃশ্য ! - _____

গ) আমি এখন খেলতে যাবো না। - _____

ঘ) রামায়ণ পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। - _____

২) প্রত্যয় যোগ করে নতুন শব্দ তৈরী করো।

ক) সোনা - _____

খ) লাজ - _____

গ) ভাত - _____

ঘ) মধু - _____

ঙ) বল - _____

৩) অশুদ্ধ শব্দ শুদ্ধ করে লেখো।

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
ক) পরিক্ষা		খ) পরবত	
গ) জগনাথ		ঘ) বুদ্ধীমান	
ঙ) চন্দ্রালোক			

- **উপযোজিত লেখন :**

তুমি একটি গজল সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে গিয়েছো। তোমার ভালো লাগার অনুভূতি জানিয়ে তোমার বন্ধু অথবা বান্ধবীকে একটি পত্র লেখো।

৮. দাশুর খ্যাপামি

- সুকুমার রায়

লেখক পরিচিতি

সুকুমার রায় (জন্ম ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৭; মৃত্যু ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩)। তাঁর পিতার নাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মাতা বিধুমুখীদেবী। তিনি ছিলেন একজন বাঙ্গালী জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিক ও ভারতীয় সাহিত্যে 'ননসেন্স ছড়া'র প্রবর্তক। তিনি একাধারে লেখক, ছড়াকার, রম্য রচনাকার, প্রাবন্ধিক শিশু সাহিত্যিক, নাট্যকার ও সম্পাদক। তাঁর লেখা বই 'আবোল তাবোল' গল্প- 'হ-য-ব-র-ল', 'গল্প সংকলন', 'পাগলা দাশু' ইত্যাদি। বিশ্বসাহিত্যে সর্বযুগের সেরা 'ননসেন্স' ধরনের ব্যাঙ্গাত্মক শিশু সাহিত্যের অন্যতম বলে মনে করা হয়।

পাঠ প্রসঙ্গ

ইচ্ছাশক্তি মানুষের অমূল্য সম্পদ। আলোচ্য পাঠে দাশুনামে একটি বালককে তার বুদ্ধির জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছিল। দাশু তার ধৈর্য ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিজ কৌশলে প্রলোভন, ভালোবাসা ও ধমক দিয়ে তা পূরণ করেছিল। পাঠের মধ্য দিয়ে হাস্য ও মনোরঞ্জন করে তুলেছিল।

স্কুলের ছুটির দিন। স্কুলের পরেই ছাত্র-সমিতির অধিবেশন হবে, তাতে ছেলেরা মিলে অভিনয় করবে। দাশুর ভারি ইচ্ছে ছিল সে-ও একটা কিছু অভিনয় করে। একে-ওকে দিয়ে সে অনেক সুপারিশও করিয়েছিল, কিন্তু আমরা সবাই কোমর বেঁধে বললাম, সে কিছুতেই হবে না। সেইতো গতবার যখন-আমাদের অভিনয় হয়েছিল তাতে দাশু সেনাপতি সেজেছিল; সেবার সে অভিনয়টা একেবারে মাটি করে দিয়েছিল। যখন ত্রিচূড়ের গুপ্তচর সেনাপতির সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বলল, ''সাহস থাকিলে তবে খোল তলোয়ার !'' - দাশুর তখন ''তবে আয় সম্মুখ সমরে'' ব'লে তখনি তলোয়ার খুলবার কথা। কিন্তু দাশুটা আনাড়ির মতো টানাটানি করতে গিয়ে তলোয়ার তো খুলতে পারলই না, মাঝ থেকে ঘাবড়ে গিয়ে কথাগুলোও বলতে ভুলে গেল। তাই দেখে গুপ্তচর আবার ''খোল তলোয়ার'' ব'লে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। দাশুটা এমনি বোকা, সে অমনি ''দাঁড়া, দেখছিস না বক্‌লস্ আটকিয়ে গেছে'' ব'লে চে'চিয়ে তাকে এক ধমক দিয়ে উঠল। ভাগ্যিস আমি তাড়াতাড়ি তলোয়ারটা খুলে দিলাম তা না হলে ঐখানেই অভিনয় বন্ধ হয়ে যেত। তারপর শেষের দিকে রাজা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, ''কিবা চাহ পুরস্কার কহ সেনাপতি'', তখন দাশুর বলবার কথা ছিল ''নিত্যকাল থাকে যেন রাজপদে মতি'', কিন্তু দাশুটা তা না ব'লে, তার পরের আর একটা লাইন আরম্ভ করেই, হঠাৎ জিভ কেটে ''ঐ যাঃ! ভুলে

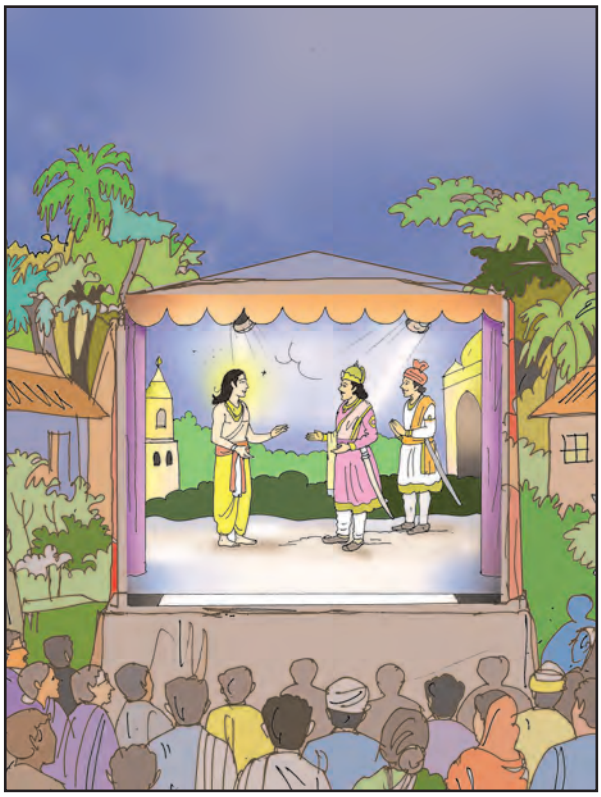

গেছিলাম'' ব'লে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। আমি কটমট করে তাকাতে, সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক লাইনটা আরম্ভ করল।

তাই এবারে তার নাম হতেই আমরা জোর করে ব'লে উঠলাম, ''না, সে কিছুতেই হবে না।'' বিশু বলল, ''দাশু এক্‌টিং করবে? তাহলেই চিত্তির!'' ট্যাঁপা বলল, ''তার চাইতে ভজু মালিকে ডেকে আনলেই হয়!'' দাশু, বেচারা প্রথমে খুব মিনতি করল, তারপর চটে উঠল, তারপর কেমন মুষড়ে গিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। যে কয়দিন আমাদের তালিম চলছিল, দাশু রোজ এসে চুপটি করে হলের এক কোনায় বসে বসে আমাদের অভিনয় শুনত। ছুটির কয়েকদিন আগে থেকে দেখি, ফোর্থ ক্লাশের ছোট গণশার সঙ্গে দাশুর ভারি ভাব হয়ে গেছে। গণশা ছেলেমানুষ, কিন্তু সে চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে- তাই তাকে দেবদুতের পার্ট' দেওয়া হয়েছে। দাশু রোজ তাকে নানারকম খাবার এনে খাওয়ায়, রঙিন পেনসিল আর ছবির বই এনে দেয়, আর বলে যে ছুটির দিন তাকে একটা ফুটবল কিনে দেবে। হঠাৎ গণশার উপর দাশুর এতখানি টান হবার কোনো কারণ আমরা বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখতে পেলাম, গণশাটা খেলনা আর খাবার পেয়ে ভুলে 'দাশুদা'র একজন পরম ভক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ছুটির দিনে আমরা যখন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল। আড়াইটা বাজতে না বাজতেই দেখা গেল, দাশুভায়া সাজঘরে ঢুকে পোশাক পরতে আরম্ভ করেছে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ''কিরে? তুই এখানে কি করছিস?'' দাশু বলল, ''বাঃ, পোশাক পরব না?'' আমি বললাম, ''পোশাক পরবি কিরে? তুই তো আর এক্‌টিং করবি না!'' দাশু বলল, ''বা, খুব তো খবর রাখ। আজকে দেবদূত সাজবে কে জানো না?'' শুনে হঠাৎ আমাদের মনে কেমন একটা খটকা লাগল, আমি বললাম, ''কেন গণশার কি হল?'' দাশু বলল, ''কি হয়েছে তা গণশাকে জিজ্ঞেস করলেই পার?'' তখন চেয়ে দেখি সবাই এসেছে, কেবল গণশাই আসেনি। অমনি ধুচুনি, বিশু আর আমি ছুটে বেরোলাম গণশার খোঁজে।

সারাটি ইস্কুল খুঁজে শেষটায় টিফিনঘরের পিছনে হতভাগাকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে আমাদের দেখেই পালাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু আমরা তাকে চটপট গ্রেপ্তার করে টেনে নিয়ে চললাম। গণশা কাঁদতে লাগল, ''না আমি কক্ষনো এক্‌টিং করব না, তাহলে দাশুদা আমায় ফুটবল দেবে না।'' আমরা তবু তাকে হি'চড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় অঙ্কের মাস্টার হরিবাবু সেখানে এসে উপস্থিত ! তিনি আমাদের দেখেই ভয়ঙ্কর চোখ লাল করে ধমক দিয়ে উঠলেন, ''তিন-

তিনটে ধাড়ি ছেলে মিলে ঐ কচি ছেলেটার পিছনে লেগেছিস? তোদের লজ্জাও করে না?'' ব'লেই আমাকে আর বিশুকে এক একটি চড় মেরে আর রামপদর কান ম'লে দিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন।

এই সুযোগে হাতছাড়া হয়ে গণেশচন্দ্র আবার চম্পট দিল। আমরাও অপমানটা হজম করে ফিরে এলাম। এসে দেখি, দাশুর সঙ্গে রাখালের মহা ঝগড়া লেগে গেছে। রাখাল বলছে, ''তোকে আজ কিছুতেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হবে না।'' দাশু বলছে, ''বেশ তো, তাহলে আর কেউ দেবদূত সাজুক আমি রাজা কিম্বা মন্ত্রী সাজি। পাঁচ-ছটা আমার মুখস্থ হয়ে আছে।'' এমন সময় আমরা এসে খবর দিলাম যে, গণশাকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। তখন অনেক তর্কবিতর্ক আর ঝগড়াঝাঁটির পর স্থির হল যে, দাশুকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই, তাকেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হোক। শুনে দাশু খুব খুশী হল আর আমাদের শাসিয়ে রাখল যে, ''আবার যদি তোরা কেউ গোলমাল করিস, তাহলে কিন্তু গতবারের মতো সব ভণ্ডুল করে দেব।''

তারপর অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম দৃশ্যে দাশু বিশেষ কিছু গোলমাল করেনি, খালি স্টেজের সামনে একবার পানের পিক্ ফেলেছিল। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে এসে সে একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল। এক জায়গায় তার খালি বলবার কথা - ''দেবতা বিমুখ হলে মানুষে কি পারে?'' কিন্তু সে এই কথাটুকুর আগে কোত্থেকে আরও চার-পাঁচ লাইন জুড়ে দিল! আমি তাই নিয়ে আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু দাশু বলল, ''তোমরা যে লম্বা বক্তৃতা কর সে বেলা দোষ হয় না, আমি দুটো কথা বেশি বললেই যত দোষ!'' এও সহ্য করা যেত, কিন্তু শেষ দৃশ্যের সময় তার মোটেই আসবার কথা নয়, তা জেনেও সে স্টেজে আসবার জন্য জেদ ধরে বসল। আমরা অনেক কষ্টে অনেক তোয়াজ করে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, শেষ দৃশ্যে দেবদূত আসতেই পারে না, কারণ তার আগের দৃশ্যেই আছে যে দেবদূত বিদায় নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। শেষ দৃশ্যেও আছে যে মন্ত্রী রাজাকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, দেবদূত মহারাজকে আশীর্বাদ করে স্বর্গপুরীতে প্রস্থান করেছেন। দাশু অগত্যা তার জেদ ছাড়ল বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল সে মনে মনে একটুও খুশি হয়নি।

শেষ দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম খানিকটা অভিনয়ের পর মন্ত্রী এসে সভায় হাজির হলেন। এ কথা সে কথার পর তিনি রাজাকে সংবাদ দিলেন, ''বারবার মহারাজে আশীষ করিয়া, দেবদূত গেল চলি স্বর্গ অভিমুখে।'' বলতেই হঠাৎ কোত্থেকে ''আবার সে এসেছে ফিরিয়া'' ব'লে এক গাল হাসতে হাসতে দাশু একেবারে সামনে এসে উপস্থিত। হঠাৎ এ রকম বাধা পেয়ে মন্ত্রী তার বক্তৃতার খেই হারিয়ে ফেলল, আমরাও সকলে কি রকম যেন ঘাবড়িয়ে গেলাম- অভিনয় হঠাৎই বন্ধ হবার যোগাড় হয়ে এল। তাই দেখে দাশু খুব সর্দারি করে মন্ত্রীকে বলল, ''বলে যাও কি বলিতেছিলে।'' তাতে মন্ত্রী আরও কেমন ঘাবড়িয়ে গেল। রাখাল প্রতিহারী সেজেছিল, দাশুকে কি যেন বলবার জন্যে যেই একটু এগিয়ে গেছে, অমনি দাশু ''চেয়েছিল জোর করে ঠেকাতে আমারে এই হতভাগা' - বলে এক চাঁটি মেরে তার মাথার পাগড়ি ফেলে দিল। ফেলে দিয়েই সে রাজার শেষ বক্তৃতাটা - ''এ রাজ্যতে নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র্য যাতনা'' ইত্যাদি - নিজেই গড়গড় করে ব'লে গিয়ে, ''যাও সবে নিজ নিজ কাজে'' ব'লে অভিনয় শেষ করে দিল। আমরা কি করব বুঝতে না পেরে সব বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ওদিকে ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠল আর ঝুপ্ করে পর্দাও নেমে গেল।

আমরা সব রেগে-মেগে লাল হয়ে দাশুকে তেড়ে ধরে বললাম, ‘‘হতভাগা, দ্যাখ দেখি সব মাটি করলি, অর্ধেক কথাই বলা হল না।’’ দাশু বলল, ‘‘বা, তোমরা কেউ কিছু বলছ না দেখেই তো আমি তাড়াতাড়ি যা মনে ছিল সেইগুলো বলে দিলাম। তা না হলে তো আরো সব মাটি হয়ে যেত।’’ আমি বললাম, ‘‘তুই কেন মাঝখানে এসে গোল বাধিয়ে দিলি? তাইতো সব ঘুলিয়ে গেল।’’ দাশু বলল, ‘‘রাখাল কেন বলেছিল যে আমায় জোর করে আটকিয়ে রাখবে ? তা ছাড়া তোমরা কেন আমায় গোড়া থেকে নিতে চাচ্ছিলে না আর ঠাট্টা করছিলে? আর রামপদ কেন বারবার আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল?’’ রামপদ বলল, ‘‘ওকে ধরে ঘা দুচার লাগিয়ে দে।’’

দাশু বলল, ‘‘লাগাও না, দেখবে আমি এক্ষুনি চেঁচিয়ে সকলকে হাজির করি কিনা?’’

শব্দার্থ

দ্বন্দ্বযুদ্ধ = দুই ব্যক্তির যুদ্ধ
আহ্বান = আমন্ত্রণ, সম্বোধন
ভয়ঙ্কর = ভীষণ, ভয়ানক
চম্পট = পলায়ন, প্রস্থান
ভণ্ডুল = পণ্ড
ঠাট্টা = ব্যঙ্গ, উপহাস

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

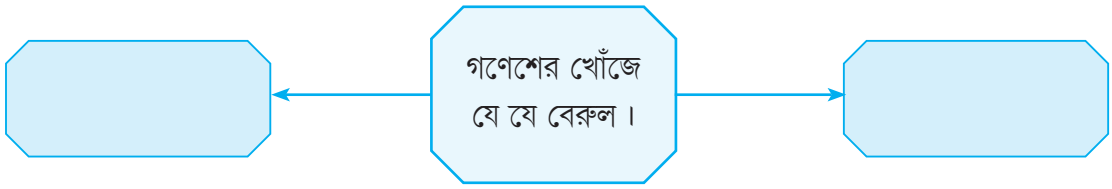

খ)

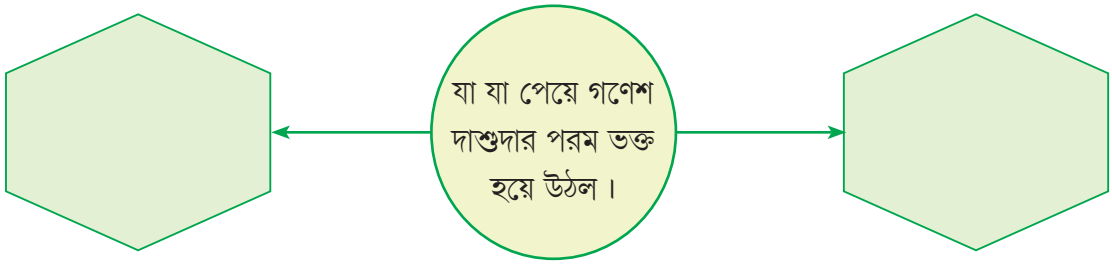

২) সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূণ্যস্থান পূর্ণ করো।

ক) স্কুলের _____ দিন। (ছুটির / বন্ধের)

খ) দাশুর ভারি ইচ্ছে ছিল সেও একটা কিছু _____ করে। (পাগলামী / অভিনয়)

ঘ) দাশু বেচারা _____ খুব মিনতি করল। (প্রথমে / শেষে)

গ) ছুটির দিনে আমরা যখন _____ জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। (যাত্রার / অভিনয়ের)

ঙ) এই সুযোগে হাতছাড়া হয়ে গণেশচন্দ্র আবার _____ দিল। (চম্পট / ভাত)

৩) কারণ লেখো।

ক) দাশুকে নাটিকায় অভিনয় দিল না...

খ) গণেশচন্দ্র নাটিকার সময় অভিনয় ছেড়ে পালিয়ে গেল...

৪) সমানার্থী শব্দের জোড়া মেলাও।

'অ' স্তম্ভ - শব্দ	'ব' স্তম্ভ - সমানার্থী শব্দ
ক) চম্পট	অ) ব্যর্থ
খ) ঠাট্টা	আ) আমন্ত্রণ
গ) ভণ্ডুল	ই) পলায়ন
ঘ) আহ্বান	ঈ) ব্যঙ্গ

৫) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) দাশুর কী করার ভারি ইচ্ছা ছিল?

খ) দেবদূত কে সেজেছিল?

গ) গণশাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া গেল?

ঘ) দাশু গণশাকে কী কিনে দেওয়ার কথা বলেছিল?

ঙ) দেবদূত মহারাজকে আশীর্বাদ করে কোথায় প্রস্থান করেছেন ?

৬) সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক) দাশুর চরিত্র চিত্রণ করো।

খ) দাশুর স্টেজের কীর্তিকলাপ বর্ণনা করো।

৭) ব্যক্তিগত প্রশ্ন :

''নাটকে একটি মজাদার চরিত্র থাকা প্রয়োজন''-এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

সর্বদা মনে রেখো :

''ভালো মানুষের বিশেষত্ব হলো, তারা সবসময় অন্যের মধ্যে ভালোটাই - দেখতে পায়।''

- **উপযোজিত লেখন :**

'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়' এর সম্বন্ধে একটি রচনা লেখো।

৯. জলসত্র

- বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

বাংলা কথা সাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জন্ম: ১৮৯৪; মৃত্যু- ১৯৫০) বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা মৃণালিনী দেবী। বিভুতিভূষণের বাল্যকালে প্রথম শিক্ষা শুরু হয় পিতার কাছে। তারপর গ্রামের পাঠশালায়। ছোটোবেলা থেকেই লেখার প্রতি ছিল তাঁর তীব্র আগ্রহ। বিভূতিভূষণের কর্মজীবন ছিল নানা বৈচিত্র্যে ভরা। নানা উত্থান-পতন ও দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। শিক্ষকতা ছিল তাঁর প্রধান জীবিকা। মাত্র একুশ বছরের সাহিত্য জীবনে তিনি তেরোটি উপন্যাস ও বহু ছোটোগল্প রচনা করেছেন। তাঁর অন্যতম প্রধান উপন্যাস আরণ্যক, পথের পাঁচালি, অপরাজিত, দৃষ্টি প্রদীপ, ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প ইত্যাদী।

পাঠ প্রসঙ্গ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'জলসত্র' পাঠের মাধ্যমে কবি তৎকালীন সামাজিক মতভেদ ভুলে ঐক্যের বন্ধনে নিয়ে আসার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। এই পাঠে এক ব্রাহ্মণ ব্যক্তি তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় অবস্থায় এক কলুর দেওয়া জলসত্রে এসে পৌঁছলেন। প্রথমে তিনি বর্ণভেদের অহংকারে জলপানে দ্বিধাবোধ করলেন। কিন্তু পরে তিনি এই জলসত্র প্রতিষ্ঠার কাহিনী শুনে এবং ওই জল সত্রে একই বটবৃক্ষের নিচে হিন্দু-মুসলমানকে একসঙ্গে জলপান করতে দেখে তার মনের পরিবর্তন হয় এবং তিনিও তার বর্ণভেদের অহংকার ভুলে গিয়ে জলপান করলেন।

বৃদ্ধ মাধন শিরোমণিমশায় শিষ্যবাড়ি যাচ্ছিলেন।

বেলা তখন একটার কম নয়। সূর্য মাথার উপর থেকে একটু হেলে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রে বালি গরম, বাতাস একেবারে আগুন, মাঠের চারিধারে কোনোদিকে কোনো সবুজ গাছপালার চিহ্ন চোখে পড়ে না। এক-আধটা বাবলা গাছ যা আছে তাও পত্রহীন। মাঠের ঘাস রোদ-পোড়া-কটা। ব্রাহ্মণের কাপড়চোপড় গরম হাওয়ায় আগুন হয়ে উঠল, আর গায়ে রাখা যায় না। এক-একটা আগুনের ঝলকের মতো দমকা হাওয়ায় গরম বালি উড়ে এসে তাঁর চোখেমুখে তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরবেলা এ মাঠ পার হতে যাওয়া যে ইচ্ছে করে প্রাণ দিতে যাওয়ার সামিল, একথা নবাবগঞ্জের বাজারে তাঁকে অনেকে বলেছিল, তবু ও যে তিনি কারুর কথা না শুনে জোর করেই বেরুলেন, সে কেবল বোধ হয় কপালে দুঃখ ছিল বলেই।

পশ্চিমদিকে অনেক দূরে একটা উলুখড়ের খেত গরম বাতাসে মাথা দোলাচ্ছিল। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই কেবল চকচকে খরবালির সমুদ্র। ব্রাহ্মণের ভয়ানক তৃষ্ণা পেল, গরম বাতাসে

শরীরের সব জল যেন শুকিয়ে গেল, জিব জড়িয়ে আসতে লাগল। তৃষ্ণা এত বেশি হল যে, সামনে ডোবার পাতা-পচা কালো জল পেলেও তা তিনি আগ্রহের সঙ্গে পান করেন। কিন্তু নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত সাড়ে চার ক্রোশ বিস্তৃত এই প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে যে কোথাও জল পাওয়া যায় না, তা তো তাঁকে কেউ কেউ বাজারেই বলেছিল। এ কষ্ট তাঁকে ভোগ করতেই হবে।

ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্রমেই ঘেমে উঠতে লাগলেন। তাঁর কান দিয়ে, নাক দিয়ে নি:শ্বাসে যেন আগুনের ঝলক বেরুতে লাগল। জিব জোর করে চুষলেও তা থেকে আর রস পাওয়া যায় না, ধুলোর মতো শুকনো। চারিদিকে ধূ-ধূ মাঠ খররৌদ্রে যেন জ্বলছে, চকচকে বালিরাশি রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে... মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘূর্নি হাওয়া গরম বালি-ধুলো-কুটো উড়িয়ে নাকে-মুখে নিয়ে এসে ফেলছে।... অসহ্য পিপাসায় তিনি চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখতে লাগলেন। মনে হতে লাগল-একটু ঘন সবুজমতো যদি কোনো পাতাও পাই তা হলে চুষি... জীবনে তিনি যত ঠাণ্ডা জল খেয়েছিলেন তা এইবার তাঁর একে একে মনে আসতে লাগল। তাঁর বাড়ির পুকুরের জল কত ঠাণ্ডা... পাহাড়পুরের কাছারির ইঁদারার জল সে তো একেবারে বরফ... কবে তিনি শিষ্যবাড়ি গিয়েছিলেন, বৈশাখ মাসের দিন তারা তাঁকে বড় সাদা কাঁসার ঘটি করে নতুন কলসির জল খেতে দিয়েছিল, সে জল একেবারে হিম, খাবার সময় দাঁত কনকন করে। আচ্ছা, এখন যদি সেইরকম এক ঘটি জল কেউ তাঁকে দেয়?... তাঁর তৃষ্ণাটা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে বুকের কলজে পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠল। এ মাঠটাকে এ অঞ্চলে বলে কচু-চুষির মাঠ। তাঁর মনে পড়ল তিনি শুনেছিলেন, এ জেলার মধ্যে এত বড় মাঠ আর নেই; আগে আগে অনেকে নাকি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে এ মাঠ পার হয়ে গিয়ে সত্য সত্যি প্রাণ হারিয়েছে, গরম বালির ওপর তাদের নির্জীব দেহ লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। অসহ্য জল-তৃষ্ণায় তারা আর চলতে অক্ষম হয়ে গরম বালির ওপর ছটফট করে প্রাণ হারিয়েছে!... সত্যিই তো!... এখনও তো দু-ক্রোশ দূরে গ্রাম... যদি তিনিও?...

শুধু মনের জোরে তিনি পথ চলতে লাগলেন। এই পথ হাঁটার শেষে কোথায় যেন একঘটি ঠাণ্ডা কনকনে হিমজল তাঁর জন্যে কে রেখে দিয়েছে, পথ হাঁটার বাজি জিতলে, সেই জলঘটিটাই যেন তাঁর পুরস্কার, এইভাবেই তিনি কলের পুতুলের মতো চলছিলেন। আধক্রোশটাক পথ চলে উলুখড়ের বনটা ডাইনে ফেলেই দেখলেন, বোধ হয় আর আধ ক্রোশ পথ দূরে একটা বড় বটগাছ। গাছটার তলায় কোনো পুকুর হয়তো থাকতে পারে, না থাকে, ছায়াও তো আছে?

বটতলায় পৌঁছে দেখলেন একটা জলসত্র। চার-পাঁচটা নতুন জালায় জল, একপাশে একরাশি কচি ডাব! এক ধামা ভিজে ছোলা, একটা বড় জায়গায় অনেকটা নতুন আখের গুড়, একটা ছোট ধামায় আধ ধামা বাতাসা! বাঁশের চেরা একটা খোল কাতার দড়ি দিয়ে আর একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে বাঁধা। একজন জালা থেকে জল উঠিয়ে চেরা বাঁশের খোলে ঢেলে দিচ্ছে। আর লোকে বাঁশের খোলের এ মুখে অঞ্জলি পেতে পান করছে। গাছতলায় যারা বসেছিল, ব্রাহ্মণ দেখে শিরোমণিমহাশয়কে তারা খুব খাতির করলে। একজন জিজ্ঞাসা করলে- ঠাকুরমশায়ের আগমন হচ্ছে কোথা থেকে?

একজন বলল - আহা, সে কথা রাখো, বাবাঠাকুর আগে ঠাণ্ডা হোন।

শিরোমণিমশায় যেখানে বসলেন, সেখানে প্রকাণ্ড বটগাছটা প্রায় দু-তিন বিঘা জমি জুড়ে আছে।

হাতির শুঁড়ের মতো লম্বা ঝুরি চারিদিকে নেমেছে। একজন তাঁকে তামাক সেজে দিয়ে একটা বটপাতা ভেঙে নিয়ে এল নল করবার জন্যে!... আঃ, কী ঝিরঝিরে হাওয়া ! এই অসহ্য পিপাসা ও গরমের পর এমন ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস ও তৈরি-তামাকে তাঁর তৃষ্ণাও যেন অনেকটা কমে গেল।

তামাক খাওয়া শেষ হল। একজন বললে- ঠাকুরমশায়, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হন। ভালো সন্দেশ আছে ব্রাহ্মণদের জন্যে আনা, সেবা করে একটু জল খান, এই রোদে এখন আর যাবেন না- বেলা পুড়ুক।

তারপর শিরোমণিমশায় জিজ্ঞাসা করলেন- এ জলসত্র কাদের ?

- আজ্ঞে ওই আমডোবের বিশ্বেসদের। শ্রীমন্ত বিশ্বেস আর নিতাই বিশ্বেস, নাম শুনেছেন ?

শিরোমণিমশায় বললেন- বিশ্বেস ? সদগোপ ?

- আজ্ঞে না, কলু।

সর্বনাশ! নতুন মাটির জালা-ভর্তি জল ও কচি ডাবের রাশি দেখে পিপাসার্ত শিরোমণিমশায় যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তা তাঁর এক মুহূর্তে কর্পূরের মতো উবে গেল। কলুর দেওয়া জলসত্রে তিনি কী করে জল খাবেন ? তিনি নিজে এবং তাঁর বংশ চিরদিন অশূদ্রে প্রতিগ্রাহী; আজ কি তিনি- ওঃ ! ভাগ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। - নইলে এখনি তো...

শিরোমণিমশায় জিজ্ঞাসা করলেন - এ জলসত্র কতদিনের দেওয়া ?

- তা আজ প্রায় পনেরো-ষোলো বছর হবে। শ্রীমন্ত বিশ্বেসের বাপ তারাচাঁদ বিশ্বেস এই জলসত্র বসিয়ে যায়। সে হয়েছিল কী বলি শুনুন। বলে লোকটা সেই কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে।

আমডোবের তারাচাঁদ বিশ্বেস যখন ছোট, চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স তখন তার বাপ মারা যায়। সংসারে কেবল ন-দশ বছরের একটি বোন ছাড়া তারাচাঁদের আর কেউ ছিল না। ভাই-বোনে মাথায় করে কলা, বেগুন, কুমড়ো এইসব হাটে বিক্রি করত; এতেই তাদের সংসার চলত। সেবার বোশেখ মাসের মাঝামাঝি তারাচাঁদ ছোট বোনটিকে নিয়ে নবাবগঞ্জের হাটে তালশাঁস বিক্রি করতে গিয়েছিল। ফেরার সময় তারাচাঁদ মাঠের আর কিছু ঠিক পায় না- নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত এই মাঠটা সাড়ে চার ক্রোশের বেশি হবে তো কম নয়। কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই। বোশেখ মাসের দুপুর রোদে মাঠ বেয়ে আসতে তারাচাঁদের ছোট বোনটা অবসন্ন হয়ে পড়ল। তারাচাঁদের নিজের মুখে শুনেছি, ছোট বোনটি মাঠের মাঝামাঝি এসে বললে - দাদা আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল খাব। তারাচাঁদ তাকে বোঝালে, বললে-একটু এগিয়ে চল, রতনপুরের কৈবর্তপাড়ায় জল খাওয়াব।

সেই 'একটু আগিয়ে' মান দুক্রোশের কম নয়। আর খানিকটা এসে মেয়েটা তেষ্টায় রোদে অবসন্ন হয়ে পড়ল। বার বার বলতে লাগল- ও দাদা, তোর দুটি পায়ে পড়ি, দে আমায় একটু জল...

তারাচাঁদ তাকে কোলে তুলে নিয়ে এই বটগাছটার ছায়ায় নিয়ে এসে ফেললে। ছোট মেয়েটা তখন আর কথা বলতে পারছে না। তারাচাঁদ তার অবস্থা দেখে তাকে নামিয়ে রেখে ছুটে জলের সন্ধানে গেল। এখান থেকে আধক্রোশ তফাতে রতনপুরের কৈবর্তপাড়া থেকে একঘটি জল চেয়ে এনে দেখে তার ছোট বোনটা গাছতলায় মরে পড়ে আছে, তার মুখে একটা কচুর ডগা ! এই বটগাছটা তখন ছোট ছিল, ওরই তলায় অনেক কচুবন ছিল। তেষ্টায় যন্ত্রণায় মেয়েটা সেই বুনো

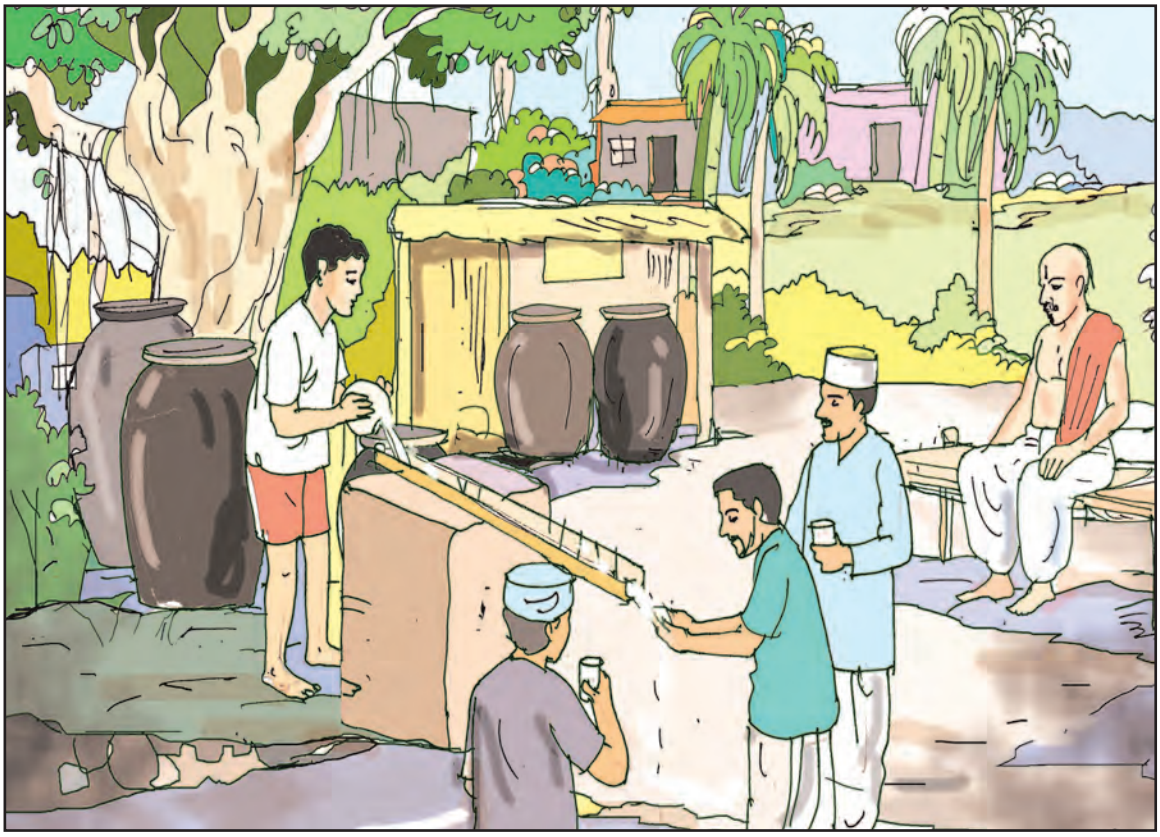

কচুর ডগা মুখে করে তার রস চুষেছিল- সেই থেকে এই মাঠটার নাম হল কচু-চুষির মাঠ।

তারাচাঁদ বিশ্বেস ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছিল। শুনেছি নাকি তার সে বোন তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলত - দাদা, ওই মাঠের মধ্যে সকলের জল খাবার জন্য তুই একটা জলসত্র করে দে!... তাই তারাচাঁদ বিশ্বেস এখানে এই বটগাছ পিতিষ্ঠে করে জলসত্র বসিয়ে গেছে- সে আজ পনেরো - ষোলো কী বিশ বছরের কথা হবে। ঠাকুরমশায়, কচু-চুষির মাঠের এ জলসত্র এদিকের সকলেই জানে। বলব কী বাবাঠাকুর, এমনও শুনেছি যে মাঠের মধ্যে জলতেষ্টায় বেঘোরে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, এমন লোক নাকি কেউ কেউ দেখেছে একটা ছোট মেয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছে- ওগো, আমি জল দেব, তুমি আমার সঙ্গে এসো!...

লোকটি তার কাহিনী শেষ করলে; তারপর বললে- সত্যি-মিথ্যে জানিনে ঠাকুরমশায়, লোকে বলে তাই শুনি, বোশেখ মাসের দিন ব্রাহ্মণের কাছে মিথ্যে বলে কি শেষকালে...

লোকটা দুই হাতে নিজের কান মলে কপালে দুহাত ঠেকিয়ে এক প্রণাম করলে।

বেলা পড়ে এল। কত লোক জলসত্রে আসতে-যেতে লাগল। একজন চাষা পাশের মাঠ থেকে লাঙল ছেড়ে বটতলায় উঠল। ঘেমে সে নেয়ে উঠেছে। একটু বিশ্রাম করে সে তৃপ্তির সঙ্গে ছোলা, গুড় আর জল খেয়ে বসে গল্প করতে লাগল।

এক বুড়ি অন্য গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে ফিরছিল। গাছতলায় এসে সে ঝুলি নামিয়ে একটু জল চেয়ে নিয়ে হাত-পা ধুলে। একজন বললে - আবদুলের মা, একটা ডাব খাবা?

আবদুলের মা একগাল হেসে বললে - তা দ্যাও দিকি মোরে, আজ অ্যাকটা খাই। মরব তো খেয়েই মরি।

একজন লোক পরনে টাট্‌কা কোরা

কাপড়ের ওপর নতুন পাটভাঙা ধপধপে সাদা টুইলের শার্ট, হাঁটু পর্যন্ত কাপড়-তোলা পায়ে এক-পা ধুলো, বটতলায় এসে হতাশভাবে ধপ করে বসে পড়ল। কেউ জিজ্ঞাসা করলে- ছমিরুদ্দি মিঞা যে, আজ ছানির দিন ছিল না?

ছমিরুদ্দি সম্পূর্ণ ভদ্রসঙ্গত নয় এরূপ একটি বাক্য উচ্চারণ করে ভূমিকা ফেঁদে তার মকদ্দমার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে গেল এবং যে উকিলের হাতে তার কেস ছিল, তার সম্বন্ধে এমন কতকগুলো মন্তব্য প্রকাশ করলে যে, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলে ছমিরুদ্দির বিরুদ্ধে আর একটা কেস হত। তারপর সে পোয়াটাক আখের গুড়ের সাহায্যে আধ সের আন্দাজ ভিজেছোলা উদরসাৎ করে একছিলিম তামাক খেয়ে বিদায় নিলে।

ক্রমে রোদ পড়ে গেল। বৈকালের বাতাসে কাছেরই একটা ঝোপ থেকে ডাঁশা খেজুরের গন্ধ ভেসে আসছিল। হলুদ রঙের সোঁদালি ফুলের ঝাড় মাঠের পেছনটা আলো করে ছিল। একটা পাখি আকাশ বেয়ে ডানা মেলে চলেছিল- বউ কথা-ক - বউ কথা-ক'।

শিরোমণিমশায়ের বসে বসে মনে হল, বিশ বছর আগে, তাঁর আট বছরের পাগলি মেয়ে উমার মতোই ছোট একটি মেয়ে এই বটতলায় অসহ্য পিপাসায় জল-অভাবে বুনো কচুর ডাটার কটু রস চুষেছিল, আজ তারই স্নেহ করুণা এই বিরাট বটগাছটার নিবিড় ডালপালায় বেড়ে উঠে এই জলকষ্টপীড়িত পল্লীপ্রান্তরের একধারে পিপাসার্ত পথিকদের আশ্রয় তৈরি করেছে... এরই তলায় আজ বিশ বছর ধরে সে মঙ্গলরূপিনী জগদ্ধাত্রীর মতো দশ হাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘ-মধ্যাহ্ন কত পিপাসাতুর পল্লী-পথিককে জল যোগাচ্ছে! চারিধারে যখন সন্ধ্যা নামে... তপ্ত মাঠপথ যখন ছায়াশীতল হয়ে আসে... তখনই কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সে মেয়েটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় শুভ্র আঁচল উড়িয়ে কোনো অজ্ঞাত ঊর্ধ্বলোকে তার নিজের স্থানটিতে ফিরে চলে যায়!... তার পৃথিবীর বালিকা জীবনের ইতিহাস সে ভোলেনি।...

যে লোকটা জল দিচ্ছিল, তার নাম চিনিবাস, জাতে সদগোপ। শিরোমণিমশায় তাকে বললেন - ওহে বাপু, তোমার ওই বড় ঘটিটা বেশ করে মেজে একঘটি জল আমায় দাও, আর ইয়ে - ব্রাহ্মণের জন্য আনা সন্দেশ আছে বললে না?

শব্দার্থ

পত্রহীন = পাতা ছাড়া
সংক্ষিপ্ত = ছোটো
ধামা = ঝুড়ি
জালা = জলের পাত্র
প্রতিগ্রাহী = দান গ্রহণকারী
শুভ্র = সাদা
পিতিষ্ঠে = প্রতিষ্ঠা
সংক্ষিপ্ত = ছোটো
মন্তব্য = মনোগত
উদরসাৎ = ভক্ষণ / খাওয়া
প্রান্তর = মাঠ
মধ্যাহ্ন = দুপুর
জলসত্র = তৃষ্ণার্ত পথিকদের বিনামূল্যে জলদান করবার স্থান।

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) পাঠ থেকে সঠিক কথাটি বেছে নিয়ে ছক্ পূর্ণ করো।

ক)

জৈষ্ঠ্যে মাসের খররৌদ্রে প্রকৃতির যে অবস্থা ছিল

২) সত্য / মিথ্যা লেখো।

ক) ব্রাহ্মণ চিরদিন অশূদ্রে প্রতিগ্রাহী। - _____

খ) বৃদ্ধ সাধন শিরোমণিমশায় শিষ্যবাড়ি যাচ্ছিলেন। - _____

গ) ছোট বোনটি বললে দাদা আমার বড়ো ক্ষুধা পেয়েছে। - _____

ঘ) তারাচাঁদ বিশ্বেস জাতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। - _____

ঙ) যে লোকটা জল দিচ্ছিল তার নাম সাগর - _____

৩) কারণ লেখো।

ক) শিরোমণিমশায়ের আনন্দ এক মুহূর্তে কর্পূরের মতো উবে গেল।

খ) তারাচাঁদ বিশ্বেস মাঠের মধ্যে বটগাছ প্রতিষ্ঠা করে জলসত্র বসিয়ে গেছে।

গ) ব্রাহ্মণের সামনে ডোবার পাতা-পচা জল পান করার ইচ্ছা হলো।

৪) পাঠ থেকে খুঁজে শব্দগুলির অর্থ লেখো।

ক) ধনী - _____ খ) ঝুড়ি - _____

গ) জলপাত্র - _____ ঘ) দানগ্রহণকারী - _____

ঙ) মাঠ - _____ চ) দুপুর - _____

৫) পাঠ থেকে খুঁজে শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখো।

ক) গুরু × _____ খ) সুখ × _____

গ) পূর্ব × _____ ঘ) গরম × _____

ঙ) শুকিয়ে × _____ চ) প্রকাণ্ড × _____

ছ) সহ্য × _____

৬) নিম্নলিখিত বাক্য থেকে পদের সঠিক প্রকার লেখো।

ক) তামাক খাওয়া শেষ হল।

বিশেষ্য -	**ক্রিয়া** -

খ) ভালো সন্দেশ আছে কিনবে?

বিশেষ্য -	**ক্রিয়া** -

গ) তারাচাঁদ তালশাঁস বিক্রি করতে গিয়েছিল।

বিশেষ্য -	**ক্রিয়া** -

ঘ) পিপাশার্ত শিরোমণিমশায় আনন্দ অনুভব করছিলেন।

বিশেষ্য -	**ক্রিয়া** -

৭) নিম্নলিখিত প্রশ্নের এক কথায় উত্তর লেখো।

ক) বৃদ্ধ মাধব শিরোমণিমশায় কোথায় যাচ্ছিলেন?

খ) নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত কত ক্রোশ পথ?

গ) পাহাড়পুরের কাছারির ইঁদারার জল কেমন ছিল?

ঘ) তারাচাঁদ বিশ্বেসের পরিবারে কে কে ছিল?

ঙ) কত বছর আগে তারাচাঁদ বিশ্বেস জলসত্র বসিয়েছিল?

৮) নিম্নলিখিত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো।

ক) ছমিরুদ্দিন মিঞার পোশাক কেমন ছিল?

খ) তারাচাঁদ বিশ্বেসের বাবা মারা যাবার পর সংসার কীভাবে চলত?

গ) বিশ্বেসদের জলসত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লেখো।

৯) ব্যক্তিগত প্রশ্ন :

'জল দান শ্রেষ্ঠ দান' – এ সম্বন্ধে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

সর্বদা মনে রেখো :

"জলের আরএক নাম জীবন।"

- **আমি বুঝেছি :**

- **ভাষাবিন্দু :**

ক) নিম্নলিখিত শব্দের লিঙ্গ পরিবর্তন করো।

মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন	মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন
১. বৃদ্ধ		২. বাবা	
৩. বোন		৪. ব্রাহ্মণ	
৫. শিষ্য		৬. পাগলি	
৭. মেয়ে			

খ) নিম্নলিখিত শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করো।

শব্দ	সন্ধি বিচ্ছেদ
১. খররৌদ্র	
২. পর্যন্ত	
৩. পিপাসর্ত	
৪. জগদ্ধাত্রী	

- **উপযোজিত লেখন :**

পানীয় জলের অভাবে কী অসুবিধা হতে পারে তার বর্ণনা নিজের ভাষায় লেখো।

১০. বরযাত্রা

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম ৭ই মে ১৮৬১; মৃত্যু: ৭ই আগস্ট ১৯৪১) বিশ্ববরেণ্য কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ : 'কড়িও কোমল', 'মানসী', সোনারতরী চিত্রা চৈতলি, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, শিশু, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, গীতালি, বলাকা, পলাতকা ভোলানাথ, বনবানী, পুনশ্চ, বীথিকা, পত্রপুট, সানাই, ছড়া ইত্যাদি ৬০ খানি।

কবিতা প্রসঙ্গ

'বরযাত্রা' কবিতাটি তাঁর 'মহুয়া' নামক কাব্যগ্রন্থ হতে উদ্ধৃত। যে আনন্দ-সৌন্দর্যময় বসন্ত ঋতু নব বরবেশে প্রকৃতির রাজ্যে বিবাহ উৎসবের রূপরঙ, নৃত্য-গীত, আনন্দ-আলোড়ন সৃষ্টি করে বছরে আবির্ভূত হয়। কবি এই কবিতায় বসন্তের সেই সমাগমকে ধ্বনি ও ছন্দের সংগীত - নৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

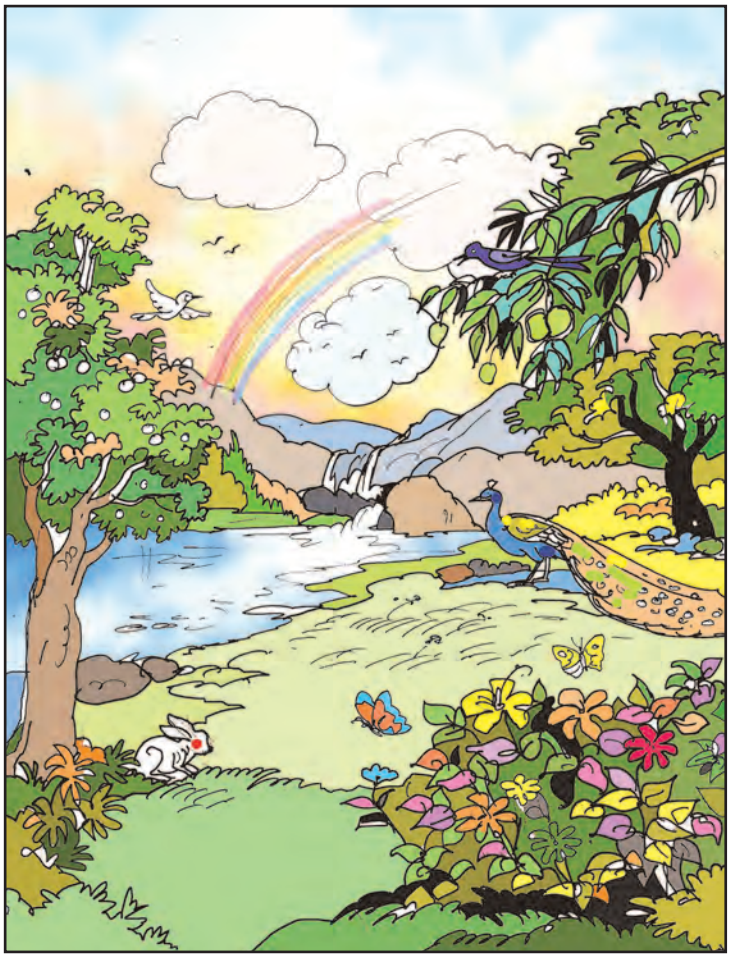

পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে
চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে
যেন কোন্ দুর্দম
বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে।

পথপাশে মল্লিকা দাঁড়াল আসি।
বাতাসে সুগন্ধের বাজাল বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর অম্বরে ছড়ায়ে হাসি।

অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
মধুকর গুঞ্জিত
কিশলয় পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া।

কিংশুককুঙ্কুমে বসিল সেজে,
ধরণীর কিঙ্কিণী উঠিল বেজে।
ইঙ্গিতে সঙ্গীতে
নৃত্যের ভঙ্গীতে
নিখিল তরঙ্গিত উৎসব যে।

শব্দার্থ

দিগন্ত = দিকের সীমা
বিহঙ্গম = পাখি
মুহুর্মুহু = বারবার, ঘনমন
মল্লিকা = শ্বেত পুষ্পবিশেষ
রোমাঞ্চিত = পুলকিত।
অরণ্য = বন, জঙ্গল
গগন = আকাশ
সঞ্চয় = সংগ্রহ
সুগন্ধ = মধুর গন্ধ
দুর্দম = দুর্জয়
ধরা = পৃথিবী
অম্বর = আকাশ
আড়ম্বর = জাঁক জমক

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

ধরার স্বয়ম্বরে যারা এসেছিল।

২) ঘটনা ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখো।

ক) বাতাসে সুগন্ধের বাজাল বাঁশি। - _____

খ) উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া। - _____

গ) আসে বর অম্বরে ছড়ায়ে হাসি। - _____

ঘ) চকিত অরণ্যর সুপ্তি কাড়ে। - _____

৩) অপূর্ণ পংক্তি পূর্ণ করো।

ক) পথপাশে মল্লিকা _____।

খ) ইঙ্গিতে সংগীতে নৃত্যের ভঙ্গীতে _____।

গ) গগনে মুহুর্মুহু _____।

ঘ) ধরনীর কিঙ্কিনী _____।

৪) কবিতা থেকে অন্তমিল শব্দ খুঁজে লেখো।

ক)		
খ)		
গ)		
ঘ)		

৫) কবিতা থেকে শব্দার্থ খুঁজে লেখো।

ক) পাখি - _____ খ) আকাশ - _____

গ) পুলকিত - _____ ঘ) সংগ্রহ - _____

ঙ) বন - _____ চ) লহরী - _____

৬) কবিতা থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো।

ক) আকাশ × _____ খ) কান্না × _____

গ) কনে × _____ ঘ) উঠিল × _____

৭) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) দিগন্তের দুয়ার কে নাড়ায়? খ) পথের পাশে কারা এসে দাঁড়াল ?

গ) বিহঙ্গম কাকে বলা হয়েছে ?

ঘ) কার স্বয়ম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে ?

ঙ) কনে কে ?

৯) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

'বরযাত্রী হওয়া সত্যই মনোরম'– এ বিষয়ে তোমার অভিমত লেখো।

- **নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম - _____

খ) কবির নাম - _____

গ) তোমার পছন্দের যে কোনো দু'টি পংক্তি - _____

ঘ) পংক্তি দু'টি পছন্দ হওয়ার কারণ - _____

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা - _____

সর্বদা মনে রেখো :

"বড় হতে হলে সর্বাগ্রে সময়ের মূল্য দিতে হবে।"

- **ভাষাবিন্দু :**
  - **পদ : ব্যাকরণ শাস্ত্র, পদ হচ্ছে একটি ভাষার রূপতত্ত্বগত শ্রেণীবিভাগ, যা সেই ভাষার বাক্যের নির্মাণ পদ্ধতি ও শব্দের সনাক্তকরণ, বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য ভাষাগত গঠনের বর্ণনা করে।**

পদ পরিবর্তন করো।

মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন	মূলশব্দ	শব্দ-পরিবর্তন
১. সুপ্ত		২. সুগন্ধি	
৩. গুঞ্জন		৪. রোমাঞ্চ	
৫. পুঞ্জ		৬. উদারতা	

- **উপযোজিত লেখন :**

'বসন্ত ঋতু' – এর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখো।

इयत्ता ५ वी, ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका

- मराठी, इंग्रजी, उर्दू, हिंदी माध्यमामध्ये उपलब्ध
- सरावासाठी विविध प्रश्न प्रकारांचा समावेश
- घटकनिहाय प्रश्नांचा समावेश
- नमुन्यादाखल उदाहरणांचे स्पष्टीकरण

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेत स्थळावर भेट द्या.

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७१८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९१५११, औरंगाबाद - ☎

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে।

बालभारती इयत्ता आठवी (बंगाली माध्यम)

₹ 49.00